ইউনানী হাকিমি চিকিৎসা প্রণালী

অর্থাৎ

বঙ্গভাষায় ইউনানী চিকিৎসা

শাস্ত্রানুমোদিত ব্যাধি সমূহের

লক্ষণ, নিদান, কারণ,

ঔষধাদির ক্রিয়া, প্রয়োগ,

মাত্রা এবং চিকিৎসা

সম্বন্ধীয় অপরাপর

জ্ঞাতব্য বিষয়

সম্বলিত

গ্রন্থ।

———:o:———

শ্রীযুক্ত হাকিম আবদুল লতিফ

প্রণীত।

——•••——

কলিকাতা।

৪নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট—মিলন যন্ত্রে

শ্রীমুনীন্দ্র মোহন বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৯ সাল।

ভূমিকা।

বর্ত্তমান সময়ে বহুল পরিমাণে চিকিৎসাগ্রন্থসমূহ সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা হইতে অনুবাদিত হইয়া বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে এবং দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় অতীব সমাদরের সহিত উক্ত গ্রন্থসমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক অনুবাদকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, পূর্ব্বকালীন ইউনানী হাকিমি চিকিৎসকগণ স্ব স্ব বিরচিত গ্রন্থ মধ্যে যে লোকাতীত প্রতিভা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা জনসমাজের জ্ঞাননেত্রে পতিত হইতেছে না। ঐ সমস্ত গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সাধারণের পাঠোপযোগী হয় ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যে দুই একখানি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা মূল আরবী বা পারসী গ্রন্থ হইতে অনুবাদ বলিয়া বোধ হয় না, সুতরাং সাধারণের তাহাতে মনতৃপ্তি হইতেছে না। এই অভাব দূরীকরণাভিপ্রায়ে আমি মূল আরবী ও পারসী গ্রন্থ হইতে ইউনানী হাকিমী চিকিৎসা প্রণালী অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলাম। যে সকল মুসলমান ভ্রাতাগণ অর্থোপার্জ্জনোদ্দেশ্যে জাতীয়ভাষা পরিত্যাগ করিয়া রাজভাষায় জ্ঞানোপার্জ্জন করিতেছেন, এবং যে সমস্ত স্বজাতি বিদ্বেষ্টা উদ্ধত প্রকৃতি মুসলমান যুবক রাজভাষায় কৃতবিদ্য বা অর্দ্ধ শিক্ষিত হইয়া স্বদেশীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানশাস্ত্র সমূহের উপর বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন, তাঁহাদের স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের জন্য কি অলোক সামান্য জ্ঞানভাণ্ডার একত্রীভূত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদিগকে তাহা প্রদর্শন করান আমার এই পুস্তক প্রকাশের অপর এক মূল উদ্দেশ্য।

ইউনানী হাকিমি চিকিৎসা প্রণালীর প্রথম খণ্ডে রক্ত, পিত্ত, কফ প্রভৃতি ধাতুসমূহের স্বাভাবিক অবস্থা, কোন কারণ বশতঃ তাহারা বিকৃত হইলে কি কি উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিতে হয়, ঔষধ সমূহের স্থানিক, আভ্যন্তরিক প্রভৃতি নানাপ্রকার

প্রয়োগ, রক্ত মোক্ষণ ও তাহার অত্যাবশ্যকতা, বিরেচন, বমন, প্রস্রাব করণ, এবং প্রস্রাব পরীক্ষা প্রভৃতি সাধারণ বিষয় স্থূল স্থূলরূপে বিবৃত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ রোগ ব্যাখ্যান সময়ে পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি অধিকতর বিশদ ও বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইবে। তখন কিরূপে কেবল মাত্র যৎসামান্য কৌশল ও প্রক্রিয়া দ্বারা ভয়ানক সাংঘাতিক রোগসমূহকে ঝটিতি উপশম করিতে পারা যায়। পাঠক তাহা দেখিয়া চমকিত ও বিস্মিত হইবেন।

দ্বিতীয় ভাগ ইউনানী হাকিমি চিকিৎসা প্রণালীগ্রন্থে মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় সাধারণ ও স্থানিক রোগের লক্ষণ এবং চিকিৎসা বিবরণ বিশদরূপে বিবৃত হইবে এবং তৎসঙ্গে "ইউনানী হাকিমী ঔষধ" নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশ হইবে। উক্ত গ্রন্থে ঔষধসমূহের সাধ্য মত আরবী, পারসী, হিন্দী, বাঙ্গালা ও ইংরাজী নাম, প্রস্তুত করণ প্রণালী, সংরক্ষণ এবং জহরত আদি ধাতু দ্রব্য ভস্মীকরণ ইত্যাদি বিষয় প্রকাশিত হইবে। এই উভয়বিধ পুস্তকের সাহায্যে বুদ্ধিমান লোক মাত্রেই ইউনানী হাকিমী মতে সর্ব্বাধিক রোগের চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবেন। ইতি

৬৩ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
১২৯৯ সাল। আষাঢ়

শ্রীহাকিম আবদুল লতিফ

ভ্রম সংশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
উক্ত বায়ুই আমাদেব জীবনী-শক্তি	উক্ত বায়ুই আমাদের জীবনী-শক্তি উৎপাদক ও সংরক্ষক।	১	১৩
এইরূপ ঔষধ	সেই সকল ঔষধ	৩	১৪
রক্তের বর্ণ কাল হইবে, ...	রক্তের বর্ণ কাল হইবে। ...	৫	১
রক্তকে গাঢ় করে।	রক্তকে গাঢ় করে,	৫	২
সেবন করিবে,	সেবন করিবে।	৬	১৫
কলম্বাগ	কলম্বা	১৩	২০
শীতল দ্রব্যের সেক ...	শৈত্য-গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের সেক	১৭	৬
উৎবিড়ালের ...	উদ্‌বিড়ালের	২১	১৩
আবদ্ধ	আরব্ধ	২৮	১৭
বাস্ হালিক্	বাসালিক ...	...৩৪,৩৫,৪০	১৭,১৮
বাস্ হলিক			২৩,১১
সেই সময়ে ...	এই সময়ে ...	৩৯	১৫
লবণ...১০ মেস্কাল ...	লবণ—২ মেস্কাল ...	৬৫	১৪
মুলার জল ...	মূলাব রস	ঐ	১৫
বমন্ করিবে ...	সেবন করিবে ...	৬৬	৪
প্রস্রাব আনয়ন করিবার ঔষধ ইত্যাদি ..	অষ্টম অধ্যায়। প্রস্রাব নির্গমন দ্বারা বোগ চিকিৎসা। ...	৬৬	৭,১০
	ধাতু তরল হইয়া বিকৃত হইলে ও পরিমাণে কম হইলে প্রস্রাব নির্গমন দ্বারা অনেক সময় শীঘ্র উপকার প্রাপ্ত হওয়া		

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
	যায়। কিন্তু বিকৃত ধাতু পরিমাণে বেশী হইলে ফাস্ত বা য়োমুছেল করা আবশ্যক।	৬৬	৭,১০
পৃষ্ঠে	উপরিভাগে	৬৬	১০
দাস্ত কঠিন হয়,	দাস্ত কঠিন ও কম হয়।	ঐ	১৫
তরল পদার্থ	ভুক্ত দ্রব্যের অসার ভাগের জলীয়াংশ	ঐ	১৭
বিকৃত ধাতু তরল	ধাতু তরল হইয়া বিকৃত	ঐ	১৮
না থাকে	না আসে	৬৭	১
খুথরি	গোক্ষুর	ঐ	৯
যে সমস্ত ঔষধে ইত্যাদি	প্রস্রাব নির্গমনের অনেক ঔষধই ঋতু বন্ধ দূর করিতে ব্যবহৃত হয়। নিম্ন লিখিত ঔষধে ঋতুর রক্ত স্বাভাবিক পরিমাণে নির্গত হয়	ঐ	২১
ঋতু বন্ধ পরিষ্কার	ঋতুর রক্ত স্বাভাবিক পরিমাণে নির্গত করিবার ঔষধ	৬৮	১১
এই	নিম্ন লিখিত	ঐ	১৩
জায় জল	জায়ফল	৭০	১০
ভেলন	ভেলা	৭১	১৩
গুল্ গুল্	গুগ্ গুল্	৭১,৭২	১৭,৭
নখু	নখ্	৭৩	৯
উদ্ বাল সাল	উদ্ বাল সান্	৭৪	৯
জলী	জালী	৭৬	৫
গাঢ় জমাট	গাঢ় ও জমাট	ঐ	১১
পানীয় দ্রব্য আহার	পানীয় দ্রব্য ব্যবহার	৮৩	৯

দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এক খানি কার্ড লিখিয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হউন।

ইউনানী চিকিৎসাপ্রণালী।

চিকিৎসার আভাষ।

রক্ত, কফ, পিত্ত ও সওদা* এই চারি বস্তুর সমচালন দ্বারা মনুষ্য শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এই বস্তু চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের যে পরিমাণে ও যেভাবে শরীরে অবস্থান আবশ্যক, কোন কারণ বশতঃ তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই পীড়া জন্মে। আমরা এই বস্তু চতুষ্টয়ের প্রত্যেককে ধাতু বলিয়া উল্লেখ করিব।

রক্ত ধাতুর প্রকৃতিতে শৈত্য ও উষ্ণতা; পিত্ত ধাতুর প্রকৃতিতে উষ্ণতা ও রুক্ষতা; কফ ধাতুর প্রকৃতিতে সিক্ততা ও শৈত্য; এবং সওদা ধাতুর প্রকৃতিতে শৈত্য ও রুক্ষতা গুণ বর্ত্তমান থাকে।

উপরোক্ত ধাতু চতুষ্টয় স্ব স্ব প্রকৃতাবস্থায় সঞ্চালিত হইয়া শরীর মধ্যে এক প্রকার বায়ুর (রুহ) উৎপাদন করে। উক্ত বায়ূই আমাদের জীবনীশক্তি। শরীরাভ্যন্তরস্থ

* সওদা ধাতু দুই প্রকারের হইয়া থাকে—(১) আসল, (২) নকল। (১) যেমন যকৃত স্থানে পিত্তের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ প্লীহারস্থানে সওদা ধাতুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাকে আসল সওদা (সওদায় তবিহ) বলা যায়। (২) আসল সওদা, অথবা শরীরস্থ অপর ধাতু ত্রয়ের মধ্যে কোনটী জলিয়া গেলে, অর্থাৎ উহার সার পদার্থ ক্ষয় হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেও সওদা বলা যায়। ইহাই নকল সওদা (সওদায় নাতবিহ)।

যন্ত্র সমূহের সঞ্চালন, ইন্দ্রিয় সঞ্চালন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য, উক্ত বায়ুর সাহায্যে হইয়া থাকে। উক্ত বায়ুর অভাব হইলে শরীর অকর্ম্মণ্য ও জড়বৎ হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হয়। অপর উপরোক্ত ধাতু চতুষ্টয়ের কোনটী কিম্বা সকলগুলি বিকৃত হইলে এক প্রকার দুষ্ট বায়ু (রিহ্) উৎপন্ন হইয়া নানা রোগের কারণ হইয়া উঠে। ইহা শৈত্য গুণবিশিষ্ট ও উষ্ণতাহীন এবং কফ ও সওদা হইতে প্রধানতঃ ইহার উৎপত্তি হয়। সুতরাং উক্ত ধাতুচতুষ্টয়ের কি প্রকারে সমতা রক্ষা করিতে হয় ও উহা কোন কারণ বশতঃ বিকৃত হইলে কি উপায়ে সংশোধন করিতে হয়, তাহা সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক।

রক্ত বিকৃতির লক্ষণ—মাথাভার, আলস্য বোধ, হাত পা ভাঙ্গা, নিদ্রাকর্ষণ, মুখের আস্বাদ মিষ্ট, চক্ষু ও মুখ লালবর্ণ, জিহ্বা রক্তবর্ণ, শরীরে খোস পাঁচড়া হওয়া, দন্তমূল ও নাসারন্ধ্র হইতে রক্ত নিঃসরণ, সর্ব্বশরীরের সন্ধিস্থলে বেদনা এবং শয়ন করিলে উঠিতে ইচ্ছা না হওয়া ইত্যাদি।

পিত্ত বিকৃত হওয়ার লক্ষণ—সর্ব্ব শরীর ও মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ, মুখের আস্বাদ তিক্ত, জিহ্বা শুষ্ক ও কাঁটাযুক্ত, পিপাসা, বমনেচ্ছা, শরীরের লোম সমূহ কাঁটার ন্যায় খাড়া হইয়া থাকা ইত্যাদি।

পিত্ত বিকৃত হইলে বড় হরিতকী ব্যবহার্য্য। মুসুরের ক্বাথ প্রভৃতি শীতল দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়। কাসুনি পাতার রস পিত্তনাশক।

কফ বিকৃত হওয়ার লক্ষণ—পিত্ত বিকৃত হইলে যে সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ হয়, ইহাতে তাহার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ হয়। যথা জল পিপাসা ও গাত্রদাহের অভাব, সমস্ত শরীর শ্বেতবর্ণ, হস্ত পদ ও শরীরের কোমলতা, আলস্য বোধ, সর্ব্বশরীরে শীতলতা, ক্ষুধামান্দ্য, পরিপাক শক্তির হ্রাস, অম্লোদ্গার, মুখ হইতে সর্ব্বদা থুথু উঠা ও নাক দিয়া তরল জল পড়া। কফাধিক্য হইলে রক্তগাঢ় হয় এবং তাহার বর্ণ ফেঁকাশে হয়।

সওদা বিকৃতি হওয়ার লক্ষণ—সর্ব্বশরীর, মুখমণ্ডল ও চক্ষু কালবর্ণ হয়, শরীর কৃশ হয়, হস্ত পদে খিল ধরে, অত্যন্ত চিন্তা, কুস্বপ্ন, শীঘ্র শীঘ্র ক্ষুধা বোধ, কিন্তু আহারে অরুচি। সওদা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে রক্ত গাঢ় হয় ও তাহার বর্ণ কাল হয়। যে সকল ঔষধ দ্বারা সওদা মলমূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায় এইরূপ ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

রক্ত, পিত্ত, কফ ও সওদা এই চারি ধাতুর সমতাহীনতায় শরীর অসুস্থ হয়, আবার ইহাদের মধ্যে কোন ধাতুর পচন হইলে জ্বর নিশ্চয়ই উৎপন্ন হয়। প্রধানতঃ অত্যন্ত গরম না হইলে কোন ধাতু পচিয়া যায় না। কোন ধাতু পচিয়া গেলে তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার জন্য শৈত্য ও শুষ্ক গুণ বিশিষ্ট ঔষধ ব্যবহার প্রয়োজনীয়। সেই জন্য রক্ত গরম হইলেও শৈত্য ও শুষ্কগুণ বিশিষ্ট ঔষধ ব্যবহার্য্য। গরম হইলেই যে রক্ত, পিত্ত প্রভৃতি ধাতু পচিয়া যায় এমন নহে। কিন্তু পচিলে অত্যন্ত গরম হইয়াছে ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে।

রক্ত বিকৃতি চারি প্রকারে হইয়া থাকে।—

১। রক্তের অত্যন্ত উষ্ণতা—কোন পাত্রে তরল বস্তু রাখিলে তাহা যেমন উষ্ণ হইলে উথলিয়া বা ফাঁপিয়া উঠে, উক্ত রক্ত সেই প্রকার উথলিয়া উঠে।

২। রক্তের স্বাভাবিক অবস্থা হইতে তরলতা।

৩। রক্তের স্বাভাবিক অবস্থা হইতে গাঢ়তা।

৪। রক্ত পচিয়া যাওয়া।

উষ্ণ রক্ত শীতল করিবার ঔষধ।—কাস্‌নি বীজ, কাহুর বীজ, ধনিয়ার বীজ, গোলাপফুল, নেবুর রস, সেকেঞ্জেবিন, বিলাতি কুলের সরবত, চন্দনের সরবত, কেওড়ার জল ইত্যাদি শীতল ঔষধ সেবনীয়।

তরল রক্তকে স্বাভাবিক করিবার ঔষধ।—যদি তরল কফ মিশ্রিত হইয়া রক্ত তরল হয়, তাহা হইলে বাদরঞ্জ-বোয়া, তুলল তুলসীর বীজ, কালীঝাঁপ এই সকল ঔষধের ন্যায় গুণবিশিষ্ট ঔষধ ব্যবহার্য্য। এসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরে জ্ঞাতব্য।

গাঢ়রক্তকে স্বাভাবিক করিবার ঔষধ।—আলুবোখারার জল, মৌরীর জল, ক্ষেৎপাপড়ার জল, সেকেঞ্জেবিন, মধু† ইত্যাদি। যদি এই দ্রব্যগুলি সমস্ত পাওয়া যায় তাহা হইলে ভাল হয় নচেৎ যাহা পাওয়া যায় তাহাই ব্যবহার্য্য। সওদা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া সচরাচর রক্তকে গাঢ় করে তখন

† দুই ভাগ জল ও এক ভাগ মধু মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিতে হইবে, সেই সময়ে উহার মোমের অংশটী ফেনা হইয়া উঠিবে তাহা তুলিয়া লইবে; তৎপরে জলটী শুকাইয়া গেলে, খাটী মধু অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই ব্যবহার্য্য।

রক্তের বর্ণ কাল হইবে, আবার গাঢ কফ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া কখন কখন রক্তকে গাঢ় করে। তখন রক্তের বর্ণ ফেঁকাসে হইবে। সুতরাং যখন সওদা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্তকে গাঢ করে, তখন যে সকল ঔষধ শরীর মধ্য হইতে সওদাকে বহির্গত করে, সেই সকল ঔষধ ব্যবহার্য্য। আর যখন গাঢ় কফ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্তকে গাঢ় করে, তখন কফ নির্গমনের ঔষধ ব্যবহার্য্য এবং অম্ল দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে। সওদা ও কফ পরিপাক হইলে প্রস্রাব আনাইবার ঔষধ ব্যবহার করিবে।

সচরাচর পিত্ত পাঁচ প্রকারে বিকৃত হইয়া থাকে।—

১। জলীয় কফ পিত্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া। ইহার রং সামান্য সবুজ বর্ণ।

২। গাঢ় কফ পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া। ইহার রং পচা ডিম্বের বর্ণের ন্যায়।

৩। বিকৃত সওদা পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া। ইহার রং সামান্য কাল বর্ণ।

৪। স্বাভাবিক পিত্তের সহিত অল্প-জলা পিত্ত মিশ্রিত হইয়া। ইহার রং গাঢ় সবুজ বর্ণ।

৫। স্বাভাবিক পিত্তের সহিত অধিক-জলা পিত্ত মিশ্রিত হইয়া। ইহার রং লোহার বর্ণ।

বিকৃত পিত্তকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে চিকিৎসক বিবেচনাপূর্ব্বক যেরূপ ঔষধ আবশ্যক, সেইরূপ ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন। যথা পিত্তাধিক্য ও গরম বেশী হইলে, তদনু-

যায়ী স্নিগ্ধকারক ঔষধ ১।২।৩ বার প্রত্যহ ব্যবহার করিবে। এবং পিত্ত কম ও গরম কম হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প স্নিগ্ধ-কারক ঔষধ ব্যবহার করিবে। ইসফগুল, বিহিদানা, নুনেশাক, কাস্নি, শশারবীজ, কাঁকুড়বীজ, ধনে, চন্দন, কাহু, কর্পূর প্রভৃতি স্নিগ্ধকারক ঔষধ অবস্থা বিশেষে যে পরিমাণে সহ্য হয় বিবেচনাপূর্ব্বক সেই পরিমাণে ব্যবহার করিবেন। ইসফগুলের ক্বাথ কিম্বা ইসফগুল জলের সহিত সেবন করাইবেন। ইসফগুল চূর্ণ করিলে বিষাক্ত হয়।

বিহিদানা ভিজাইয়া তাহার ক্বাথ সেবনীয়। বিহিদানা দুই প্রকার—মিষ্ট ও অম্ল। রোগীর সর্দ্দি কাশী থাকিলে অম্ল বিহিদানা নিষিদ্ধ। এরূপস্থলে মিষ্ট বিহিদানা ব্যবহার করি-বেন, অপর সর্ব্বস্থলে অম্ল বিহিদানা ব্যবহার্য্য।

খোরফার বীজ (নুনে শাকের বীজ)ও কাস্নীর বীজ জলে বাটিয়া নেকড়া মধ্যে রাখিয়া নিংড়াইয়া ক্বাথ বাহির করিয়া লইবে ও সেবন করিবে; অপর খোরফা ও কাস্নীর পাতার রস বাহির করিয়া অগ্নিতে কিয়ৎক্ষণ উত্তপ্ত করিলেই তাহার জলীয়াংশ সারাংশ হইতে পৃথক হইয়া যায়। ঐ জলীয়াংশ পরিষ্কার বস্ত্রে ছাকিয়া পান করিলে রক্ত পরিষ্কার ও পিত্ত দোষ নাশ হয়। কিন্তু সারাংশ অপকারক। উপরোক্ত দুই প্রকার ঔষধ একত্র মিলাইয়া ব্যবহার করিলে বেশী উপকার হয়। কাস্নির পাতা জলে ধুইবে না কারণ ইহাতে তাহার গুণের ব্যতিক্রম হয়। রোগ বিশেষে কাস্নি পাতার রসের সহিত চিকিৎসক বিবেচনা মতে আলুবোখারা কিম্বা তেঁতুলের ক্বাথ মিশ্রিত করিতে

পারেন। কিন্তু, মিছরি উভয় প্রকার ঔষধেই ব্যবহার্য্য।

শশা বীজ, কাঁকুড়ের বীজ ও ধনিয়া জলে বাটিয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ বাহির করিয়া তাহা রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে, অথবা ২।৩ ঘণ্টা কাল জলে ভিজাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ সেবন করান যায়। শেষোক্ত প্রকার ব্যবহার অধিক উপকারী।

চন্দন জলে ঘষিয়া ব্যবহার করিলে স্নিগ্ধ গুণ হয়। রক্ত চন্দন লেপনে উপকারী আর শ্বেত চন্দন সেবনে উপকারী।

দুই কুঁচ পরিমাণে কর্পূর সেবন করাইলে শরীর শীতল হয়। যুবা ও যে সকল ব্যক্তির শরীর গরম তাহাদের পক্ষে কর্পূর উপকারী। কর্পূর, তরমুজ, পেঁপেও অম্লের ন্যায় পিত্তনাশক।

স্ত্রীলোক, বালক, বালিকা, নপুংসক ও পরিণত বয়স্ক-দিগকে অধিক শীতল ঔষধ ব্যবহার করান বিধেয় নহে।

পিত্তনাশক টিকা ঔষধ অর্থাৎ চটী—ইহাতে কোষ্টবদ্ধ নিবারণ হয়। ইহা প্রস্তুতের নিয়ম যথা—নেশাস্তা, গঁদ, পোস্তদানা, কাতিলা প্রত্যেকে ৩॥ সাড়ে তিন মাসা; শশা বীজ, কাঁকুড় বীজ ও লাউ বীজের শাঁশ প্রত্যেকে ৯ নয় মাসা; তুরঞ্জেবীন ১ ভরি এবং বংশলোচন ১৪ মাসা। এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপ চূর্ণ করতঃ ইসফগুলের ক্বাথ দ্বারা ৪॥০ সাড়ে চারিমাসা ওজনে গোলাকার চটির মত বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় এক একটা বটিকা চূর্ণ করিয়া শীতল জলের সহিত সেবনীয়।

কর্পূর ২ মাসা, গোলাপফুল ও তুরেঞ্জেবিন প্রত্যেকে ৩ তোলা, শশা ও কাকুড়বিচির শাঁস, বংশলোচন, যষ্টিমধুর উপরের ছাল বাদ দিয়া প্রত্যেকে ৭মাসা, কাহুর বীজ ২তোলা, নুনেশাকের বীজ ২১ মাসা, কাস্নীর বীজ ৭ মাসা, লাউর বীজের শাঁস ১৪ মাসা, যষ্টিমধুর সার ১১ মাসা, এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া ইসফগুলের ক্কাথে ৭ মাসা পরিমাণ ওজনে গোল বটীকা প্রস্তুত করিয়া প্রাতে একটী ও সন্ধ্যার সময় একটী জলের সহিত পূর্ব্ববৎ সেবনীয়।

যদি পিত্তবৃদ্ধি হইয়া জ্বর হয় এবং তৎসঙ্গে ভেদ হইতে থাকে তাহার ঔষধ—বংশলোচন ১৪ মাসা; নুনে শাকের বিচি ভাজা ৭ মাসা; গোলাপফুল ২ তোলা; রব্বেশুষ অর্থাৎ যষ্টি মধুর সার ৭ মাসা; শ্বেত চন্দন, গঁদ ভাজা, কাতিলা ভাজা, নেশাস্তা ভাজা, সাহাবলুত ও হাম্বাজের বীজ ভাজা প্রত্যেকে ৭ মাসা পরিমাণে লইতে হইবে এবং জেরেস্ক ৭ মাসা, দাড়িমের ফুল ও আকাকিয়া প্রত্যেকে ৩।৷০ মাসা এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কাবুলীসেউএর রস ও বারতঙ্গের জলদ্বারা ৪।৷০ সাড়ে চারি মাসা পরিমাণ গোলাকার বটী প্রস্তুত করিয়া প্রাতে একটী ও সন্ধ্যার সময় একটী জলের সহিত সেবনীয়।

উপরোক্ত তিনপ্রকার চটী ঔষধ চন্দনের সরবত, আলু বোখারার সরবৎ, বানাফ্সার শরবৎ অথবা শালুক ফুলের শরবৎ এর দুই ভরি পরিমাণের সহিত সেবন করিলে ভাল হয়। শৈত্য কারক দ্রব্যের আঘ্রাণেও কিয়ৎ পরিমাণে পিত্তের দমন হয়।

কফ পাঁচ প্রকারে বিকৃত হয় যথা—

১। সামান্য রক্ত কফের সহিত মিশ্রিত হইয়া। এই কফের আস্বাদ মিষ্ট।

২। জ্বলা পিত্ত কফের সহিত মিশ্রিত হইয়া। এই কফের আস্বাদ লবণাক্ত এবং এইকফের কার্য্য পিত্তের ন্যায়।

৩। ঈষৎ উষ্ণতা কফের উপর কার্য্য করিলে। এই কফের আস্বাদ অম্ল।

৪। সামান্য সওদা কফের সহিত মিশ্রিত হইয়া। এই কফের আস্বাদ কষায়।

৫। কফ তরল হইয়া। এই কফের আস্বাদ জলবৎ। উপরোক্ত সকল প্রকার বিকৃত কফ অপেক্ষা এই কফ অধিকতর শৈত্যগুণ বিশিষ্ট।

বিকৃত কফকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার জন্য— মৌরী, আনিশুন অর্থাৎ রুমী মৌরী, যষ্টিমধু, জীরা, দারুচিনি, এলাচি, বেরেঞ্জাসোফ, জটামাংশী, মনক্কা প্রভৃতি ঔষধ চিকিৎসক বিবেচনা মতে ব্যবহার করিবেন। এই সমস্ত ঔষধের মধ্যে যে কোন ঔষধ চিকিৎসক উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল ঈষদুষ্ণ থাকিতে মিছরী বা গুলকন্দ মিশাইয়া ব্যবস্থা করিবেন।

কফ যখন অত্যন্ত পচিয়া দুর্গন্ধ হয় অথবা লবণাক্ত হয় তখন বেশী গরম ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। এই অবস্থায় সমস্ত শিরার মধ্যে কফ বিকৃত হইয়া রোগীর জ্বর হয়। কোন শিরার মধ্যে কফ পচিয়া জ্বর হইলে কসুসের বিচি ব্যবহার করা আবশ্যক। জ্বর চিকিৎসাস্থলে এই

চিকিৎসা বিস্তারিত বর্ণিত হইবে। এইরূপ শিরার মধ্যে কফ পচিলে কফকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার ঔষধের সহিত পিত্তদোষনাশক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবেন।

কফকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার ঔষধ যথা—

১। মাজুনে ফলাসেফা। স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির ঔষধ বর্ণন সময়ে ইহার প্রস্তুত প্রণালী ও গুণ বর্ণিত হইবে।

২। মাজুনে জেঞ্জবীল অর্থাৎ শুঁঠের মোদক ঔষধ। ইহা নিম্ন লিখিত উপকরণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। জেঞ্জবীল শুঁঠকে কহে।

শুঁঠ	...	...	৭ মাসা
গঁদ ও এলাচীদানা প্রত্যেকে		...	৭ ,,
লবঙ্গ ও দারুচিনি	,,	...	১৮ ,,
জায়ফল ও জাফরাণ	,,	...	৩॥ ,,
জৈত্রী	...	...	১৪ ,,
মিছরী	...	...	৩৪ তোলা।

মিছরী ভিন্ন অপর সমস্ত ঔষধকে উত্তম রূপে চূর্ণ করিবে। পরে উক্ত পরিমাণে মিছরী দ্বারা রস প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ সমস্ত চূর্ণ হালুয়ার ন্যায় পাক করিবে।

উপরোক্ত মহৌষধের বিষয় কারাবাদীন কবীর নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে।

৩। মাজুনে শির অর্থাৎ রসুনের মোদক। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে রসুনের কোষা এক পোয়া, এক পোয়া গাওয়া ঘৃতে এরূপ ভাজিয়া লইবে যেন রসুনের বর্ণ কাল হইয়া যায়। পরে অর্দ্ধপোয়া শুঁঠ উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া পৃথক ঘৃতে ভাজিয়া লাল করিবে এবং উভয় দ্রব্য শীতল

হইতে দিবে। শীতল হইলে, উক্ত রসুন ও শুঁঠচূর্ণ ২০ ড্রাম (৭০ মাসা বা ৬ তোলা) শোধিত মধুর * সহিত উত্তম রূপে চট্‌কাইয়া হালুয়ার ন্যায় প্রস্তুত করিয়া লইবে। প্রত্যহ প্রাতে এক ড্রাম (৩৷৷০ মাসা) করিয়া সেবন বিধি।

জওয়ারেশে জালিনুষ অর্থাৎ জালিনুষ হাকিম দ্বারা আবিষ্কৃত জওয়ারেশ (ধাতু পরিপাককর মোদক ঔষধ)—কফের সহিত জ্বর না থাকিলে ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু উক্ত ঔষধ উদরাময় পীড়াতেই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে একারণ যথাস্থানে এই ঔষধের বর্ণনা করা যাইবে।

৫। কফ-যুক্ত জ্বরের ঔষধ।—কোর্‌সে গোল অর্থাৎ গোলাপ ফুলের চটি ঔষধ, কোর্‌সে গাফেস্, সেকেঞ্জবীন বজুরী, সর্‌বতে বজুরী, গোলকন্দ প্রভৃতি ঔষধের বিষয় জ্বর ও যকৃতের চিকিৎসা স্থলে লেখা যাইবে।

সওদা নিম্ন-লিখিত পাঁচ প্রকারে বিকৃত হইয়া থাকে।

১। শরীর মধ্যে স্বভাবাতিরিক্ত অর্থাৎ আবশ্যক পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আসল সওদা উৎপন্ন হইয়া।

২। অতিরিক্ত উষ্ণ হইয়া আসল সওদা জ্বলিয়া গেলে।

৩। রক্ত জ্বলিয়া সওদায় পরিণত হইয়া।

৪। কফ জ্বলিয়া সওদায় পরিণত হইয়া।

৫। পিত্ত জ্বলিয়া সওদায় পরিণত হইয়া।

শরীর মধ্যে যে কোন ধাতু জ্বলিয়া যাইবে তাহা অস্বাভাবিক (নকল) সওদায় পরিণত হইবে। এই সওদা স্বাভাবিক সওদা হইতে বিভিন্ন পদার্থ। কোন ধাতু জ্বলিয়া যাওয়া

* মধু শোধিত করিবার প্রক্রিয়া ৪ পৃষ্ঠার ফুটনোটে দ্রষ্টব্য।

অর্থে বুঝিতে হইবে যে, সেই ধাতুর প্রধান উপাদানগুলির অর্থাৎ সার ভাগের ক্ষয় হইয়া অসার ভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে। কফধাতু বেশী শীতল হইয়া গাঢ় হইয়া গেলে, তাহার সার পদার্থ জমিয়া অদৃশ্য প্রায় হয়,—তাহাতে ভ্রম হইতে পারে যে,উহার সার পদার্থসমূহ ক্ষয় পাইয়া উক্ত ধাতু সওদায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু উহা বাস্তবিক সওদা নহে। কারণ, কোন ধাতু জ্বলিয়া সওদা হইলে তাহার বর্ণ কাল হয়,—কফ বেশী শীতল হইয়া গাঢ় হইলে শ্বেতবর্ণযুক্ত থাকে।

বিকৃত সওদাকে প্রকৃতিস্থ করিতে সাধারণতঃ সেপেস্তান্, গাও-জবান, খরমুজের বিচি, ছাল বাদ দেওয়া যষ্টি-মধু, কানু-চার বিচি, পাকা যজ্ঞ-ডুম্বর (কাবুলী), মনাক্কা ইত্যাদি শৈত্য ও উষ্ণ গুণবিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহার হয়। কিন্তু পিত্ত জ্বলিয়া সওদা হইলে খোরফা (নুনেশাক), বিহিদানা, শশা ও কাঁকুড়ের বিচি ইত্যাদি শৈত্য ও আর্দ্র গুণবিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহার করিবে।

রক্ত জ্বলিয়া সওদা হইলে শৈত্য ও শুষ্ক গুণবিশিষ্ট, সওদা জ্বলিয়া সওদা হইলে উষ্ণ ও শৈত্য গুণবিশিষ্ট, এবং কফ জ্বলিয়া সওদা হইলে উষ্ণ ও শুষ্ক গুণবিশিষ্ট ঔষধ ব্যবহার্য্য।

সওদা ধাতুকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার জন্য যে সমস্ত সরবত, সেকেঞ্জবীন* ও মোদক ঔষধ আবশ্যক, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে; চিকিৎসক মূল পুস্তকসমূহে বিস্তারিত দেখিবেন।

* মিছরী কিম্বা চিনির সহিত সির্কা পাক করিয়া সেকেঞ্জবীন প্রস্তুত

সেকেঞ্জবীন্ আফ্‌তাইমুনী অর্থাৎ আলোক লতার সেকেঞ্জবীন্। ইহার প্রস্তুত প্রণালী ঃ—

ওস্তখুদ্দুস্, মৌরি (অর্দ্ধ কোটা) ও ক্ষেৎপাপড়া প্রত্যেক ৫ড্রাম (১৭॥ মাসা বা ১॥ তোলা), আলোক লতা, বেশফায়েজ্ (ছাল ফেলা ও অর্দ্ধ কোটা); সোণামুখীর পাতা ও কাবুলী হরিতকীর ছাল (অর্দ্ধ কোটা) প্রত্যেক ১০ ড্রাম ৩৫ মাসা বা ৩ তোলা)।

এই সমস্ত দ্রব্য ৫০ ড্রাম বা ১॥০ পোয়া সির্কাতে সিদ্ধ করিয়া ১ পোয়া থাকিতে নামাইয়া উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া ছাঁকিয়া লইবে; পরে তাহাতে অর্দ্ধসের মিছরী মিলাইয়া পুনর্ব্বার অগ্নিপক্ক করিবে। মিছরী বেশ গলিয়া গিয়া ঔষধ ঠিক সর্‌বতের ন্যায় হইলে উহা বোতলের মধ্যে রাখিবে এবং রোগীর অবস্থা ও বয়স অনুসারে ব্যবহার করিবে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে ২ তোলা পরিমাণ দিবে।

নোষদারু; শোক্‌রাতের মাজুন; ৰোয়ালী শিনার এয়াকুতি প্রভৃতি ঔষধের বিষয় যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

মোফারুরেহ্ দেলকোসা। প্রস্তুত প্রণালী।—মুঙ্গোর শিকড়, কাহারওবা, নার্‌কচুর ও দরুণজ্ প্রত্যেক ৩॥ মাসা; অগুরুচন্দন ৪॥ মাসা; কাবুলী হরিতকীর ছাল, পেস্তার ছাল; কলম্বাগ্ লেবুর ছাল; রেশমের গুটি (কাঁচি দিয়া কাটিয়া ও পরিষ্কার করিয়া); ও অচ্ছিদ্র মুক্তা প্রত্যেক ২ ড্রাম (৭ মাসা), শুষ্ক ধনে ও বংশলোচন প্রত্যেক ৩ ড্রাম (১০॥) মাসা; শ্বেত বাহ্‌মণ ও রক্ত বাহ্‌মণ প্রত্যেক ৫ ড্রাম (১৭॥) মাসা; গাও-জবান্, ক্ষেৎপাপড়া ও বাদরঞ্জ বোয়া

প্রত্যেক ৫ ড্রাম (১৭॥) মাসা ; এই সমস্ত ঔষধ উত্তম রূপে খিচ-শূন্য ভাবে চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে দাড়িম্বের রস, হাম্বাজের রস ও জেরেস্কের রস প্রত্যেক ১০ ড্রাম (৩৫ মাসা) এবং মিছরি ও বানাফ্সার সরবত প্রত্যেক ১০০ মিস্কাল (৪৫০ মাসা বা ৩৭॥ তোলা) একত্র মিলাইয়া সরবত প্রস্তুত করিয়া উপরোক্ত চূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করতঃ মোদক প্রস্তুত করিবে।

গাও-জবানের সরবত ইহার প্রস্তুত প্রণালী।—

টাট্‌কা গাওজবানের পাতার রস এক সেরের সহিত এক সের মিছরি মিশাইয়া সিদ্ধ করিবে। ক্রমশঃ যত ফেণা হইবে সমস্ত ফেলিয়া দিবে ; পরে যখন ফেণা উঠা বন্ধ হইবে, তখন উহাতে ২০ মিস্কাল (৯০ মাসা বা ৭॥ তোলা) গোলাপ জল মিশাইয়া সরবত প্রস্তুত করিবে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি ২ তোলা পরিমাণ সেবন করিবেন।

গাও-জবানের পাতা দেখিতে অবিকল গাভী জিহ্বার ন্যায় বলিয়া উহার ঐরূপ নাম হইয়াছে।

বাদরঞ্জ বোয়ার সরবত প্রস্তুত প্রণালী।—

কাঁচা বাদরঞ্জ বোয়া পাতার রস ১ ভাগ ও মিছরী ২ ভাগ দিয়া সরবত প্রস্তুত করিবে।

উপরোক্ত ঔষধ সমস্ত চিকিৎসক বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করিবেন—অর্থাৎ রোগীর অবস্থার বিষয় জ্ঞাত হইয়া স্থল বিশেষে শৈত্যকারক ও গরম ঔষধ ব্যবহার করিবেন।

শিরার মধ্যে সওদা অত্যন্ত বিকৃত হইলে অর্থাৎ পচিয়া গেলে রোগীর নিশ্চয় জ্বর হইবে।

উক্ত প্রকার জ্বর-নাশক ঔষধ।—

কাস্‌নির বিচি ও কস্থসের বিচি ... প্রত্যেকে ৩ ড্রাম (১০॥ মাসা)
ছাল-ফেলা যষ্টিমধু ও জেরেস্ক ... ... প্রত্যেকে ২ „ (৭ মাসা)
গাওজবান্ ... ... ৫ „ (১৭॥ মাসা)

এই সমস্ত ঔষধ অর্দ্ধ কোটা করিয়া দেড় পোয়া জলে সিদ্ধ করিবে। পরে এক পোয়া জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ২ তোলা মিছরী কিম্বা সেকেঞ্জবীন মিলাইয়া সরবত প্রস্তুত করিবে। সমস্ত সরবত একেবারে পান করিবে। এই সমস্ত ঔষধ কিছু দিন ব্যবহারের পর জোলাপ দেওয়া আবশ্যক।

সওদা বিকৃত হইয়া যে সমস্ত পীড়া হয় তাহা উপশমের জন্য দীর্ঘকাল ঔষধ সেবন আবশ্যক। জ্বর রোগের চিকিৎসা বর্ণন সময়ে এসম্বন্ধে বিস্তারিত লেখা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাহ্য প্রয়োগ ঔষধ।

ইউনানী মতে বাহ্য প্রয়োগে ব্যবহৃত ঔষধ সমস্ত নিম্ন লিখিত ছাব্বিশ শ্রেণীতে বিভক্ত:— ১। সমুম্ ২। লাখ লাখা ৩। নফুখ ৪। শউৎ ৫। ওজুর ৬। সনুন ৭। কতুর ৮। নতুল ৯। সকুব ১০। এন কেবাব ১১। কেমাদ ১২। তমরীখ্ ১৩। তদ্‌হীন ১৪। হোক্‌না ১৫। কোহল ১৬। বরুদ ১৭। জরুর ১৮। বখুর ১৯। তেলা ২০। জেমাদ ২১। ফাতিলা ২২। শাফা ২৩। হমুল ২৪। ফার্‌জাজা ২৫। আবজান ২৬। পাশোয়া।

১। সমুম্‌—শুষ্ক অথবা রসযুক্ত দ্রব্যের আঘ্রাণ দ্বারা পীড়া আরোগ্যের প্রক্রিয়া।

২। লাখলাখা—কোন সুগন্ধ আরক কোন শিশি মধ্যে রাখিয়া তাহার আঘ্রাণ দ্বারা রোগ আরোগ্য করণ।

৩। নফুখ্‌—কোন চূর্ণ ঔষধ নস্যের ন্যায় ব্যবহার করাইয়া অথবা রোগী অক্ষম হইলে ফুঁ দিয়া নাসিকা মধ্যে প্রবেশ করাইয়া রোগ চিকিৎসার প্রক্রিয়া।

৪। শউৎ—কোন দ্রব্যের রস নাসিকা মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দিয়া চিকিৎসা করা।

৫। গুজুর অর্থাৎ গল দেশ মধ্যে কোন দ্রব্যের রস ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দিয়া গল-নালী মধ্যে ক্ষত প্রভৃতি রোগ চিকিৎসার প্রক্রিয়া।

৬। সনুন অর্থাৎ দন্ত মঞ্জন দ্বারা দন্ত রোগ চিকিৎসা।

৭। কতুর অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা গুহ্যদ্বার প্রভৃতি নবদ্বার মধ্যে কোন তরল ঔষধ ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দিয়া রোগ চিকিৎসা।

৮। নতুল অর্থাৎ কোন ঔষধ জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে পীড়িত স্থানে উচ্চ হইতে ক্রমাগত ঢালিয়া দেওন।

৯। সকুব অর্থাৎ কোন তরল দ্রব্য উচ্চ স্থান হইতে ক্রমে ক্রমে শরীরের উপর ঢালিয়া দেওন।

১০। এন কেবাব অর্থাৎ উষ্ণ জলের বাষ্প অথবা উষ্ণ জলে কোন ঔষধ সিদ্ধ করিয়া তাহার বাষ্প শরীরের উপর লাগাইয়া ঘর্ম্ম বাহির করা (ভাবরা দেওয়া)। এইরূপ প্রক্রি-

ন্যায় রোগীর আ-পাদ-মস্তক ও ভাবরার পাত্রটী একখানি বস্ত্র দ্বারা এরূপ ভাবে আবৃত করা চাই যে, বাহির হইতে বাতাস রোগীর গায়ে না লাগিতে পারে, এবং ভাবরার পাত্র হইতে বাষ্প বাহিরে না যায়।

১১। কেমাদ অর্থাৎ কোন দ্রব্য উষ্ণ করিয়া তাহার সেক অথবা কোন শীতল দ্রব্যের সেক পীড়িত স্থানে দেওন।

১২। তব্রীখ্ অর্থাৎ কোন শীতল দ্রব্য শরীরের উপর মালিস করিয়া রোগ চিকিৎসা করণ।

১৩। তদ্হীন অর্থাৎ কোন প্রকার তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিয়া চিকিৎসা করণ।

১৪। হোক্না অর্থাৎ গুহ্যদ্বার অথবা প্রস্রাব দ্বার মধ্যে কোন তরল দ্রব্যের পিচকারী দিয়া রোগের চিকিৎসা করা।

১৫। কোহল অর্থাৎ শলাকা দ্বারা কোন ঔষধ চক্ষু মধ্যে দিয়া চক্ষু রোগের চিকিৎসা।

১৬। বরুদ অর্থাৎ কোন শীতল ঔষধ চক্ষু মধ্যে প্রয়োগ করিয়া চক্ষু রোগ চিকিৎসা।

১৭। জরুর অর্থাৎ কোন চূর্ণ ঔষধ চক্ষু মধ্যে অথবা কোন ক্ষত স্থানে ছড়াইয়া দিয়া চিকিৎসা করা।

১৮। বখুর অর্থাৎ কোন ঔষধ পোড়াইয়া তাহার আঘ্রাণ দ্বারা মস্তিষ্ক রোগ চিকিৎসা। আঘ্রাণ এরূপ ভাবে লইতে হইবে যেন, উহা মস্তিষ্কে কার্য্যকর হয়। ঔষধ পোড়াইয়া তাহার ধূম পীড়িত স্থানে প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করাও এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত।

১৯। তেলা অর্থাৎ কোন তরল দ্রব্য মালিস করিয়া চিকিৎসা।

২০। জেমাদ অর্থাৎ কোন ঔষধের বাহ্যিক প্রলেপ দিয়া পীড়া আরোগ্য করা।

২১। ফাতিলা অর্থাৎ কোন ঔষধ মর্দ্দন করত কাদার ন্যায় করিয়া পরে তাহা বস্ত্র খণ্ডের এক পিঠে সমভাবে পুরু করিয়া মাখাইয়া, বর্ত্তিকা আকারে মলদ্বার, প্রস্রাবদ্বার, নাসারন্ধ্র, কর্ণবিবর প্রভৃতি নবদ্বারের মধ্যে কিম্বা নালী ঘার ভিতরে প্রবেশ করাইয়া চিকিৎসা। এই প্রক্রিয়ায় বদ্ধ মল বাহির করিতে হইলে বর্ত্তিকাটি রোগীর অঙ্গুলির ছয় অঙ্গুলি পরিমাণ লম্বা করিতে হইবে।

২২। শাফা অর্থাৎ কোন দ্রব্য বাতির ন্যায় করিয়া অথবা, কাগজ কিম্বা বস্ত্রে মাখাইয়া বর্ত্তিকাকারে মলদ্বার জরায়ুদ্বার অথবা প্রস্রাবদ্বারে প্রবেশ করাইয়া চিকিৎসা।

শাফা প্রক্রিয়ায় যে সব ঔষধ ব্যবহৃত হয়, তাহা জলে লিগুয়া চক্ষুমধ্যে দিয়া চক্ষুরোগ চিকিৎসা করা যায়।

২৩। হমুল অর্থাৎ কোন চূর্ণ ঔষধ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া অথবা কোন মোদক ঔষধ বস্ত্রখণ্ডে লাগাইয়া মলদ্বার অথবা স্ত্রীলোকের যোনি বিবর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া রোগ চিকিৎসা করণ।

২৪। ফারজাজা অর্থাৎ কোন মোদক ঔষধ কাপড়ে মাখাইয়া তাহা ভাঁজ করত গদির মত করিয়া স্ত্রীলোক-দিগের যোনি বিবরে প্রবেশ করাইয়া স্ত্রীরোগ চিকিৎসা।

২৫। আবজান অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় কোন ঔষধ অধিক

পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ঔষধ মিশ্রিত জল কোন বৃহৎ পাত্রে রাখিয়া তাহাতে রোগীকে বসান হয়।

২৬। পাশোয়া।—এই প্রক্রিয়ায় রোগীকে উচ্চস্থানে বসাইয়া ঠিক নিম্নদেশে স্থাপিত এক বৃহৎ পাত্র মধ্যে (টব হইলে ভাল হয়) তাহার পদদ্বয় রাখিয়া উষ্ণজল কিম্বা ঔষধ মিশ্রিত উষ্ণজল রোগীর জানুদেশ হইতে এরূপ ভাবে ঢালিতে হইবে যে, জানু হইতে পদতল পর্য্যন্ত সমস্ত অংশ সিক্ত করিয়া উহা যেন তলস্থ পাত্রে আসিয়া একত্র হয়। পা দুটি এই একত্রিত জল মধ্যে থাকিবে। পাত্রস্থ জল যতক্ষণ উষ্ণ থাকিবে ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ এইরূপ জানু হইতে পদতল পর্য্যন্ত ঢালিয়া ব্যবহার করা যাইবে। জল ঠাণ্ডা হইলে কদাচ আর ব্যবহার করিবে না। এই প্রক্রিয়ায় চারিজন লোকের আবশ্যক। দুই ব্যক্তি দুই দিক হইতে দুই জানুর উপর এক সময়ে জল ঢালিতে আরম্ভ করিবে ও অপর দুই জন এক সঙ্গে সিক্ত অঙ্গ উপর হইতে আরম্ভ করিয়া মার্জ্জনা করিতে থাকিবেক। এই প্রক্রিয়া কালে রোগীর মুখ এরূপ বস্ত্রাচ্ছাদিত রাখিবে যে, চক্ষু, মুখ-বিবর বা নাসারন্ধ্র মধ্যে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করিতে না পায়। রোগীকে তাকিয়া ঠেস্ দিয়া ঊর্দ্ধমুখ করাইয়া রাখিতে পারিলেও এই উদ্দেশ্য সাধন হয়। রোগীর গাত্রে ঘর্ম্মোদ্গম হওয়া মাত্রেই শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুছাইয়া দিবে।

উপরোক্ত প্রক্রিয়া সমস্ত যে যে রোগে ব্যবহার হইয়া থাকে, তত্তৎ রোগ বর্ণনকালে তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে; নিম্নে যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে মাত্র।

সমুমক্রিয়া—গরম জন্য যে সমস্ত রোগ জন্মে তাহাতে নিম্ন লিখিত ঔষধ সমুম প্রক্রিয়াদ্বারা ব্যবহার্য্য। শ্বেত চন্দন ঘসিয়া তাহার সহিত সির্কা, কাঁচা ধনে পাতার রস ও গোলাপজল মিশ্রিত করিয়া আঘ্রাণ লইতে হয়। রোগীর যদি ভাল নিদ্রা না হয়, তাহা হইলে কদাচ সির্কা মিশ্রিত করিবে না।

লাখলাখা—এই ক্রিয়াতে উপরোক্ত অথবা অন্য উপযুক্ত ঔষধের রস এবং অন্যান্য সুগন্ধ ঔষধের রসের সহিত আতর মিশ্রিত করিয়া আঘ্রাণ লইতে হয়। ঔষধ শিশির মধ্যে রাখিলে, ঔষধ এবং তাহার গন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। যদি গরম বেশী হয়, উপরোক্ত ঔষধের সহিত কর্পূর, শশার রস এবং অপরাপর স্নিগ্ধকর ফল ফুলের রস মিশ্রিত করা যাইতে পারে। যে রোগী ধনের গন্ধ ভাল না বাসে তাহার ঔষধে ধনে পাতার রসের পরিবর্ত্তে তরমুজ ও লাউয়ের জল মিশাইতে পারা যায়। যদি শ্লেষ্মা জন্য রোগ হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত উভয় প্রকার প্রক্রিয়ায় মৃগনাভি, আম্বর, দারুচিনি, জোন্দবেদস্তর, লবঙ্গ, জাফরাণ, কালজিরা প্রভৃতি ঔষধ চিকিৎসক আবশ্যক মত ব্যবহার করিবেন।

নফুখ—এই প্রক্রিয়া শাক্তারোগে অর্থাৎ যে রোগে মনুষ্য হঠাৎ একবারে মৃতবৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ে, ব্যবহার করিলে রোগীর তৎক্ষণাৎ জ্ঞান হইবে। নাকছিকনী ও কট্‌কী উত্তমরূপ চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া ফুঁদিয়া নাসিকা মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেই জ্ঞান সঞ্চার হইবে। মস্তিষ্কে

কোন ময়লা জন্মিয়া রোগ সঞ্চার হইলেও এই প্রক্রিয়ায় উপকার হয়।

শউৎ প্রক্রিয়া—মস্তিষ্ক রোগে ব্যবহার্য্য। যদি গরম ও রুক্ষতা জন্য মস্তিষ্কের পীড়া হয় তাহা হইলে, কাহুর পাতার রস ১ ভাগ ও যে স্ত্রীলোকের কন্যা হইয়াছে তাহার দুগ্ধ ২ ভাগের সহিত শালুক ফুলের তৈল ১ ভাগ মিলাইয়া ব্যবহার করিবে। কিম্বা বাদামের তৈল ১ ভাগ এক ভাগ লাউয়ের তৈলের সহিত মিলাইয়া নাসিকা মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দিতে কিম্বা নস্যের ন্যায় টানিয়া লইতে হইবে। যদি ঐ রোগীর নিদ্রা না হয়, তাহা হইলে পোস্ত-দানার তৈল মিশ্রিত করিবে। যদি শ্লেষ্মা জন্য মস্তিষ্কের পীড়া হয় তাহা হইলে, মুশব্বর, কনুচা, কোন্দর, মাজুফল, রসওয়াত, জোন্দ বেদস্তর (উৎবিড়ালের জিহ্বা), জাফরাণ এই সমস্ত দ্রব্য দুলল তুলসীর রসে অথবা মার্জাঞ্জোসের জলে বাটিয়া নস্য লইবে।

ওজুর প্রক্রিয়া—যে সকল রোগকে সচরাচর পেঁচোয় পাওয়া বলে অর্থাৎ দুগ্ধপোষ্য শিশুদের সন্নিপাত রোগে উপকারী। সাতর, জোন্দবেদস্তর ও কেরমানিজিরা সমভাগ লইয়া দুগ্ধে মাড়িয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পীড়িত শিশুদের গলাধঃকরণ করিবে। মৃগীরোগেও এই প্রক্রিয়া দ্বারা উপকার হইয়া থাকে।

হিঙ্গ ও জোন্দ-বেদস্তর মধুর সরবত দ্বারা মাড়িয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া রোগীর গলাধঃকরণ করিলে মৃগীরোগ-গ্রস্ত রোগীর তৎক্ষণাৎ জ্ঞান সঞ্চার হইবে।

সনুন প্রক্রিয়া—দন্তমূল শিথিল হইলে ব্যবহার হইয়া থাকে। সুরেঞ্জান, লবঙ্গ, মুথা, কেজমাজেজ, বড় হরিতকীর ছাল ভস্ম, শ্বেতচন্দন, গোলাপফুল ভাজা, সমান পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিয়া দন্তমঞ্জন করিবে। যদি দন্তরোগ গরম জন্য হইয়া থাকে তাহা হইলে লবঙ্গ দিবে না।

কতুর প্রক্রিয়া—পশ্চাল্লিখিত স্থলে ব্যবহার হইয়া থাকে। কর্ণবিবর মধ্যে গরম জন্য বেদনা হইলে ;—

গোলাপফুলের তৈল ৬ ড্রাম (২১ মাসা)
বাদামের তৈল ৩ ড্রাম (১০॥ মাসা)
আঙ্গুরের সির্কা ১০ ড্রাম (৩৫ মাসা)

এই পরিমাণ তিন দ্রব্য একত্র করিয়া কাঠের কয়লার আঁচের উপর সামান্য জ্বালে রাখিয়া যখন সির্কার ভাগ প্রায় শুষ্ক হইয়া কেবল মাত্র তৈল থাকিবে তখন নামাইয়া লইবে। উক্ত তৈল সামান্য উষ্ণ করিয়া দিবসে ৩।৪ বার কর্ণবিবর মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা দিবে। যদি বেদনা অধিক হয় উপরোক্ত ঔষধের সহিত সামান্য পরিমাণে অহিফেনও মিশ্রিত করা যাইতে পারে।

মূত্রনালী মধ্যে ক্ষত হইলে ;—

সফেদা, কোন্দর, আন্‌জরুত, বাবলার গদ, নেশেস্তা, দমমেল আখওয়েন।

এই সমস্ত ঔষধ সমান পরিমাণে লইয়া, উত্তমরূপে খিচ শূন্য ভাবে চূর্ণ করিয়া মোটা কাপড় দ্বারা উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইবে। পরে কন্যা প্রসব করিয়াছে এমন স্ত্রীলোকের দুগ্ধের সহিত মাড়িয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া মূত্রনালী মধ্যে দিবে।

নতুল—এই প্রক্রিয়া যে সকল রোগীর নিদ্রা হয় না তাহাদের পক্ষে ও বিকারী রোগীর পক্ষে উপকারী।

যে সকল রোগীর গরম জন্য নিদ্রা হয় না অথবা গরম জন্য বিকার হইয়াছে তাহাদিগের পক্ষে নিম্নলিখিত ঔষধ উপকারী।

বানাফ্সার ফুল	}	প্রত্যেকে ৫ ড্রাম
কাহুর বিচি (অর্দ্ধ কোটা)	}	(১৭৷৷ মাসা)

পোস্তঢেঁড়ী, গোলাপফুল, শালুকফুল, কাঁচালাউয়ের ছাল, বাবুনারফুল প্রত্যেকে ১০ ড্রাম (৩৫ মাসা)
ছালফেলা যব (অর্দ্ধ কোটা) ৫০ ড্রাম।

এই সমস্ত দ্রব্য পাঁচ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে রোগীর মস্তকে আস্তে আস্তে ঢালিবে।

যদি শ্লেষ্মা জন্য কোন শিরোরোগ হইয়া থাকে তাহা হইলে ঃ—

বাবুনার ফুল
একলিলোল্ মালাক
নাম্মাম

বেরেঞ্জা সোফ্
শাতর
গার্ গাছের পাতা

সমান পরিমাণে লইয়া জলে সিদ্ধ করিয়া উপরোক্ত প্রকারে ব্যবহার করিবে।

উপরে যে সমস্ত ঔষধ সিদ্ধ করার কথা বলা হইল উষ্ণাবস্থায় জল হইতে তুলিয়া তদ্দারা মস্তকে সেক দেওয়া যাইতে পারে। এই সমস্ত ঔষধ দ্বারা ভাব্রা দিলে ও উপকার হয়।

শিরোরোগ যদি অধিক গরম জন্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে রোগীকে প্রথমে জোলাপ না দিয়া কোন ঔষধ ব্যবহার করিবে না। যদি বায়ুর প্রকোপ হইয়া কোন স্থানে বেদনা হইয়া থাকে তাহা হইলে ;—

বাবুনার ফুল, এক্লিলোলমালাক, কারাফ্সের বিচি, কারাফ্সের পাতা, মৌরি, কের্মানী জীরা, মার্জঞ্জোস্ শাতর শুল্ফা শাকের বিচি

এই দ্রব্য সমস্ত সমান পরিমাণে লইয়া জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ উষ্ণ জল বেদনা স্থলে ঢালিবে। এই প্রক্রিয়া কোন আবদ্ধ স্থানে যাহাতে শরীরের বায়ু লাগিতে না পারে এরূপ ভাবে করিলে ভাল হয়। বায়ু প্রকুপ্ত হইয়া মস্তকে বেদনা হইলে উপরোক্ত ঔষধ দ্বারা এনকেবাব প্রক্রিয়া করিলে অর্থাৎ ঐ সমস্ত ঔষধের ভাব্রা বেদনা স্থলে লাগাইলে উপকার হইয়া থাকে। যদি বায়ু জন্য শরীরের কোন স্থানে বেদনা হইয়া থাকে তাহা হইলে উপরোক্ত ঔষধ দ্বারা শুষ্ক কেমাদ করিলেও অর্থাৎ ঐ সমস্ত ঔষধ উষ্ণ করিয়া বেদনা স্থলে সেক দিলে ও উপকার হইয়া থাকে। সকুব ও এনকেবাব প্রক্রিয়া নতুলের মতই কার্য্য করিয়া থাকে। রোগ বিশেষে চিকিৎসক বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করিবেন।

কেমাদ প্রক্রিয়ার কার্য্য উপরে উল্লিখিত হইয়াছে।

বাজরা ও সৈন্ধব লবণ, কিম্বা বালি বা গমের ভূষি অথবা ইষ্টক বস্ত্র খণ্ডে বাঁধিয়া উষ্ণ করিয়া বেদনা স্থানে সেক দিবে। ঠাণ্ডা জন্য বেদনা হইলে এইরূপ শুষ্ক কেমাদে বিশেষ ফল দর্শে।

গরম জন্য বেদনা হইলে নিম্ন-লিখিত শৈত্যগুণ বিশিষ্ট ঔষধ ব্যবহৃত হয়।—বানাফসার ফুল, বাবুনার ফুল, গুল্‌ফার বীজ, এই সকল জলে সিদ্ধ করিয়া কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া বোতলে বা অন্য কোন পাত্রে পুরিয়া সেই পাত্রটীর মুখ উত্তমরূপ বন্ধ করিবে, পরে সেই বোতল বা পাত্রটী বেদনা স্থানে বুলাইবে কিম্বা উক্ত গরম জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া তাহা নিংড়াইয়া লইয়া সেই স্পঞ্জটী দ্বারা বেদনা স্থানে সেক দিলেও বেদনার উপশম ও বেদনার স্থানটী শক্ত থাকিলে নরম হয়।

বখুর-প্রক্রিয়া—

এই প্রক্রিয়া মস্তিষ্ক সবলকারক, স্মরণশক্তি বৃদ্ধি-কারক, উন্মাদরোগ আরোগ্যকারক এবং সংজ্ঞাহীনকে সংজ্ঞাপ্রদায়ক।

ঔষধ—অগুরু চন্দন, মিষ্ট কুট, শ্বেত চন্দন, প্রত্যেকে ১ ড্রাম; কর্পূর ও মৃগনাভি প্রত্যেকে অর্দ্ধ ড্রাম; এই সমস্ত দ্রব্যকে চূর্ণ করিয়া কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে, পরে গোলাপ জলে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া শুকাইয়া রাখিবে। যখন আবশ্যক হইবে, তখন অগ্নি সংযোগে উহার ধূম প্রস্তুত করিয়া তাহার আঘ্রাণ লইবে।

যদি পিত্ত-শ্লেষ্মা জ্বর কিম্বা কেবল কফ যুক্ত জ্বর হয়,

তাহা হইলে প্রথমে ধাতুকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার ঔষধ যাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা ধাতুকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়া বখুর প্রক্রিয়া দ্বারা ঘর্ম্ম আনাইলে উপকার হয়। ঘর্ম্ম আনাইবার ঔষধঃ—মৌরি ও মৌরির শিকড়ের ছাল, এই দুইটী জিনিস অগ্নিতে দিলে ধূম হইবে, তখন এক খণ্ড বস্ত্র দ্বারা রোগীর দেহ ও ঔষধের পাত্র আবৃত করিয়া সেই ধূম তাহার গাত্রে লাগাইবে (ভাবরা দিবে), তাহা হইলে ঘাম হইবে।

আবজান—রুক্ষতা ও ক্ষয়কাশযুক্ত জ্বরনাশক।

ঔষধ—লাউ, শসা, নুনে শাক, কাহু শাক, তরমুজ, শালুক ফুল, বানাফসার ফুল, ছাল ফেলা যব এই সকল দ্রব্য কিম্বা ইহার মধ্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহা জলে সিদ্ধ করিয়া এমন একটী বৃহৎ পাত্রে ঢালিয়া দেওয়া আবশ্যক, যাহাতে বসিলে রোগীর গলদেশ পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া যায়। সেই জলের মধ্যে রোগীকে এক ঘণ্টা কাল রাখিয়া তাহা হইতে উঠাইয়া তাহার-গাত্রে বানাফসার তৈল কিম্বা লাউর তৈল অথবা দুইটি তৈল একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে। যে রোগে আবজান আবশ্যক, সেই রোগের বর্ণনা-কালে আবজানের বিষয় বিশদ রূপে বর্ণিত হইবে।

পাশোয়া—মস্তিষ্কের উষ্ণতাকে নিম্নে আনয়ন করে—ইহার প্রণালী পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ঔষধ—গমের ভূষি, খাতমীর ফুল, বানাফ্সার ফুল, বাবুনার ফুল, শ্বেত বেদ্ এর পাতা, কুলের পাতা, লাউ, শসা। এই সমস্ত দ্রব্য কিম্বা

ইহার মধ্যে যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা জলে সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা পাশোয়া করিবে।

গরম জলে রোগার পা ধৌত করিলে যেরূপ উপকার হয়, হাত ধৌত করিলেও সেইরূপ উপকার লাভ করা যায়। উরু মূল হইতে পাদগ্রন্থি পর্য্যন্ত কাপড় দ্বারা বন্ধন করা, করতল ও পদতল ঘর্ষণ করা, এই সকলও পাশোয়ার ন্যায় ফলোৎপাদক।

বন্ধন প্রণালী—

দুইজন লোকে দুই পার্শ্বে বসিয়া উভয় উরু মূল হইতে শক্ত কাপড় দ্বারা এক কালে বাঁধিতে আরম্ভ করিবে, বন্ধন যেন বেশী কসা বা আল্‌গা না হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পাদ-গ্রন্থি পর্য্যন্ত বাঁধিতে হইবে। এইরূপ দশ মিনিট কাল বন্ধন অবস্থায় রাখিয়া নিচের দিক হইতে এককালে পদদ্বয়ের বন্ধন ক্রমশঃ খুলিতে আরম্ভ করিবে; সেই সময়ে যেন পদতল গরম জলে ডুবান থাকে।

তমরীখ, তদহীন, বরুদ, জরুর, জেমাদ, তেলা, কোহল, হোকনা, সাফা, ফাতিলা, হমুল, ফারজাজা, এই সকল যখন যে রোগে আবশ্যক হইবে, সেই রোগের বর্ণনার সময়ে ইহাদের প্রক্রিয়া বর্ণিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

ফাস্ত বা রক্তমোক্ষণ প্রক্রিয়া।

জোলাপ অপেক্ষা রক্ত মোক্ষণ উপকারী; যেহেতু প্রথমতঃ জোলাপের কার্য্য অতি বিলম্বে আরম্ভ হয় ও যে রোগ উপশমের জন্য জোলাপ ব্যবহার করা যায়, জোলাপ খুলিবামাত্র সেই রোগ উপশম হয় না—এমন কি সময়ে সময়ে ঐ রোগের উপশম জোলাপ খুলিবার দীর্ঘকাল পরে হইয়া থাকে। অধিকন্তু জোলাপ লইলে শরীরে স্বভাবতঃ কষ্ট বোধ হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির একই প্রকার জোলাপ ব্যবহার করিয়া কত বার দাস্ত হইবে, ইহা চিকিৎসক সাধারণতঃ অনুমান করিতে পারেন না এবং যদিও বিশেষ সূক্ষ্মদর্শী চিকিৎসক স্থান বিশেষে তাহা অনুমান করিয়া থাকেন কিন্তু দাস্তের সহিত কোন্ ধাতু কত পরিমাণে বহির্গত হইল তাহা অনুমান করা অতীব দুরুহ ব্যাপার। ঔষধ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেই নিজ ক্রিয়া আরম্ভ করিবে সুতরাং রোগী জোলাপ লইবার পর দাস্ত আরম্ভ হইলে যদিও চিকিৎসক আবশ্যক বিবেচনা করিলে তাহার দাস্ত বন্ধ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু জোলাপের ক্রিয়া শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসমূহে আবদ্ধ হওয়াতে তদ্দ্বারা অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। রক্ত মোক্ষণ দ্বারা উপরোক্ত কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটিতে পারে না; কারণ রক্ত বহির্গমন কালে রক্তের বর্ণ দেখিয়া চিকিৎসক শরীরাভ্যন্তরস্থ কি কি ধাতু

বহির্গত হইতেছে এবং কোন্ কোন্ ধাতু দূষিত হইয়াছে এবং তাহাদের কত পরিমাণ বহির্গত হইল, তাহা অনায়াসে নির্ণয় করিতে পারেন; এবং পরে রোগীর শরীরের দূষিত ধাতু বাহির হইয়া যাইলে, চিকিৎসক তৎক্ষণাৎ রক্ত নির্গমন বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। রোগ বিশেষে ও রোগীর ধাতু বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জোলাপ দিতে হয় কিন্তু রক্ত মোক্ষণে এ সব বড় বিচার করিতে হয় না। যে কোন রোগ হউক না কেন রক্ত মোক্ষণ দ্বারা অনায়াসে উহা তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, জোলাপ দিতে হইলে বিকৃত ধাতু সকলকে ঔষধ দ্বারা প্রকৃতিস্থ করিয়া জোলাপ লইতে হয় কিন্তু রক্ত মোক্ষণ করিলে সে সকল না করিলেও চলিতে পারে।

বার বৎসর বয়স অতীত না হইলে, স্ত্রী কিম্বা পুরুষ কাহারও রক্ত মোক্ষণ করা নিষিদ্ধ; কারণ বার বৎসরের পূর্ব্বে শরীরে কফের আধিক্য এবং রক্তের অত্যল্পতা ও তরলতা বশতঃ রক্ত মোক্ষণ অন্য রোগোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে; অপর পক্ষে ৬০ বৎসর বয়স পরেও রক্ত মোক্ষণ বিধেয় নহে। যেহেতু তৎকালে শরীরে রক্ত অতি অল্প এবং অত্যন্ত গাঢ় হয় ও কফাধিক্য হইয়া থাকে এরূপ অবস্থায় রক্ত মোক্ষণ করিলে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। রক্ত বৃদ্ধি কিম্বা গরম হইয়া কোন রোগ হইলে, রক্ত মোক্ষণ দ্বারা আবশ্যক পরিমাণ রক্ত নির্গত হইবার পূর্ব্বেই রক্ত নিঃসরণ বন্ধ করায় যদি জ্বর হয়, তাহা হইলে পুনরায় রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে।

জোলাপ না খোলার জন্য গরম হইয়া যদি কোন উপসর্গ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ রক্ত মোক্ষণ করিবে। যদি কোন ব্যক্তি বিষ পান করিয়া থাকে কিম্বা কোন বিষাক্ত প্রাণী কর্ত্তৃক দষ্ট হয়, তাহা হইলে কদাপি রক্ত মোক্ষণ করিবে না; কিন্তু বিচ্ছু কামড়াইলে তৎক্ষণাৎ রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে, কারণ তাহা হইলে এই প্রাণীর দংশন জন্য শরীরের সমস্ত লোম কূপ হইতে যে রক্ত নির্গত হয় তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে। জহর বাত রোগে—অর্থাৎ যে রোগে ধাতু অত্যন্ত বিকৃত ও বিষাক্ত হইয়া স্ফোটক উৎপাদন করে—রক্ত মোক্ষণ সাধারণতঃ নিষিদ্ধ; কিন্তু আধুনিক হেকিমগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, রক্ত অত্যন্ত বিকৃত ও বিষাক্ত হইয়া জীবন ধারণ পক্ষে আবশ্যকীয় শরীরস্থ এক বা ততোধিক প্রধান যন্ত্র আক্রমণ করিয়া এই রোগোৎপন্ন করিলে, রক্ত মোক্ষণ দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়। শরীরের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, প্রলাপ বকা, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হইয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে উক্ত প্রকার জহরবাত রোগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

কোন্ সময়ে, কোন্ বারে, কোন তিথিতে, ও কিরূপ ব্যক্তিকে রক্ত মোক্ষণ করা উচিত এবং রক্ত মোক্ষণের পূর্ব্বে ও পরে কি কি নিয়ম পালন করিতে হইবে, কোন্ সময়ে ও কিরূপে রক্ত বন্ধ করিতে হইবে, ইহার বিস্তারিত বিবরণ বৃহৎ বৃহৎ মূল পুস্তকে দ্রষ্টব্য। এখানে যৎকিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া যাইতেছে মাত্র।

চিকিৎসক যদি এরূপ সন্দেহ করেন, যে কোন রোগীকে

রক্ত মোক্ষণ করাইলে তাহার অজ্ঞান হইয়া পড়িবার সম্ভব, তাহা হইলে তাহাকে প্রথমে লেবুর সরবত, অম্ল দাড়িম্বের সরবত ইত্যাদি সেবন করাইয়া পরে রক্ত মোক্ষণ করাইবেন। উক্তরূপ রোগীর কিঞ্চিৎ রক্ত নির্গমন হইলেই, তাহাকে অপর হস্ত দ্বারা ফাস্ত স্থান উত্তমরূপে টিপিয়া ধরিতে বলিবে। ইহাতে রক্ত বন্ধ হইবে। পরে, রোগীকে কিছুক্ষণ পাইচালি করাইয়া বসাইবে ও ফাস্ত স্থান হইতে হস্ত খুলিয়া লইতে বলিবে।

যে পর্য্যন্ত না আবশ্যক পরিমাণ রক্তনির্গত হয় সে পর্য্যন্ত এইরূপ প্রক্রিয়া পুনঃ পুনঃ করিয়া অল্পে অল্পে রক্ত মোক্ষণ করাইবে। এইরূপ রোগীকে প্রথমে বমন করাইলে কিম্বা দাওয়াওল মেস্ক নামক ঔষধ সেবন করাইলে অত্যুৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দাওয়াওল মেস্ক প্রস্তুত প্রণালী ঃ—

রুমি মস্তকী, অগুরু চন্দন, কলম্বালেবুর ছাল, দারুচিনি, লবঙ্গ, জটামাংসী, শোগ্, জায়ফল, কাবাবচিনি, ছোট এলাচের দানা, বড় এলাচের দানা, মুথা, বেনার মূল, বাদ্‌রুজ্, ফরাঞ্জ মেস্কের বীজ, নাম্মামের বীজ, বাদরঞ্জ বোয়ার বীজ, মার্জ্জাঞ্জোস্, অচ্ছিদ্র মুক্তা, মুঙ্গো, কাহারওবা, রেসমের গুটি, (কাঁচি দিয়া কাটিয়া ও পরিষ্কার করিয়া) শ্বেত বাহমন্, রক্ত বাহমন্, প্রত্যেক ১০ ড্রাম (৩৫ মাসা) মৃগনাভি ৫ ড্রাম (১৭॥মাসা)।

এই সমস্ত ঔষধ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কাপড় দ্বারা

ছাঁকিয়া লইবে ও হরিতকীর মোরব্বার রস (অর্থাৎ যে চিনির রসে হরিতকীর মোরব্বা প্রস্তুত করা হইয়াছে) দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। সিকি ভরি আন্দাজ এই ঔষধ অল্পজলে গুলিয়া সেবন করাইবে।

রক্ত মোক্ষণ দিবসে রোগী কোন গুরুপাক দ্রব্য আহার করিবে না।

সাধারণতঃ পান কিম্বা কোন শীতল দ্রব্য খাইতে দেওয়া উচিত নহে, তবে যদি রোগীর ধাতু রুক্ষ হয়, তাহা হইলে অল্প পরিমাণে শীতল দ্রব্য সেবন করান যাইতে পারে; আর যদি রোগীর ধাতু শীতল হয় তাহা হইলে অল্প পরিমাণে উষ্ণ ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন অন্যকারণে ঔষধ সেবন করাইবার আবশ্যক নাই।

যে স্থানে রক্ত মোক্ষণ করিবে তাহার চারি অঙ্গুলি (রোগীর অঙ্গুলির) উপরে ফিতা দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধন করিবে। তৎপরে রোগীর করতলে গোলাকার কোন দ্রব্য দিয়া সজোরে রগড়াইতে বলিবে। ইহাতে শিরা সমূহ বেশ স্ফীত হইলে ফাস্ত করিবে।

রক্ত মোক্ষণ ক্রিয়ার গুণাগুণ সম্বন্ধে এইক্ষণে অধিক বর্ণনা করিতে ক্ষান্ত রহিলাম ভবিষ্যতে বর্ণনা করিবার আশা রহিল।

কোন্ কোন্ রোগে কোন্ কোন্ শিরা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিতে হয় এবং সেই সমস্ত শিরার কোন্ স্থান হইতেই বা রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইতেছে।

শরীরস্থ প্রধান প্রধান শিরা গুলির নাম যথা ঃ—
(১) কীফাল, (২) আক্‌হাল, (৩) বাসালিক, (৪) হাব্বজ্‌লা, (৫) এবৃতি, (৬) ওসায়লাম, (৭) সাফেন, (৮) মাবেজ, (৯) এরকান্‌নাসা, (১০) চাররগ,—এই দশটী শিরা প্রধান।

১। কীফাল্—

কফোণির (কনুই) বিপরীত দিকস্থ সন্ধি প্রদেশে যে তিনটী শিরা সচরাচর দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে দক্ষিণ হস্তের যে শিরাটী সর্ব্ব দক্ষিণেস্থিত এবং বাম হস্তের যেটী সর্ব্ব বামে স্থিত, তাহাই কীফাল শিরার অংশ বিশেষ—এই স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে। এই শিরাটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে।

মাথা ধরা, আধকপালে প্রভৃতি শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, মুখরোগ, কর্ণরোগ, নাসারোগ ইত্যাদি রোগ এই শিরা হইতে রক্তমোক্ষণ করিলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

২। আক্‌হাল্—কফোণির বিপরীত দিকের সন্ধি প্রদেশস্থ শিরা ত্রয়ের মধ্যে যেটী মধ্যভাগে অবস্থিত, তাহা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে। এই আক্‌হাল্ শিরা তর্জ্জনীর শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং বক্ষঃস্থল, পাকাশয় প্রভৃতি স্থানের যাবতীয় শিরার সহিত বিশেষরূপে সংযুক্ত। হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্, যকৃত, প্লীহা, মূত্রাশয়, প্রভৃতি শরীর মধ্যস্থ সাতটী যন্ত্রের—এমন কি শরীরের যাবতীয় পীড়া উক্ত শিরা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

৩। বাসালিক্—কফোণির বিপরীত দিকের সন্ধি প্রদেশস্থ সর্ব্ব নিম্ন (অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের হইলে সর্ব্ব বামে এবং বাম হস্তের হইলে সর্ব্ব দক্ষিণে অবস্থিত) শিরা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিবে। এই শিরাটী মধ্যমাঙ্গুলির শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পাদ রোগ, বস্তি রোগ, পাকস্থলি রোগ প্রভৃতি গ্রীবার নিম্নভাগ হইতে পদতল পর্য্যন্ত যে কোন স্থানের পীড়া হইলে উক্ত শিরা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

আর এই বাসালিক শিরার নিম্নদেশ দিয়া যে একটী শিরা প্রবাহিত আছে, হৃদয়ের সহিত তাহা সাক্ষাৎ ভাবে সংযুক্ত; সুতরাং বাসালিক শিরা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিবার সময় বিশেষ সাবধান হইতে হইবে, কারণ হঠাৎ উক্ত নিম্ন দেশস্থিত শিরাতে আঘাত লাগিলে প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা।

যদি খুব পরিষ্কার রক্ত ফিন্‌কি দিয়া নির্গত হয় ও রোগী অত্যন্ত অবসন্ন বোধ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে বাস্‌হালিকের নিম্ন দেশস্থ উক্ত শিরায় আঘাত লাগিয়াছে। এইরূপ হইলে, শিরার ক্ষত স্থান প্রথমে অঙ্গুলি দ্বারা উত্তমরূপে টিপিয়া ধরিবে কিম্বা রেশম অথবা চুল দিয়া সেলাই করিয়া দিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে।

দম্‌মেল আখ্‌ওয়েন, আন্‌জরুত, ফটকিরি, কলকতার, আকাকিয়া, দাড়িম্বের ফুল, মুশব্বর, কোন্দর প্রত্যেক ১ ড্রাম (৩।৹ মাসা।)

বাবলার গঁদ—২ ড্রাম (৭ মাসা)। এই সমস্ত ঔষধকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ও কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া খরগোসের লোম কিম্বা মাকড়সার জালের সহিত মুর্গীর ডিম্বের অণ্ড-লাল দ্বারা উত্তমরূপে মিলাইয়া লইবে। শিরার ক্ষত স্থান খুলিয়া এই ঔষধ কিয়ৎ পরিমাণে শিরার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং একখণ্ড বস্ত্র গদির ন্যায় ভাঁজ করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষতস্থান উত্তমরূপে বাঁধিয়া সেই হস্ত একটী তাকিয়ার উপর কোনরূপে নাড়া চাড়া না পায়, এরূপভাবে রক্ষা করিতে হইবে। অপর বাহুমূল ও উভয় উরুমূল বস্ত্রদ্বারা সহ্যমত বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। দশ দিনকাল এইরূপ নিয়মে থাকিতে হইবে। একাদশ দিবসে, আস্তে আস্তে ক্ষত স্থানের বস্ত্র খুলিয়া দেখিবে উক্ত স্থান সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে কিনা—যদি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বস্ত্রখানি আস্তে আস্তে পুনরায় বাঁধিয়া দিবে। এইরূপ নিয়মে থাকিবার সময় চিকিৎসকের দেখা উচিত যে রোগীর দাস্ত বন্ধ কিম্বা বেশী না হয়।

৪। হাব্বজ্রা—কাহারও বা আক্‌হাল কাহারও বা বাসহালিক শিরার সহিত ইহার বিশেষ সংযোগ আছে ও এই তিনটী শিরা প্রায় একই প্রকার, সুতরাং উক্ত শিরা দ্বয়ের কার্য্যের সহিত ইহার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

কফোণির বিপরীত দিকে সন্ধি প্রদেশস্থ আকহাল ও বাসহালিক শিরাদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত এই শিরার অংশ হইতে রক্ত মোক্ষণ করিবে। কীফাল শিরা দেখা না

গেলে তৎপরিবর্ত্তে ইহাতে ফাস্ত করিলে একই প্রকার ফল লাভ হয়।

আর যদি হাব্বজ্রা শিরা ঠিক করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে কফোণিতে যে তিনটী অস্থিময় উচ্চ স্থান আছে তন্মধ্যে দক্ষিণ হস্তের হইলে, মধ্য অস্থি ও সর্ব্ববামে অবস্থিত অস্থি মধ্যস্থ স্থানে এবং বাম হস্তের হইলে, মধ্য অস্থি ও সর্ব্ব দক্ষিণে অবস্থিত অস্থি মধ্যস্থ স্থানে যে শিরা আছে তাহাতে ফাস্ত করিতে হইবে।

৫। এব্‌তি—এই শিরাটীর সহিত পদ দ্বয়ের ও উভয় পার্শ্বের শিরা সমূহের বিশেষ যোগ ও সম্বন্ধ আছে। ইহা অনামিকার শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কেহ কেহ এই শিরাকে ওসায়লাম্ বলেন। পাদ দেশের পীড়া, পার্শ্ব বেদনা, যকৃত, প্লীহা, প্রভৃতির পীড়া ইহা হইতে রক্ত মোক্ষণে নিবারণ হইয়া থাকে।

হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও অনামিকার মধ্যে যে ব্যবধান (গলি) আছে তথা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে। শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে যদি কোন পীড়া হয়, তবে দক্ষিণ হস্তের আর বাম পার্শ্বের পীড়া হইলে বাম হস্তের উক্ত স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে। আর উক্ত স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ করিয়াই রোগীর হস্ত কব্জি অর্থাৎ মণিবন্ধ পর্য্যন্ত গরম জলে ডুবাইতে হইবে। এই শিরা হইতে অর্দ্ধভরি হইতে দুইভরি পর্য্যন্ত রক্ত নির্গত করা যাইতে পারে। এই শিরার সহিত যকৃত ও হৃদয়ের বিশেষ সম্বন্ধ থাকাতে ইহা হইতে অধিক রক্ত মোক্ষণ নিসিদ্ধ। ফুস্‌ফুসের পীড়ায়

চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া দুই হস্তের মধ্যে যে হস্তে ইচ্ছা ক্ষান্ত করিতে পারেন।

৬। ওসায়লাম শিরা এবতির একটী শাখা মাত্র। ইহাও কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও অনামিকার মধ্যভাগে প্রবাহিত। সুতরাং এবতির ন্যায় ইহার সমুদায় প্রক্রিয়া করিতে হইবে। এবং এবতি শিরা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিলে যে যে রোগের উপশম হইয়া থাকে ইহা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিলে তাহাই হইয়া থাকে।

৭। সাফেন্—দক্ষিণ পদের বাম দিকস্থ এবং বাম পদের দক্ষিণ দিকস্থ পাদ গ্রন্থির কিছু উপরে এই শিরার অংশ বিশেষ হইতে রক্ত মোক্ষণ করিবে।
এই শিরাটী পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

উরু রোগ, জননেন্দ্রিয়ের পীড়া, কুঁচকি প্রভৃতি স্থানের চুলকানি, স্ত্রী লোকের ঋতুবন্ধ, মূত্রনালীর পীড়া, প্রভৃতি অধোদেশের সমুদায় পীড়া ইহা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিলে উপশম হইয়া থাকে। আর উক্ত সাফেন শিরা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিলে মস্তিষ্কের পীড়ার ও অনেক উপকার হইয়া থাকে, কারণ এই শিরাটীর সহিত মস্তিষ্কের বিশেষ যোগ আছে।

৮। মাবেজ—উরু সন্ধি বা জানু দেশের বিপরীত দিকে অবস্থিত এই শিরার অংশ বিশেষ হইতে রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে। জরায়ুর পীড়া, অর্শ, মলদ্বারের বেদনা, পার্শ্ব বেদনা, পৃষ্ঠ দেশের বেদনা প্রভৃতি রোগ উক্ত শিরা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিলে উপশম হইয়া

থাকে। এই শিরা হইতে রক্ত মোক্ষণ সাফেন্ হইতে রক্ত মোক্ষণ অপেক্ষা অধিকতর উপকারী।

৯। এর্‌কান্‌নাসা—পিণ্ডিকা অর্থাৎ জঙ্ঘা দেশের মাংসল প্রদেশে (পায়ের ডিম্) পেঁচাল ভাবে অবস্থিত অথবা দক্ষিণ পদের দক্ষিণ দিকস্থ এবং বাম পদের বাম দিকস্থ পাদ-গ্রন্থির কিছু উপরে অবস্থিত এই শিরার অংশ বিশেষ হইতে রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে।

সাফেন্ শিরা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিলে যে যে রোগের উপশম হইয়া থাকে এই শিরা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিলেও সেই সেই রোগের উপশম হইয়া থাকে। আর ঊরু দেশ হইতে গুল্‌ফ দেশ পর্য্যন্ত যে এক প্রকার বাত রোগ হইয়া থাকে এবং পায়ের ডিমের উপরিভাগে শিরা স্ফীত হইয়া যে এক প্রকার পীড়া হয় এর্‌কান্‌নাসা শিরা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিলে এই উভয় প্রকার রোগই আরোগ্য হয়।

১০। চার্‌রগ্-উর্দ্ধ ওষ্ঠের ঠিক মাঝখানে ও নিম্ন ওষ্ঠের ঠিক মাঝ খানে দুইটি দুইটি করিয়া এই শিরা চতুষ্টয়ের যে অংশ বিশেষ আছে, তাহা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে।

ওষ্ঠদ্বয়ের পীড়া, দন্তরোগ, ও মুখ-বিবরস্থ যাবতীয় পীড়া এই শিরা হইতে রক্তমোক্ষণ করিলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

এইক্ষণে কেবল শরীরের দশটি প্রধান শিরার সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল, এতদ্ভিন্ন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হস্ত,

পাদদেশ প্রভৃতি স্থানে যে অসংখ্য শিরা, ধমনি, স্নায়ু প্রভৃতি আছে তাহা ভবিষ্যতে বর্ণনা করিবার আশা রহিল।

জোঁক লাগাইয়া কিম্বা সিঙ্গা দিয়া রক্তমোক্ষণ করিলেও অনেকানেক রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু সিঙ্গা লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ বালকদিগের রোগেই প্রশস্ত; আর জোঁক লাগাইয়া কি বালক কি যুবা প্রভৃতি সকলেরই দেহ হইতে রক্তমোক্ষণ করা যাইতে পারে। দুই বৎসর বয়স অতীত না হইলে জোঁক কিম্বা সিঙ্গা লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ নিষিদ্ধ।

পীড়িত স্থান চিরিয়া তথায় সিঙ্গা লাগাইতে হয়। ৬০ বৎসর বয়স অতীত হইলে, সিঙ্গা লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ নিষিদ্ধ। শুক্ল পক্ষের চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমাতে রক্তমোক্ষণ করিবে না; এই দুই দিবসে চন্দ্র কিরণ সমধিক স্ফূর্ত্তি লাভ করায় শরীরস্থ সমস্ত ধাতু দেহের উপরিভাগে আকর্ষিত হয়, তজ্জন্য সেই সময়ে ফাস্ত করিলে বিকৃত ধাতুর সহিত অবিকৃত ধাতুও নির্গত হয়। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষ তিথিতে অবিকৃত ধাতু ভিতর দিকে যায় ও কেবল মাত্র বিকৃত ধাতু উপরে থাকে এই জন্য এই সময়েই ফাস্ত করা উচিত। চন্দ্র কলার বৃদ্ধির সহিত অবিকৃত ধাতু উপর দিকে আসিতে আরম্ভ করে। বেলা এক প্রহরের পর ও দুই প্রহরের মধ্যে রক্তমোক্ষণ করিতে হইবে। স্নান করিয়াই রক্তমোক্ষণ নিষিদ্ধ; কিন্তু উহার এক ঘণ্টা পরে রক্তমোক্ষণ করা যাইবে। রোগের বেশী প্রাবল্য হইলে শুদ্ধ সিঙ্গা লাগাইলে বিশেষ ফল হয় না—ফাস্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত

নিয়মানুসারে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণও করিতে হইবে। মস্তকের পশ্চাতে গ্রীবাদেশের উপরিভাগে সিঙ্গা লাগাইলে, কাফাল শিরা হইতে রক্তমোক্ষণে যে ফল হয় প্রায় সেইরূপ ফল পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে স্মরণশক্তির হানি হইবার সম্ভব। এই স্থানের প্রায় চারি অঙ্গুলি (রোগীর অঙ্গুলির) নিম্নে গ্রীবাদেশে শিঙ্গা লাগাইলে এরূপ আশঙ্কা থাকে না এবং প্রায় একই প্রকার ফললাভ হয়। গ্রীবাদেশের সহিত পৃষ্ঠদেশের সন্ধিস্থলে যে অস্থি আছে, তাহাতে সিঙ্গা লাগাইলে, আক্হাল শিরায় ফাস্ত করার যে ফল প্রায় সেইরূপ ফল পাওয়া যায়। পার্শ্বদেশ দ্বয়ে সিঙ্গা লাগাইলে বাস্হলিক শিরা হইতে রক্তমোক্ষণের কতকটা ফল পাওয়া যায়। কিন্তু যত নিচের দিকে সিঙ্গা লাগাইবে পাকস্থলি দুর্ব্বল ও উন্মাদ রোগ হইবার আশঙ্কা ততই অধিক হইবে। এরূপস্থলে পীড়িত স্থানের কিঞ্চিৎ উপরে সিঙ্গা লাগাইবে। পিণ্ডিকায় (পায়ের ডিমে) সিঙ্গা লাগাইলে সাফেন শিরা হইতে রক্তমোক্ষণে যদ্রূপ ফল হয় প্রায় তদ্রূপ ফল পাওয়া যায়। যেস্থানে সিঙ্গা লাগাইতে হইবে সেই স্থান না চিরিয়া তথায় সিঙ্গা লাগাইলে কোনই ফল হয় না। যাহারা এইরূপ চেরা সহ্য না করিতে পারে, তাহাদিগের জন্য জোঁক লাগাইবার ব্যবস্থা করিবে। উপরে যাহা যাহা লিখিত হইল তাহা সমস্তই সাধারণ নিয়ম; বিশেষ আবশ্যক হইলে, তিথি সময় প্রভৃতি কোন বিচারই করিতে হয় না।

যে যে রোগ জোঁক ও সিঙ্গা লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ

করিলে উপশম হইয়া থাকে তৎসমুদয় রোগ নির্ণয়স্থলে বর্ণিত হইবে। অধুনা, এতদ্দেশের প্রায় সকল লোকেই রক্তের অল্পতা বশতঃ অত্যন্ত নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, এইজন্য এদেশে হেকিমেরা রক্তমোক্ষণ দ্বারা রোগ শান্তির চেষ্টা করেন না। রক্ত মোক্ষণ প্রণালী পশ্চিমাঞ্চলে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কারণ তথাকার লোক সকল স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ ও তাহাদিগের রক্ত প্রধান ধাতু।

রক্তমোক্ষণ সম্বন্ধে আর একটি নিয়ম এই যে যদ্যপি কোন ধাতু বিকৃত হইয়া রক্তের সহিত মিলিত হয় তবে প্রথমতঃ উহাকে ঔষধ দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া পরে রক্তমোক্ষণ করিতে পারিলে ভাল হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে বিকৃত ধাতু উপশমের জন্য যে যে ঔষধ লিখিত হইবে তাহাই রোগীকে প্রথমতঃ সেবন করাইয়া পরে রক্তমোক্ষণ করাইতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

মনজেজ অর্থাৎ বিকৃত ধাতু প্রকৃতিস্থ করিবার প্রক্রিয়া।

যদি কোন ধাতু স্বয়ং অথবা অন্য ধাতুর সহিত মিশ্রিত হইয়া তরল, গাঢ় বা অন্য কোন প্রকারে বিকৃত হয়, তাহা হইলে ঔষধ দ্বারা সেই বিকৃত ধাতুকে প্রথমে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়া পরে জোলাপ দেওয়া উচিত; দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি কফ সওদার সহিত মিলিয়া গাঢ় হয়, তাহা হইলে ঔষধ দ্বারা প্রথমে কফকে তরল করিতে হইবে এবং যদি পিত্ত

কফের সহিত মিশ্রিত হইয়া কফকে তরল করে, তাহা হইলে ঔষধ দ্বারা কফকে প্রথমে গাঢ় করিতে হইবে এবং এই রূপে বিকৃত কফ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জোলাপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঔষধ দ্বারা বিকৃত ধাতুকে প্রকৃতিস্থ করাকে আরবীতে মনজেজ বলে। উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা শিরা সঞ্চালিত বিকৃত ধাতু সমূহের ক্লেদ পাকস্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সমস্ত ক্লেদ নির্গত করিবার জন্য জোলাপ দেওয়া আবশ্যক। কোন বিকৃত ধাতু যদি রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্তকে গাঢ় বা তরল করে তাহা হইলে মনজেজ প্রক্রিয়া দ্বারা সেই বিকৃত ধাতুকে প্রথমে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়া তৎপরে ফাস্ত করিতে হইবে; বিশেষ, বিকৃত সওদা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্ত খারাপ করিলে মনজেজ ক্রিয়া দ্বারা প্রথমে সওদাকে প্রকৃতিস্থ করা একান্ত আবশ্যক; এরূপ স্থলে মনজেজ না করিয়া কদাপি ফাস্ত করিবে না। রক্ত যদি অন্য কোন ধাতুর সহিত মিশ্রিত না হইয়া, স্বয়ং বিকৃত হয়, তাহা হইলে মনজেজ প্রক্রিয়ার আবশ্যক নাই—কেবল মাত্র ফাস্ত দ্বারা রক্ত মোক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইবে। উদাহরণ,—রক্ত গরম হইয়া জ্বর অথবা অন্য রোগ হইলে মনজেজ না করিয়া একেবারে ফাস্ত করা হয়। বিকৃত ধাতুকে প্রকৃতিস্থ করার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

পিত্ত অন্য ধাতুর সহিত মিশ্রিত না হইয়া স্বয়ং বিকৃত হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তিন দিবসে স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে পারে।

উন্নাভ (এক প্রকার কুল)	৭টা
বানাফসার ফুল	২ ড্রাম
শালুক ফুল	২ ঐ
ক্ষেত পাপড়া	২ ঐ
অর্দ্ধ কোটা কাস্‌নির বীজ	৩ ঐ
গোলাপ ফুলের পাপ্‌ড়ী	২ ঐ

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে করিয়া রাত্রে এক পোয়া জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে; প্রাতে উহা ছাঁকিয়া তাহাতে দুই ভরি মিছরি বা সেকেঞ্জবীন বা তুরেঞ্জবীন মিশাইয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া সেবন করিতে হইবে। অথবা এই সমস্ত দ্রব্য এক পোয়া উষ্ণ জলে দুই ঘণ্টা ভিজাইয়া পরে ছাকিয়া দুই তোলা মিছরি মিশাইয়া সেবন করিতে হইবে। এই সমস্ত দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়াও সেবন করা যাইতে পারে এবং তাহা হইলে দেড় পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইতে হইবে। পরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মিছরি মিশ্রিত করিয়া সেব্য। কিন্তু রোগীর ধাতু অধিক গরম হইলে সিদ্ধ না করিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য শীতল জলে বাটীয়া এক পোয়া শীতল জলে মিশ্রিত করিয়া পরে ছাঁকিয়া পূর্ব্ববৎ মিছরি সংযোগে ব্যবহার করিতে হইবে। রোগীর বয়স ও ধাতু অনুসারে ঔষধের মাত্রার ইতর বিশেষ হইয়া থাকে।

পিত্ত কফের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিকৃত হইলে পাচ দিনে স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে পারে। পিত্ত যদি কফের সহিত মিশ্রিত হয় তাহা হইলে চিকিৎসক বিবেচনা পূর্ব্বক কফ দোষনাশক ও পিত্ত দোষনাশক ঔষধ একত্র

মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবেন। কফ স্বয়ং বিকৃত হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা নয় দিনে স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে পারে।

মনাক্কা	৫টা
রুমী মৌরি অভাবে দেশী মৌরী (অৰ্দ্ধ কোটা)	২ ড্রাম
ছাল ফেলা যষ্টি মধু (অৰ্দ্ধ কোটা)	৩ ঐ
সোক্বাই (অৰ্দ্ধ কোটা)	২ ঐ
কালীঝাঁপ	৫ ঐ
পক্ব যজ্ঞ ডুম্বর (কাবুলী)	৫ টা
গোলাপ ফুলের পাপ্‌ড়ী	৩ ড্রাম

এই সমস্ত দ্রব্য দেড় পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া দুই তোলা মিছরি কিম্বা গুলকন্দ কিম্বা সেকেঞ্জবীন কিম্বা শোধিত মধু মিশাইয়া সেবন করিতে হইবে। যদ্যপি কাশী থাকে সেকেঞ্জবীন মিশাইবে না। ছোলা ভিজার জল কফ ও পিত্তকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার উত্তম ঔষধ কিন্তু নূতন জ্বরে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ। পুরাতন জ্বরে আবশ্যক বোধ করিলে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ধাতুকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিলেই পুরাতন জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহাতে জোলাপ দিবার আবশ্যক নাই।

আসল সওদা স্বয়ং বিকৃত হইলে, নিম্ন লিখিত ঔষধ দ্বারা পনর দিনে স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া থাকে।

সেপেস্তান (অৰ্দ্ধকোটা)	২০ টা

উন্নাভ	১০ টা
গাওজবান	২ ড্রাম
বাদরঞ্জ বোয়া	২ ঐ
ছাল ফেলিয়া যষ্টি মধু (অর্দ্ধ ফোটা)	৩ ঐ
ওস্ত খুদ্দুস্	২ ঐ
পরসে য়াঁওসা অর্থাৎ কালী ঝাঁপ	২ ঐ
মৌরি	২ ঐ
ক্ষেত পাপড়া	২ ঐ

এই সমস্ত দ্রব্য দেড় পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে ও দুই তোলা মিছরি অথবা পাঁচ তোলা তুরেঞ্জবীন অথবা পাঁচ তোলা গোলকন্দ বাটিয়া ইহাতে মিশাইয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া সামান্য উষ্ণ করিয়া সেবন করিতে হইবে। কফ্, পিত্ত ও সওদা, এই ধাতুত্রয় পৃথক পৃথক রূপে বিকৃত হইলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ গুলি যথাক্রমে ব্যবহার করিতে হইবে।

রক্ত, পিত্ত ও কফ এই ধাতুত্রয় অত্যন্ত উষ্ণ হইলে জ্বলিয়া যায় ও আসল সওদার সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে বিকৃত করে; সুতরাং আসল সওদা অন্য কারণে বিকৃত হইলে যে যে লক্ষণ দেখা যায়; রক্ত, পিত্ত প্রভৃতি ধাতু জ্বলিয়া গেলে প্রায় সেই সেই লক্ষণ প্রকাশ পায়—বিশেষ, ঐ ধাতু গুলি জ্বলিয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা আসল সওদার ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ ও ভারী তজ্জন্য প্রত্যেকের অবশিষ্টাংশকে নকল সওদা বলা যায়। আসল সওদা জ্বলিয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকেও পূর্ব্বোক্ত কারণে নকল সওদা বলা যায়।

যদি পিত্ত জ্বলিয়া তাহার অবশিষ্ট আসল সওদায় মিশ্রিত হইয়া নকল সওদায় পরিণত হয়, তাহা হইলে পিত্ত দোষ প্রশমক ও বিকৃত আসল-সওদা প্রকৃতিস্থকারক এই উভয় প্রকার ঔষধ চিকিৎসককে প্রয়োগ করিতে হইবে। এই প্রকার, কফ জ্বলিয়া আসল সওদার সহিত মিশ্রিত হইয়া নকল সওদায় পরিণত হইলে কফ দোষ প্রশমক ও সওদা দোষ নাশক এই উভয় ঔষধই ব্যবহার করিতে হইবে ও রক্ত জ্বলিয়া আসল সওদা সহ মিশ্রিত হইয়া নকল সওদায় পরিণত হইলে রক্ত দোষ প্রশমক ও সওদা দোষনাশক এই উভয়বিধ ঔষধই একত্র ব্যবহার করা উচিত। কফ, পিত্ত, রক্ত ও আসল সওদা এই চারি ধাতু জ্বলিয়া গেলে যে অবশিষ্ট থাকে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া যায়। যথা—পিত্ত জ্বলিয়া গিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে "পিত্ত-সওদা," কফ জ্বলার অব শিষ্টকে "কফ-সওদা," রক্ত জ্বলার অবশিষ্টকে রক্ত-সওদা ও সওদা জ্বলার অবশিষ্টকে "জ্বলা-সওদা" বলা যাইতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়।

জোলাপ।

মন্‌জেজ প্রক্রিয়া দ্বারা বিকৃত ধাতুকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়া জোলাপ দেওয়া আবশ্যক; জোলাপ না দিলে, সাধারণতঃ রোগ আরোগ্য হওয়া কঠিন। কারণ মন্‌জেজ

দ্বারা শিরা—সঞ্চালিত বিকৃত ধাতু সমূহের ক্লেদ পাকস্থলিতে নীত হইবার পর বহির্গত না করিয়া দিলে সঞ্চিত হইয়া পুনরায় রোগোৎপত্তির কারণ হইয়া উঠে।

মনজেজ না করিলে যে ধাতু প্রকৃতিস্থ হইবে না, এমন কোন কথা নাই; কারণ ঈশ্বর আমাদিগকে এরূপ একটী শক্তি প্রদান করিয়াছেন যাহা স্বভাবতঃই রোগ দূর করিতে চেষ্টা করে, এবং অনেক সময় কৃতকার্য্যও হইয়া থাকে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে কোন কোন স্থলে বিনা ঔষধে আপনা হইতেই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। সুচিকিৎসক মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে এই রোগ দূরীকরণ-শক্তিকে ঔষধ দ্বারা সাহায্য ও উহার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

যদি বিকৃত-ধাতু রোগীকে রোগের প্রথম দিনে পাওয়া যায়,তাহা হইলে চতুর্থ অধ্যায়ে যে যে ধাতু বিকৃতির জন্য যে কয় দিন মন্‌জেজ করিতে লেখা হইয়াছে সেই কয় দিন মন্‌জেজ করিবে। কিন্তু তাহা না হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের বাকি কয় দিবস মন্‌জেজ করাইবে। নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবার পর যদি রোগী পাওয়া যায়, তাহা হইলে চিকিৎসক মনজেজ না করাইয়া বিবেচনানুসারে একেবারে রোগের ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন। জোলাপের ঔষধ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) মোস্‌হেল, (২) মোলায়েন।

যে ঔষধ শরীরস্থ শিরা সমূহ ও অন্যান্য যন্ত্র হইতে বিকৃত ধাতু আকর্ষণ করিয়া নির্গত করিয়া দেয় তাহাকে আরবী ভাষায় মোস্‌হেল বলে।

যে ঔষধ দ্বারা পাকস্থলি ও অন্ত্র মধ্যস্থ বিকৃত ধাতু ও মল

বহির্গত হইয়া কোষ্ঠবদ্ধ দূর হয়, তাহাকে আরবী ভাষায় মোলায়েন কহে।

পূর্ব্বে মনজেজ না করিয়া মোসহেল দেওয়া উচিত নহে; কিন্তু মোলায়েন ঔষধ ব্যবহারের জন্য পূর্ব্বে মনজেজ করিবার আবশ্যক নাই। অনেক মনজেজের ঔষধে মোলায়েনের গুণ বর্ত্তমান আছে; কিন্তু যদি কোন মনজেজের ঔষধে উক্ত গুণ না থাকে তাহা হইলে উহার সহিত মোলায়েনের ঔষধ চিকিৎসকের ব্যবহার করা উচিত।

নিম্নে মোলায়েন মোবারক নামক মোলায়েনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া যাইতেছে। এই ঔষধ দ্বারা চর্ম্ম রোগ, হৃদরোগ, শিরোরোগ, আমাশয়, উদরাময় বাত প্রভৃতি শরীরের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অনেকানেক পীড়া আরোগ্য হইতে পারে, বিশেষ জ্বর ও পার্শ্ব বেদনার জন্য এই ঔষধটী অতি উৎকৃষ্ট। ইহা সকল ধাতুর উপযোগী এবং কেবল মাত্র মাত্রা ভেদে বালক, যুবা বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, গর্ভিণী প্রভৃতি সকল অবস্থায় ও সকল প্রকৃতির রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে।

মোলায়েন মোবারক।—

যে চক্রাকার কৃষ্ণবর্ণ আবরণ মধ্যে সোঁদাল ফলের বীজ আবদ্ধ থাকে (সোঁদালের শাঁস বা মজ্জা), বীজ গুলি ফেলিয়া তাহার ৫ ভরি লইবে এবং এক পোয়া গরম জলে উত্তম রূপে চটকাইয়া কাপড়দ্বারা ছাঁকিয়া (নিংড়াইয়া নহে) শুদ্ধ জলটী গ্রহণ করিবে। পরে উহাতে সিকি ভরি বাদামের তৈল কিম্বা ১০টী বাদামের শাঁস বাটা ও কিছু মিছরী মিলাইয়া পুনরায়

ছাকিয়া ঈষদুষ্ণ করত সেবন করিবে। এই মাত্রা পূর্ণ বয়স্ক-দিগের জন্য। অন্যান্য স্থানেচিকিৎসক মাত্রা বিবেচনা করিয়া লইবেন। যদি রোগীর ধাতু গরম হয় তাহা হইলে ৫ ভরি গোলাপ জল কিম্বা কাস্‌নি পাতার জল অথবা কোন শৈত্য গুণ বিশিষ্ট বীজ ঔষধের জল উপরোক্ত ঔষধের সহিত মিলা-ইলে ভাল হয়।

যদি পাকস্থলির কোন স্থান স্ফীত হয়, কিম্বা তন্মধ্যে স্ফোটক উৎপন্ন হয় তাহা হইলে মকো (কাক মাছি) পাতার রস এবং উদরে বায়ুগোলারোগ হইলে মৌরির জল এবং গোল-কন্দ মিশাইলে ভাল হয়। সোঁদালের গন্ধ দূর করিতে হইলে, মৌরির জল ও গোলাপ জল মিশাইতে হইবে। কফ কিম্বা পিত্ত দূষিত হইয়া পীড়া হইলে উন্নাভ, সেপেস্তান, বানাফসার ফুল, মনাক্কা ও গাওজবান—চিকিৎসক এই সকল দ্রব্যের বিবেচনা মতে পরিমাণ লইয়া জলে সিদ্ধ করিয়া কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া উহাতে সোঁদাল বীজের আবরণ চট্‌-কাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাদাম তৈল ও মিছরী মিলাইয়া সেবন করিতে দিবেন। রোগীর পিত্ত-প্রধান (গরম) ধাতু হইলে, উপরোক্ত দ্রব্যগুলি সিদ্ধ না করিয়া শীতল জলে ভিজাইতে হইবে।

যদি কোন রোগীকে অধিকবার দাস্ত করাইবার আবশ্যক হয়, কিম্বা রোগীর কোষ্ঠ অত্যন্ত কঠিন হয় তাহা হইলে ৫ তোলা গোলকন্দ, ৫ তোলা শিরখেস্ত (ম্যানা), কিম্বা ৫ তোলা তুরেঞ্জবীন অথবা সমস্তগুলি একত্রে জলে বাটিয়া প্রথমোক্ত ঔষধের সহিত

মিলাইয়া সেবন করিবে। ইহাতে আর মিছরী দিবার আবশ্যক নাই।

গর্ভবতী, বৃদ্ধ এবং যাহাদের নাড়ী দুর্ব্বল তাহাদের ঔষধে বাদামের তৈল কিম্বা শাঁস মিলান একান্ত কর্ত্তব্য, নচেৎ সোঁদাল বীজাবরণের জল দ্বারা নাড়ী জড়াইয়া গিয়া আমাশয় হইতে পারে। দুগ্ধ পান দ্বারা বালকদের নাড়ী পিচ্ছিল থাকায় তাহাদের এরূপ আশঙ্কা থাকে না সুতরাং তাহাদের ঔষধে বাদাম তৈল কিম্বা শাঁস মিলাইবার আবশ্যক নাই।

সোঁদাল বীজাবরণ অগ্নি পক্ক করিলে, বিষ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। সোঁদালের মোদক ও বটিকা ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী কারাবাদীন্ কবীর নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে।

কোষ্ঠ বদ্ধ (কুলঞ্জ) প্রভৃতি এমন কতকগুলি রোগ আছে যাহাতে তৎক্ষণাৎ জোলাপ না দিলে কিছুতেই উপশম হয় না তথায় প্রথমে মন্‌জেজ্ ক্রিয়া না করিয়া একেবারে মোস্‌হেল দিলেই বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে।

বর্ষা ও শীতকালে মোস্‌হেল দেওয়া সাধারণতঃ নিষিদ্ধ কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন হইলে দেওয়া যাইতে পারে।

জোলাপের* তরল ঔষধ সেবন করিবার পর উষ্ণ জলপান করা নিষিদ্ধ; কারণ তাহাতে জোলাপ অতি শীঘ্র খুলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু জোলাপ লইবার পর যদি পেট কামড়ায় কিম্বা পেটে কোন প্রকার বেদনা অনুভূত হয় তাহা হইলে সামান্য পরিমাণে উষ্ণজল সেবন করান যাইতে পারে ইহাতে শীঘ্র দাস্ত হইয়া উপসর্গগুলি দূর হইবে।

---

*নিম্নে সর্ব্বত্রই মোস্‌হেল শব্দের পরিবর্ত্তে জোলাপ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

জোলাপের চূর্ণ কিম্বা বটীকা ঔষধ সেবন করিবার পর গরম জল পান করা কর্ত্তব্য কারণ গরম জল পান করিলে উক্ত ঔষধগুলি শক্তি বিশিষ্ট হইয়া জোলাপের ক্রিয়া শীঘ্র প্রকাশ করে।

জোলাপের ক্রিয়া প্রকাশ কালে অর্থাৎ যখন দাস্ত হইতে থাকে তখন শীতল জল পান করা নিষিদ্ধ; কারণ তদ্দারা দাস্ত বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু রোগীর অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকিলে সামান্য পরিমাণে টাটকা জল দেওয়া কর্ত্তব্য। আর রোগীর যদ্যপি পিত্ত প্রধান ধাতু হয় এবং অত্যন্ত পিপাসা থাকে তাহা হইলে সামান্য পরিমাণে শীতল জলও দেওয়া যাইতে পারে।

এরূপ কতকগুলি জোলাপের ঔষধ আছে যাহা সেবন করিবার পর বরফের জল কিম্বা শীতল জল পান করিতে হয়— যেমন গোলাপ ফুলের সরবত, জয়পাল, যে বটীকা ও চূর্ণ ঔষধে তোরবোদ ও সৈন্ধব লবণ আছে ইত্যাদি। এরূপ জোলাপের ঔষধ সেবনান্তে বরফের জল কিম্বা শীতল জল পান করা কর্ত্তব্য; নচেৎ ঔষধের ক্রিয়া শীঘ্র প্রকাশ হইবে না। এই সকল জোলাপের ঔষধ সেবনান্তে উষ্ণ জল পান করা নিষিদ্ধ। যদি কোন রোগীর ঔষধ সেবনে স্বাভাবিক অনিচ্ছা থাকে অথবা ঔষধ সেবন করিবার পূর্ব্বে বমনোদ্বেগ হয় তাহা হইলে ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে তাহার কক্ষ হইতে কফোণি পর্য্যন্ত প্রত্যেক ভুজাংশের মধ্যভাগবস্ত্র খণ্ড দ্বারা বন্ধন করিয়া পরে ঔষধ সেবন করাইতে হইবে এবং ঔষধ সেব-নান্তে উষ্ণ জল দ্বারা কুল্লি করাইয়া পান্ কিম্বা শুপারি

চিবাইতে দিতে হইবে। ইহাতেও যদি রোগীর বমন হইতে থাকে তাহা হইলে তাহাকে উষ্ণ জল অথবা অন্য কোন বমন কারক ঔষধ সেবন এবং কিয়ৎ পরিমাণে বমন করাইয়া পরে জোলাপের ঔষধ ব্যবহার করান উচিত।

জোলাপ লইবার পর যে পর্য্যন্ত না দাস্ত খুলে সে পর্য্যন্ত গরম বস্ত্র দ্বারা গাত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হইবে ও গরমে থাকিতে হইবে এবং নিদ্রা যাইবে না।

যে দিন জোলাপ (মোস্‌হেল্‌) দেওয়া যায় সেই দিনে রোগীর যদ্যপি দাস্ত না হয় তাহা হইলে সেই দিবসে পুনর্ব্বার জোলাপ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে কিন্তু জোলাপের (মোস্‌-হেল্‌) ক্রিয়ার সুবিধার জন্য ঐ দিবসে আলু বোখারার জল, পাকা তেঁতুল ভিজানর জল, অথবা সোঁদাল বীজাবরণের সহিত তুরেঞ্জবীন, গোলকন্দ অথবা মিছরী মিশ্রিত করিয়া জলে ফেলিয়া কিয়ৎক্ষণ হাতে চট্‌কাইয়া ছাঁকিয়া পান করান যাইতে পারে। অথবা রোগীকে রুমি মস্তকী অর্দ্ধ ড্রাম ও মিছরী ২ দুই ভরি মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলেও দাস্ত হইতে পারে। ইহাতেও যদি দাস্ত না হয় তাহা হইলে শাফা প্রক্রিয়া দ্বারা অথবা পিচকারী দিয়া দাস্ত করান যাইতে পারে।

জোলাপ লইবার পর জোলাপ না খুলার জন্য রোগী যদি অত্যন্ত গরম বোধ করে, অথবা অজ্ঞান হইয়া পড়ে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ রোগীকে বমন করাইয়া ঔষধ উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। ইহাতেও যদি রোগী সুস্থ হইতে না

পারে তাহা হইলে বাসালিক্ কিম্বা আক্হাল শিরা হইতে রক্ত মোক্ষণ করাইতে হইবে।

জোলাপ লইয়া কতক পরিমাণে দাস্ত হইবার পর পাকস্থলিতে যদি অত্যন্ত জ্বালা বোধ হয়, তাহা হইলে বিহি-দানা কিম্বা ইসফগুল অথবা তুলল তুলসীর বিচি গোলাপ জলে চট্‌কাইয়া ছাঁকিয়া মিছরী মিশ্রিত করিয়া পান করা-ইতে হইবে। রোগীর প্রকৃতি অনুসারে চিকিৎসক অপর ঔষধও সেবন করাইতে পারেন; ঔষধ সেবনান্তে রোগীকে লঘু পাক দ্রব্য আহার করিতে দিতে হইবে।

জোলাপ দিবার পর অধিক দাস্ত হইলে চিকিৎসক যদ্যপি দাস্ত বন্ধ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন এবং রোগীর যদি জ্বর না থাকে তাহা হইলে ঘোল ভাত খাইতে দিলে দাস্ত বন্ধ হইয়া যাইবে। যদি রোগীর জ্বর থাকে তাহা হইলে তুলল তুলসীর বিচি কিম্বা নুনেশাকের বিচি অথবা বার্ত্তঙ্গের বিচি ভাজিয়া জলে বাটিয়া অর্দ্ধপোয়া জলে মিশ্রিত করতঃ উহাকে ছাঁকিয়া লইবে। পরে উহার সহিত দুই ভরি মিছরী মিশ্রিত করিয়া ইসফগুল ভাজা উহার উপর ছড়াইয়া দিয়া রোগীকে সেবন করাইতে হইবে। বিনা জোলাপে হঠাৎ কোন ব্যক্তির অধিক পরিমাণে দাস্ত হইতে থাকিলে যে যে ঔষধ দ্বারা দাস্ত বন্ধ হইয়া থাকে তাহা পরে বর্ণিত হইবে। জোলাপ দ্বারা দাস্ত হইলে, জল শৌচের জন্য ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। খাতমী গাছের শিকড় জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল ঈষদুষ্ণ থাকিতে তদ্দারা জল শৌচ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলদায়ক। এইরূপ করিলে মলের উষ্ণতা

দ্বারা মলদ্বারের কোন ক্ষতি হইতে পারে না। জোলাপ দ্বারা যে রোগে যে পরিমাণ মল নির্গত করা আবশ্যক, তাহাপেক্ষা কম নির্গত হইলে অনিষ্ট হইতে পারে। যদি রোগী বেশী দুর্ব্বল হয়, অথচ তাহাকে অধিক পরিমাণে দাস্ত করান আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে দাস্ত করাইবে।

বড় হরিতকীর ছাল, তেঁতুল ভিজানর জল, তুরেঞ্জবীন, বানাফসার ফুল, আপস্থনতিন, শোধন করা শক্মুনিয়া, আলোকলতা, আলুবোখারা ক্ষেৎপাপড়া, মুশব্বর, গোলাপ ফুল, শিরখেস্ত অর্থাৎ ম্যানা এই সকল বিরেচক গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের যে কোনটী দ্বারা বিকৃত পিত্তকে অধোনিঃসরণ করা যাইতে পারে। চিকিৎসক রোগীর প্রকৃতি অনুসারে এই সকল দ্রব্যের ব্যবস্থা করিবেন।

নিম্নে একটী পিত্ত নিঃসারক ঔষধের প্রস্তত প্রণালী দেওয়া গেল—

বড় হরিতকীর ছাল	৬	ড্রাম
আলু বোখারা	১৫	টা
অর্দ্ধ কোটা সেপেস্তান	২০	টা
ক্ষেতপাপড়া	৩	ড্রাম
সোণামুখির পাতা	৩	ড্রাম
উন্নাভ	৯	টা
অর্দ্ধ কোটা কাসনি বিচি	২	ড্রাম
কস্থসের বিচি	১॥	দেড়ড্রাম
শিরখেস্ত	৩	তোলা
তুরেঞ্জবীন	৫	তোলা

এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া রাত্রিতে এক পোয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে এবং প্রাতে হস্ত দ্বারা কিয়ৎক্ষণ চট্‌কাইয়া কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া সেবন করিবে।

চিকিৎসকের বিবেচনা অনুসারে উপরোক্ত দ্রব্যগুলির পরিমাণের ইতর বিশেষ হইতে পারে। পূর্ব্বোল্লিখিত ঔষধটীর সহিত বাদামের তৈল ১ ড্রাম কিম্বা বানাফসার তৈল ১ ড্রাম মিশ্রিত করিতে পারা যায়; কিন্তু সোঁদাল বীজাবরণ উক্ত ঔষধে ব্যবহার করিলে উহার সহিত বাদামের তৈল মিশ্রিত করা অত্যন্ত আবশ্যক।

রোগীর যদি জ্বর হয় তাহা হইলে দুই সপ্তাহের মধ্যে হরিতকীর ছাল ব্যবহার করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ; কারণ উহা দ্বারা যকৃত দুর্ব্বল হইতে পারে। যদ্যপি একান্ত আবশ্যক হয় তাহা হইলে বিহিদামা কিম্বা ইসফগুলের ক্বাথ, বাদামের তৈল, প্রভৃতি যকৃতের ক্রিয়া বর্দ্ধক ঔষধের সহিত হরিতকীর ছাল দেওয়া যাইতে পারে। মোস্‌হেলের এমন কোন ঔষধ নাই, যদ্দারা কেবলমাত্র একটী ধাতু নির্গত হইতে পারে; তজ্জন্য মোস্‌হেল ঔষধের সহিত যে ধাতু বহির্গত করা আবশ্যক তাহার ঔষধ মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য।

বিকৃত কফ্ নিম্নলিখিত যে কোন ঔষধ দ্বারা অধোনিঃসরণ হইয়া থাকে—মাকাল ফলের শাঁস (বীজ বাদ দিয়া) পানতারিউন্, মাহি জাহারেজ, গারিকুন্, কালদানা, ছালফেলা তোরবোদ, হারমল, গোক্ষুর, বেশফায়েজ, কালজীরা, সোক্কাই।

নিম্নে বিকৃত কফ নিঃসরণের তিনটী ঔষধের প্রস্তুত প্রক্রিয়া বর্ণিত হইতেছে।

১।

আয়ারেজ—ফায়কারা—
শ্বেত তোরবোদ—(ছাল ফেলা)
কালদানা—
প্রত্যেক ১ ড্রাম।

গারিকুন্—
আনিশুন্—
প্রত্যেক দেড় ড্রাম।

মাকাল ফলের শাঁস—
সৈন্ধব লবণ—
প্রত্যেক দেড় দাং (১২ রতি)।

এই সকল দ্রব্যকে চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া মৌরীর পাতার রসে অথবা মৌরী ভিজাইয়া উহার জলে মিশ্রিত করিয়া সেবনীয়। এই পরিমাণ তরুণ বয়স্কদিগের জন্য। গারিকুন্‌কে চূর্ণ করিবে না, পাতলা পশমী কাপড়ে ঘসিয়া ঘসিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে কারণ উহাতে নখের ন্যায় এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ আছে; উক্ত উপায়ে পশমী কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে সেই বিষ ঔষধের সহিত মিশিতে পারে না।

২।

উন্নাভ—
অর্দ্ধ কোটা সেপেস্তান—
প্রত্যেক ২০ টা।

শুষ্কজুফা—
শালুক ফুল—
বানাফসা ফুল-
কালিঝাঁপ—
অর্দ্ধ কোটা মৌরী— } প্রত্যেক ৩ ড্রাম।
মনাক্কা—১৫ ডাম—
কাবুলি যজ্ঞ ডুম্বর—৭ টা—
অর্দ্ধ কোটা ছাল ফেলা যষ্টি মধু—৪ড্রাম।

এই সকল দ্রব্যকে দেড় সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ সের জল থাকিতে নামাইবে ও সোঁদালের বীজাবরণ তুরেঞ্জবীন ও গোলকন্দ বাটা প্রত্যেকে ১০ ড্রাম উক্ত জলের সহিত মিলিত করিয়া কাপড় দ্বারায় ছাঁকিয়া লইবে, পরে উহার সহিত বাদামের তৈল ১ ড্রাম মিলিত করিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ সেবন করিবে। এই ঔষধটী জ্বরঘ্ন ও রক্ত পরিষ্কারক এবং কাশ রোগে ও প্রস্রাবের দোষে প্রয়োগ হইয়া থাকে।

৩। শ্বেত তোরবোদ—৩ ড্রাম।
শুঁঠ— ১ ড্রাম।
সৈন্ধব লবণ অর্দ্ধ ড্রাম।

শ্বেত তোরবোদ এর সহিত ১২ রতি বাদামের তৈল মিলিত করিয়া কুটিয়া লইবে এবং কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া উহাতে শুঁঠ ও লবণ চূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিবে। সেবনান্তে শীতল জল অনুপান করিতে হইবে।

সৈন্ধব লবণের পরিবর্ত্তে, অপর তিন দ্রব্য একত্রে যে ওজনের হইবে, সেই ওজনের পরিস্কার চিনি ব্যবহার করা যাইতে পারে। উপরি উক্ত ঔষধটীর সহিত অৰ্দ্ধ ড্রাম রুমিমস্তকীও মিলান যাইতে পারে।

সৈন্ধব লবণ ও তোরবোদ যে ঔষধে আছে তাহার সহিত উষ্ণ জল ব্যবহার নিষিদ্ধ। কাবুলী হরিতকী, জাঙ্গিহরিতকী, সোণামুখির পাতা, বালঙ্গু, আলোকলতা, ওস্তখুদ্দুস্, ধোয়া লাজাবার্দ্দ, হাজ্‌রে আরমাণি, আম্‌লা এই সকল দ্রব্যের যে কোনটী দ্বারা বিকৃত সওদা বহির্গত হইয়া থাকে।

নিম্নে বিকৃত সওদা নিঃসরণের দুইটী ঔষধ বর্ণিত হইতেছে ঃ—

১।	আয়ারেজ ফায়কারা		৫ ড্রাম
	আলোকলতা অর্থাৎ শূন্য লতা		১০ ঐ
	শোধন করা লাজাবার্দ্দ		৭ ঐ
	হাজরে আরমাণি		৯ ঐ
	শোধন করা শকমুনিয়া মাকাল ফলের শাঁস কালখাররথ	প্রত্যেক	২ ঐ
	জটামাংসী আনিশুন	প্রত্যেক	১ ঐ

এই সকল দ্রব্যকে চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া কারাফসের জলে ২॥০ ড্রাম পরিমাণ বটীকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার একটী বটীকা সেবন করিলেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

২।	অর্দ্ধ কোটা জাঙ্গিহরিতকী		১০ ড্রাম
	আধ কোটা বেশ ফায়েজ		৫ ঐ
	আলোকলতা		৯ ঐ
	শোণামুখীর পাতা ওস্তখুদ্দুস	প্রত্যেক	৭ ঐ
	গোলাপফুল		৪ ঐ
	গাওজবান বালঙ্গু	প্রত্যেক	৩ ঐ
	আনিশুন মৌরী	প্রত্যেক	২ ঐ
	কাল কটকী		২ দাং (১৬ রতি)
	শ্বেত তোরবোদ ছালফেলিয়া		১ ড্রাম
	শুঁঠ		অর্দ্ধ ঐ

এই সমস্ত দ্রব্য এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া দেড় পোয়া জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে এবং গারিকুন্, হাজরেআরমাণি, হাজরেলাজাবাদ্দ ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেকের ২ দুই দাং (১৬ রতি) লইবে। গারিকুন্ ব্যতীত অপর ঔষধগুলিকে চূর্ণ করিয়া উক্ত জলের সহিত মিলিত করিয়া সেবনীয়। যদি এই ঔষধটীকে আরো অধিক তেজস্কর করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে মাকালের শাঁস ও মুশব্বর চিকিৎসক বিবেচনামত পরিমাণে লইয়া উহাতে মিলিত করিবেন।

যদি কোন ঔষধে আলোকলতা ভিজাইয়া বা সিদ্ধ করিয়া লইবার নিয়ম থাকে, তাহা হইলে আলোকলতাকে

বস্ত্র খণ্ডে বন্ধন করিয়া পরে সিদ্ধ করিতে বা ভিজাইতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শাফা প্রক্রিয়া।

জোলাপের ক্রিয়া প্রকাশ না হইলে শাফা প্রক্রিয়ার দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

কুলঞ্জের পীড়ায় অর্থাৎ কোষ্ঠবদ্ধ রোগে প্রথমতঃ জোলাপ দিয়া পরে শাফা প্রক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। কোষ্ঠ বদ্ধ রোগে শাফা প্রক্রিয়া দ্বারা দুই একবার দাস্ত করান যাইতে পারে, কিন্তু বিশেষ আবশ্যক হইলেই শাফা প্রক্রিয়া দ্বারা দাস্ত করাইবে, নচেৎ সামান্য কারণে শাফা প্রক্রিয়া ব্যবহার করা কিম্বা পিচকারী দেওয়া অকর্ত্তব্য, কারণ তাহাতে অর্শ রোগ হইবার সম্ভাবনা। অনেকের এরূপ অভ্যাস আছে যে, অঙ্গুলি দ্বারা বিষ্ঠা বাহির করিয়া থাকেন,— ইহাতেও অর্শ রোগ হইবার সম্ভাবনা।

কুলঞ্জের পীড়ায় ও জ্বর রোগে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি শাফা প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল লাভ হইয়া থাকে।

১।

বানাফ্‌সার ফুল	৭ মাসা
খতমীর ফুল	ঐ ঐ
শোণামুখীর পাতা	৫ ড্রাম (১৭॥ মাসা)
সৈন্ধবলবণ	৩॥ মাসা

সোঁদালের বীজাবরণ ও চিনি   প্রত্যেকে তিন ভরি।

এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে বাটিয়া রোগীর অঙ্গুলীর ৬ ছয় অঙ্গুলি লম্বা একখণ্ড পুরু নেকড়ায় উক্ত ঔষধটী সমান ভাবে মাখাইতে হইবে। পরে উক্ত বস্ত্রখণ্ডকে বর্ত্তিকাকারে পাকাইয়া রোগীর মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া রাখিলে অতি শীঘ্রই দাস্ত হইয়া থাকে।

২।

তুরেঞ্জবীন	৫ ড্রাম
খতমী	
সাবান	প্রত্যেক ২ ড্রাম
লবণ	
চিনি	৫ ড্রাম

এই সমস্ত দ্রব্যকে উত্তমরূপে বাটিয়া পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে কাপড়ে লেপন করিয়া বর্ত্তিকা প্রস্তুত পূর্ব্বক মলদ্বারে দিলেই তৎক্ষণাৎ দাস্ত হইয়া থাকে।

৩।

সাবানকে অঙ্গুলির ন্যায় গোল ও রোগীর অঙ্গুলির ছয় অঙ্গুলি লম্বা করিয়া উহাতে গোলাপ ফুলের তৈল অথবা রেড়ীর তৈল মাখাইয়া মল দ্বারে দিলেও সহজে দাস্ত হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত ঔষধটী বালক ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট।

মোম্	২ ড্রাম
লবণ	প্রত্যেক অর্দ্ধ ড্রাম
আরমাণি বুরা	

লবণ ও আরমাণি বুরাকে উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া মোমকে গলাইয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে গোলাপ ফুলের তৈল কিম্বা এরণ্ড তৈল অর্থাৎ রেড়ীর তৈল মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কাপড়ে লাগাইয়া বর্ত্তিকাকারে মলদ্বারে দিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়।

বমন প্রক্রিয়া।

জোলাপ অপেক্ষা বমনের ক্রিয়া শীঘ্র প্রকাশ পায়, সুতরাং অনেক স্থলে বমন করান বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠে এবং ফলপ্রদও হয়। কোন ব্যক্তিকে বমন করাইতে হইলে বমন করাইবার পূর্ব্ব দিবস তাহাকে তরল ওগরা অথবা অন্য কোন লঘুপাক দ্রব্য আহার করিতে দিবে। এবং যে দিন বমন করাইতে হইবে, সেই দিবসেও বমন করাই-বার ২।১ দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে রোগীকে কিছু ওগরা খাইতে দিতে পারা যায়। যদ্যপি চিকিৎসক রোগীর ধাতু শ্লেষ্মা প্রধান বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে ওগরা দিবার আবশ্যক নাই; বরং খালি পেটেই বমি করান উচিত। যাহারা শ্লেষ্মা প্রকৃতির লোক এবং সহজে যাহাদের বমন হয় না, তাহা-দিগকে বমন করাইবার আবশ্যক হইলে তিন দিবস হাম্মাম অথবা একটী গরম ঘরের ভিতর রাখিতে হইবে, কিম্বা গরম কাপড় ব্যবহার, গরম তৈল মর্দ্দন ও উষ্ণ বীর্য্য দ্রব্যাদি আহার করাইতে হইবে। এই সকল প্রক্রিয়ার পর বমন করাইলে

অতি সহজেই বমন হইয়া থাকে। বমন করাইবার সময় উহাদিগকে আবদ্ধ স্থানে বসাইয়া বমন করান কর্ত্তব্য। বমন করাইবার সময় রোগীকে ঠিক সোজা করিয়া বসাইতে হইবে এবং বস্ত্রদ্বারা তাহার চক্ষুর্দ্বয় বন্ধন করিয়া রাখিতে হইবে; তাহা হইলে বমনের সহিত নির্গত দূষিত পদার্থের ঝাঁজ চক্ষে লাগিতে পারিবে না। অনেকের মতে দাঁড়াইয়া বমন করিবার বিধি আছে।

একবার বমনের ঔষধ প্রয়োগ করিলে যদি উহাতে পরিষ্কাররূপে বমন না হয়, তাহা হইলে কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বমন করাইতে পারা যায় অথবা তৎপর দিবস কিম্বা এক দিবস পরেও বমন করান যাইতে পারে। কফ প্রধান ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বমনের পর মধুর সেকেঞ্জবীন গরম জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুল্লি করাইবে ও কেবল গরম জল দ্বারা মুখ ও চক্ষু প্রক্ষালন করাইতে হইবে। মধুর সেকেঞ্জবীন পাওয়া না গেলে শুদ্ধ গরম জল ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে।

পিত্ত-প্রধান-ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে মিছরীর সেকেঞ্জবীন শীতল জল সহ মিশ্রিত করিয়া কুল্লি করাইতে হইবে ও চক্ষুদ্বয় শীতল জল দ্বারা প্রক্ষালন করাইবে। বমনের পর কুল্লি করান উচিত কারণ তদ্দ্বারা দূষিত দ্রব্য সকল মুখ বিবর হইতে নির্গত হইয়া যায়; এই সকল দ্রব্য মুখের ভিতর অথবা তালুদেশে লাগিয়া থাকিলে শিরঃপীড়া হইবার সম্ভাবনা।

কুল্লি করাইবার পর শ্লেষ্মা প্রধান-ধাতু রোগীকে এক

মেস্কাল অগুরুচন্দন কিম্বা ১ ড্রাম রুমি মস্তকী চূর্ণ করিয়া চিনির সহিত কিম্বা শেউএর জলের সহিত পান করিতে দিবে। পিত্ত-প্রধান-ধাতু রোগীকে কুল্লি করাইবার পর কেবল গোলকন্দ, বা ত্রিফলার মোদক সেবন করান যাইতে পারে।

বমনের ঔষধ সেবনের পর যদি পাকস্থলী জ্বালা করে তাহা হইলে মুর্গী মাংসের জুস এবং ঔষধের তেজে হিক্কা উঠিলে সামান্য গরম জল অল্প অল্প করিয়া পান করিতে দিবে। রোগীকে হাঁচাইলেও হিক্কা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যদ্যপি কেহ বিষাক্ত দ্রব্য আহার করে তাহা হইলে তাহাকে দুগ্ধ, ঘৃত, কিম্বা গরম জল পান করাইয়া বমন করাইবার বিধি আছে; ইহা পরে বিশদরূপে বর্ণিত হইবে। বমি করিবার পরে যদি বুকে কিম্বা পার্শ্বে বেদনা হয় অথবা কোন স্থান ফুলে তাহা হইলে সেই স্থানে গোলাপ ফুলের তৈল কিম্বা বাবুনার তৈল মালিস করিবে অথবা ফ্লানেল দ্বারা গরম জলের সেক দিবে।

নিম্নলিখিত বমনকারক ঔষধ দ্বারা বিকৃত পিত্ত

নিঃসরণ হইয়া থাকে।

১০ মিস্কাল (৪৫ মাসা) মিছরীর সেকেঞ্জবীন, ৪০ মিস্কাল পালং শাকের রস অথবা যব সিদ্ধ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ সেবনীয়।

বিকৃত কফ নিঃসরণের ঔষধ।

মূলার বীজ দুই ড্রাম, শুলফার বীজ এক ড্রাম, লবণ

অর্দ্ধ ড্রাম। এই সমস্ত দ্রব্য কুটিয়া কাপড়ে ছাকিয়া মধুর সহিত সেবন করাইতে হইবে। ঔষধ সেবনান্তে শীঘ্র বমন না হইলে উষ্ণ জল পান করিতে হইবে।

বিকৃত সওদা নিঃসরণের ঔষধ।

একটী মূলার শাঁস কুরিয়া কুরিয়া বাহির করিয়া ফেলিবে পরে ঐ মুলার ভিতর সামান্য কটকী পুরিয়া সেকেঞ্জবীনে এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। প্রাতঃকালে রোগীকে উক্ত মুলাটী খাওয়াইতে হইবে এবং উহার পর সেকেঞ্জবীন সহ লুবিয়ার রস ঈষদুষ্ণ করিয়া সেবন করান কর্ত্তব্য। বিশেষ আবশ্যক না হইলে কটকী ব্যবহার করা নিষিদ্ধ কেননা উহা বিষাক্ত।

বিকৃত কফ পিত্ত নিঃসরণ করিবার ঔষধ—

মধুর সেকেঞ্জবিন	১০	মেস্কাল
লবণ	১০	মেস্কাল
মুলার জল	৪০	মেস্কাল

এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া সেবনীয়।

বিকৃত কফ, পিত্ত ও সওদা নিঃসরণের ঔষধ—

ছাল ফেলিয়া যষ্টিমধু অর্দ্ধ কোটা
অর্দ্ধ কোটা গুলফা বীজ
প্রত্যেক পাঁচ মেস্কাল।
খাব্বাজির বীজ
যবসিদ্ধ জল

প্রত্যেক তিন মেস্কাল।

তিন সের জলে সিদ্ধ করিয়া দেড় সের জল থাকিতে নামাইয়া পরে আপ্তাইমুনের সরবত ১০ মেস্কাল, আঙ্গুরের সির্কা এক ছটাক আন্দাজ মিলাইয়া বমন করিবে।

যাহার বমি করা অভ্যাস নাই, তাহার বমি করান আবশ্যক নাই।

প্রস্রাব আনয়ন করিবার ঔষধ—

প্রস্রাব আনিবার ঔষধের গুণ এই যে, বিকৃত ধাতুকে প্রস্রাবের সঙ্গে বাহির করে, কিন্তু বিকৃত ধাতু বেশী হইলে ফাস্ত বা দাস্ত করান আবশ্যক, যকৃতের পৃষ্ঠে যদি কোন রোগ হয়,তাহা হইবে প্রস্রাব আনয়ন দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে।

যদি যকৃতের ভিতরের দিকে কোন রোগ হয়, তাহা হইলে দাস্ত করান আবশ্যক।

যদি বেশী প্রস্রাব বা ঘর্ম্ম হয়, তাহা হইলে দাস্ত কঠিন হয়, এইরূপ বেশী দাস্ত হইলে ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব কম হয়। ইহার কারণ এই যে, তরল পদার্থ সকল ঘর্ম্ম বা প্রস্রাবের সহিত বাহির হইয়া যায়। যদি বিকৃত ধাতু তরল হয়, তাহা হইলে প্রস্রাব আনয়নের ঔষধে বেশ ফল হয়। চিকিৎসকের দেখা আবশ্যক যে, বিকৃত ধাতু তরল কি গাঢ়, যদি তরল হয়, তাহা হইলে প্রস্রাব আনয়নের ঔষধে ফল হইবে।

শোথ রোগ, পক্ষাঘাত, বাত এই সকল রোগে প্রস্রাব আনয়নের ঔষধে উপকার হয়।

বিকৃত ধাতু যতক্ষণ স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকে, ততক্ষণ প্রস্রাব আনয়নের ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নহে।

এক্ষণে নিম্নে যে সকল ঔষধের বিষয় লিখিত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির গুণ ঠাণ্ডা, কতকগুলির গুণ গরম, কতকগুলির গুণ না ঠাণ্ডা না গরম। চিকিৎসক আবশ্যক মত এই সকল ঔষধ ব্যবহার করিবেন।

ঠাণ্ডা ঔষধ—

কাসনির বীজ, শশার বীজ, সেকেঞ্জবীন, লাউর জল, নুনেশাকের বীজ, গখরি, কাকনাজ, তরবুজের জল ইত্যাদি।

গরম ঔষধ—

কারাপ্সের বীজ, মৌরি, আনিসুন, ব্রাঞ্জাছোপ, শুস জুফা, কাবাবচিনি, জইন, সোদাব, গাজরের বীজ ইত্যাদি।

না গরম না ঠাণ্ডা ঔষধ—

কালিঝাপ, খরবুঁজের বীজ, কাসনির বীজ, মৌরি ইত্যাদি।

রুমি মৌরি আর দেশী মৌরি প্রত্যেকে ২ ড্রাম লইয়া দেড় পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া জল থাকিতে নামাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া উক্ত জলে শশার বীজ, খরমুজের বীজ প্রত্যেকে ৩ ড্রাম ভালরূপে বাটিয়া পরে কাপড়ে ছাঁকিয়া উক্ত জলে ২ ভরি চিনি বা মিছরি মিলাইয়া সেবন করিবে। ইহাতে সুন্দররূপ প্রস্রাব আসিবে।

যে সমস্ত ঔষধে ঋতুর রক্তকে পরিষ্কার করিয়া বহির্গত করে, তাহা এই—

তাজ, কালা জিরা প্রত্যেক ইছু, মেস্কাল,জোন্দবেদস্তার, আভাল, প্রত্যেক ২ ড্রাম।

ইহাদিগকে ভালরূপে চূর্ণ করিয়া এই ঔষধের দ্বিগুণ মধুর সঙ্গে মিলাইয়া এক মেস্কাল বা দুই মেস্কাল (৪৷৷০ মাসা) পরিমাণে চিকিৎসক বিবেচনা মতে প্রাতেঃ একবার সেবন করিতে দিবে। আর তৎক্ষণাৎ মৌরির আরক ৪০ ড্রাম পান করিতে দিবে।

যদি রোগীর দেহে রক্তাল্পতা বা গরমের জন্য ঋতু বন্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধে উপকার হইবে না।

ঋতু বন্ধ পরিষ্কার করিবার ঔষধ ঋতু হইবার ১ সপ্তাহ পূর্ব্বে ব্যবহার করিলে শীঘ্র উপকার হইবে।

যদি ঋতু বন্ধ বা শুক্র বন্ধ হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত ঔষধ সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইবে।

আফস্থনতিন, দ্রামনা, তোরমস্, সোদাব, মৌরি, করফসের বীজ প্রত্যেকে ২ ড্রাম, কাবুলী যজ্ঞ ডুম্বুর ৫ টা এই সমস্ত ঔষধকে অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ পোয়া জল থাকিতে নামাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া ১০ মেস্কাল গোলকন্দ বাটিয়া উক্ত জলের সহিত মিলাইয়া সেবনীয়, তিন দিবস খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হইবে।

নবম অধ্যায়।

বলবৃদ্ধি ও মাংস ক্ষয় প্রভৃতির ঔষধ।

ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের বলাধান জন্য ভিন্ন ঔষধ আবশ্যক; এক্ষণে নিম্নে কতকগুলির আভাষ দেওয়া যাইতেছে মাত্র; রোগ চিকিৎসাস্থলে এসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া যাইবে।

১। মস্তিষ্কের বলবর্দ্ধক ঔষধ—

অচ্ছিদ্র মুক্তা, আমলকী, সেউরফুল, নাশপাতির ফুল, গোলাপফুল, গোলাপ জল, সরবতীলেবু, শোধিত ভেলা, ফেন্দক, বালাঙ্গু, শুঁঠ, নাগর মুথা, জটামাংসী, মৃগনাভি, অগুরুচন্দন, আম্বর, লবঙ্গ, কোন্দর, ঘৃত, বাদাম, পেস্তা, মনুষ্য আহারোপযোগী জীবের মস্তিষ্ক, মুর্গীর মাংস, তিত্তিরী পক্ষীর মাংস, মেষ দুগ্ধ, ইত্যাদি। মস্তিষ্কের রোগ বর্ণন সময়ে এই সমস্ত ঔষধ কিরূপ প্রণালীতে ব্যবহার করিতে হয় লেখা যাইবে।

২। হৃৎপিণ্ডের বল ও স্বচ্ছন্দতাবর্দ্ধক ঔষধ—

নাশপাতী, মিষ্ট দাড়িম, আমলকী, তেঁতুল, সেউ, শ্বেত চন্দন, বংশলোচন, রিবাস ফল, মুঙ্গো, কাহরোওবা, কর্পূর, গাওজবান, ধনিয়া, গোলাপফুল, অচ্ছিদ্র মুক্তা, শালুকফুল,

বতীলেবুর ছাল, হরিতকী, চুণী, রৌপ্য তবক, স্বর্ণতবক, ঃ খুদ্দুস, রেশমের গুটী, শ্বেত বাহমন, রক্ত বাহমন, বেশ-য়েজ, বাদরঞ্জবোয়া, বাদরুজ, যেদওয়ার (নির্ব্বিষি), রুচিনি, নারকচুর, দরুণজ, জাফরাণ, জটামাংসী, নাগরমুথা, জ, শকাকুল, অগুরুচন্দন, আম্বর, ফারঞ্জ মেস্ক, উদসলিব, াচী, লাজাবর্দ্দ পাথর, পুদিনা ইত্যাদি। হৃৎপিণ্ডের াগ বর্ণনকালে এই সমস্ত ঔষধের ব্যবহার প্রণালী ়খা যাইবে।

৩। যকৃৎ যন্ত্রের বলবর্দ্ধক ঔষধ—

কাসনি, জেরেস্ক, দাড়িম্ব, ছাড়িলা, নাখুনা, জায়জল, য়রার মাংস, বালসান গাছের ফল, দারুচিনি, গাফেস্, বঙ্গ, তাজ, কস্থুস, রুমী মস্তগী, নারিকেল ইত্যাদি।

৪। পাকস্থলি সবল করিবার ঔষধ—

আমলকী দাড়িম্বের বীজ, হরিতকীর মোরব্বা, সেমাক, ড়া, হরিতকী, বিহিদানা, বংশলোচন, গোলাপ ফুল, আজ্ঞা-ারী ঘাসের মূল, ফুল ও পাতা, সরবতী নেবুর ছাল, বালাঙ্গু, ায়ফল, দারুচিনি, নারকচুর, নাগর মুথা, সেলিখা, তেজপত্র, জ, লবঙ্গ, এলাচি, কোন্দর, কারোএয়া, রুমী মস্তগী, মেস্ক ারা মিসি, পুদিনা, অগুরু চন্দন, কালজাম, সওগন্দ বালা, ায়রার মাংস, গোল মরিচ, উটের দুগ্ধ, ছাড়িলা, লোবান, সাহ ়রা, দধি, শুট, ইত্যাদি।

ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী ও তাহাদিগের গুণ যে স্থানে পীড়ার র্ণনা করা যাইবে তথায় বর্ণিত হইবে।

৫। নেত্রজ্যোতিঃ বৰ্দ্ধক ঔষধ—

সির্কা, আমলকী, জাফরাণ, মৃগনাভি, বড় হরিতকী, মিষ্ট বাদাম, মুণ্ডী, মৌরি, ঝিনুক ভস্ম, রেশম্‌-গুটী-ভস্ম, পেঁয়াজ পোড়া, মধু, গোলমরিচ, অছিদ্র মুক্তা, রূপার শলাকা, রূপার চস্‌মা, প্রত্যুষে সূর্য্যের দিকে দৃষ্ট করা, ইত্যাদি।

৬। শিথিল দন্ত ও মাড়ি সবলকারক ঔষধ—

ফট্‌কিরি, মিসি, বড় হরিতকীর ছাল, আকরকরা, পুরাতন শুপারি, জিরা, তোররা তেজাক, গোলাপ ফুল পোড়া, আনার ফুল (দাড়িম্ব ফুল), লোবান, নাগর মুথা, মাজু ফল, হরিণের শৃঙ্গ ভস্ম, ছোটী মাইন (জঙ্গলী ঝাউ বৃক্ষের ফল), রুমি মস্তগী; এলাচি দানা, গোলমরিচ, হীরাকস্‌, বংশলোচন, বড় হরিতকীর বিচি ভস্ম, ভেলা ভস্ম, সঙ্গে জরাহাত, গোটা মশুরি, তেতুলের বিচির শাস, বাদামের ছাল ভস্ম, কোন্দব, মুথোর শিকড়, নারিকেল গাছের শিকড়, অছিদ্র মুক্তা, বকুল গাছের ছাল, সমুদ্র ফেনা, তামাক ভস্ম, কড়ি ভস্ম, কাবাব চিনি, গুগ্‌গুল ইত্যাদি।

৭। শরীরের প্রধান প্রধান যন্ত্রগুলিকে সবল করিবার ঔষধ—

রুমী জেফত, কেঁচো, জোঁক, আকরকরা, শ্বেত করবীর গাছের ছাল, বীরভুটী, পাহাড়ী আলোকলতা, লবঙ্গ, জায়ফল, দারুচিনি, জাফরাণ, চামেলির তৈল, জায়তুনের তৈল, বাঘের চর্ব্বি ইত্যাদি।

৮। শরীরস্থ প্রধান প্রধান যন্ত্রের স্ফূর্ত্তি বর্দ্ধক ঔষধ—

লবঙ্গ, দারুচিনি, কাবাব চিনি, আকরকরা, মনক্কা, শুঁঠ, মনুষ্যের মস্তকের চুল, চামেলির তৈল, বীরভূটী, জাফরাণ, কর্পূর, পায়রার বিষ্ঠা, ইত্যাদি এই সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আরও বর্ণনা করিবার আশা রহিল।

৯। ধারণাশক্তি বৃদ্ধির ঔষধ—

আফিম, জায়ফল, বীরভূটী, গুগ্‌গুল, ধুতুরার বিচি, খোরাসানি জোয়ান, লবঙ্গ, গোলমরিচ, জয়িত্রী, জাফরাণ, রুমিমস্তগী, দারুচিনি, শুঁঠ, কর্পূর, মৃগনাভি, আকরকরা, বাবলা গাছের ফুল, ধুতুরার পাতা, গুমা ফল ও বিচি, গুলঞ্চের পালো ইত্যাদি।

১০। শরীরস্থ মাংস শৈথল্য দূর করিবার ঔষধ—

খোরাসানি জোয়ান, তোরমোস্, সৈন্ধব লবণ, জাফরাণ, মৌরী, বাবলা গাছের ফল ও ফুল, বাবলার গঁদ ইত্যাদি।

১১। নাভির নিম্ন ভাগস্থ রোগ সমূহের ঔষধ—

ঘাকায়েনের ছাল, দাড়িম্ব গাছের ছাল, বকুল গাছের ছাল, তেঁতুলের বিচির শাঁস, কর্পূর, দাড়িম্বের ফুল, মাজুফল, মধু, বাবলার ফুল, শুপারির ফুল, বীরভূটী, গাওয়া ঘৃত, পুরাতন শুপারি, ফট্‌কিরি, কালজামের বিচি, কালজামের ছাল, ঝাউ গাছের ফল, ইত্যাদি। এই সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিশেষ করিয়া বর্ণনা করা যাইবে।

১২। ধাতু দৌর্ব্বল্যের ঔষধ ঃ—

মিষ্ট স্বরেঞ্জান, পিঁয়াজ, শ্বেত বাহমন্, রক্ত বাহমন, বুজীদান, মিষ্ট বাদাম, পেস্তা, ছাড়িলা, তিসি, শালগম, ছোলা, মিষ্ট ইন্দ্রযব, হালুন, নারিকেল, শ্বেত ও রক্ত তুদ্‌রী, শুঁঠ, মৃগনাভি. জাফরাণ, গাদিনা শাকের বীজ, সাকাকুল মিশ্রী, দুগ্ধ, চিনি, মুর্গীর মাংস ইত্যাদি।

১৩। শরীরে স্ফূর্ত্তি সঞ্চারক ঔষধ ঃ—

জাফরাণ, রেশমের গুটী, লবঙ্গ, কর্পূর, শ্বেত চন্দন, মৃগনাভি, নখ্, তাজ, জটামাংসী, নাশপাতি, সরবতী লেবু, মিষ্ট ও অম্ল দাড়িম্ব, আমলকী, লেবুর ফুল, লেবুর ছাল, মুঙ্গো, মুঙ্গোর শিকড়, পান, .বেসফায়েজ, জাহার মোহারা, লাজাবর্দ্দ, গোলাপ ফুল, তেঁতুল, বংশলোচন, অগুরুচন্দন, অচ্ছিদ্র মুক্তা, শালুক ফুল, পুদিনা, লালচুনী, অ্যাশাব, আম্বর,' রৌপ্যতবক, স্বর্ণতবক, পেস্তার ছাল, শ্বেত বাহমন, রক্ত বাহমন, শেউ, ঝিনুক, বিহিদানা, কাবুলী যজ্ঞ ডুম্বর, নির্ব্বিষি, বালঙ্গু, দারুচিনি, এলাচি ইত্যাদি।

১৪। স্মরণ, শ্রবণ ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধির ঔষধ ঃ—

শুট, খেজুর, খোরমা, তিত্তিরী পক্ষী, বটের পক্ষী, মোরগ, মুর্গীর ডিম্ব, চড়াই পক্ষী, চড়াই পক্ষীর মস্তিষ্ক ও ডিম্ব, আঙ্গুর, গাজরের বীজ, কৃষ্ণ তিল, জয়িত্রী, শাল-গামের বীজ, ছাগ মাংস, কাতিলা, দারুচিনি, মিষ্ট বাদামের

শাঁস, আঁকরোটের শাঁস, চাল গোজার শাঁস, বাক্‌লা, আরব্য উষ্ট্র শাবকের পাকস্থলিস্থ পনির, হিঙ্গ, পেস্তা, সালেব মিশ্র, খুলঞ্জান, বার্ব্বরী, তাজ, মিষ্ট কুট, ছোলা, ফেন্দক, লুবিয়া, শাকাঙ্কুর মৎস্য, শতমূলী, গোক্ষুর, শ্বেত বাহমন, রক্ত বাহমন, কাল মুস্‌লী, শ্বেত মুসলী, শিমুল মুসলী, শ্বেত তুঁদরী, রক্ত তুঁদরী, জরদ বর্ণের তুঁদরী, নারিকেল, পিঁয়াজের বীজ, মুলার বীজ, পোস্তদানা, মৃগনাভি, অচ্ছিদ্র মুক্তা, আম্বর, লবঙ্গ, তেজপত্র, এলাচি, অগুরুচন্দন, উদ্‌বাল্‌সাল্‌, বালসানের বীজ ইত্যাদি।

১৫। প্রস্রাব, রক্ত নির্গমন, ও বেশী দাস্ত প্রভৃতি বন্ধ করিবার ঔষধ—

কলম্বালেবু, জোফত বলুত, পেস্তার ছাল, জেরেস্ক, হাব্‌বল্‌লাস্‌, বাক্‌লা, তোরমস্‌, বংশলোচন, সঙ্গে জারাহাত, কাহারওবা, হাম্মাজ, বার্তঙ্গ, গোলাপ ফুলের বীজ, দমমেল আখওয়েন্‌, দাড়িম্ব ফুল, সেমাক, মুশুর, আজ্‌খার্‌, জামের বীজ, আম্র বীজের শাঁস, রুমি মস্তগী, ছোলা, চাউল, মাইন, মাজুফল ইত্যাদি।

১৬। চর্ম্ম রোগ নাশক ঔষধ :—

জারাবন্দ, যবভাজা, কৃষ্ণ তিল, পোস্তদানা, সোহাগা, গন্ধক, গর্জ্জন তৈল, নারিকেল খোলার তৈল; পেঁপের ডাল এবং বোঁটার আটা, তারপিন তৈল, ইত্যাদি।

১৭। ক্ষুধা বৃদ্ধির ঔষধ ঃ—

লেবুর রস, কলম্বা লেবুর ছাল, সেকেঞ্জবীন, সির্কা, জেরেস্ক লেবুর ছাল, গোলমরিচ, সৈন্ধব লবণ,; কৃষ্ণ লবণ, চুক্, যবক্ষার, রুমিমস্তগী, খুলেঞ্জান, শীতল্ জল, ছোট এলাচি, উটের দুগ্ধ, ছোলা ভাজা ছাতু, মৌরির আরক, গোলাপজল, অগুরু চন্দন ইত্যাদি।

১৮। কেশমুল দৃঢ় করিবার ঔষধ—

অগুরু চন্দন, কৌড়িয়া লোবান, বৃর্ম্মি, মার্জ্জাঞ্জোস্, গোলাপ ফুল, পান্ড়ি, আসারুণ, সওগন্ধ কোকলা, সওগন্ধ মাৎরি, মেদির টাট্কা ফুল, ছাড়িলা, জটামাংসী, নাগর মুথা, ভাজা নাখুনা, লবঙ্গ, জায়ফল, জয়িত্রী, রক্ত ও শ্বেত চন্দনের গুঁড়া, ইংরাজী মেদীর পাতা, ছোট এলাচ, বড় এলাচ, নার কুচুর, কচরী, তেজপত্র, আজক্ষার ইত্যাদি।

১৯। ঔষধ দ্বারা মাংস ক্ষয় করাকে আরবি ভাষায় আক্কাল প্রক্রিয়া কহে। এই সমস্ত ঔষধ যথা—জেঙ্গার অর্থাৎ লৌহ পাত্রের মরিচা; লাই আরবি ভাষায় উহাকে আনজরুত কহে। লবণ; উস্নান অর্থাৎ খুক্; সিন্দুর; ঝিনুক ভস্ম; তুতিয়া চূর্ণ; মুদ্রা শঙ্খ; নুরা ইত্যাদি। এই বিষয় বিশেষরূপে রোগ বর্ণনা কালে বর্ণিত হইবে।

২০। ঔষধব্যবহার দ্বারা শরীর মধ্যস্থ রোগ সমূহকে অথবা শরীর মধ্যে কোন অনাবশ্যক পদার্থ প্রবেশ করিলে তাহাকে ত্বকের নিকট আকর্ষণ করানকে আরবি ভাষায় জাজেব

প্রক্রিয়া কহে। এই সমস্ত ঔষধ যথা—উদ্‌বিড়ালের অণ্ড-কোষ, কড়ি এবং শম্বুকের মাংস ইত্যাদি।

২১। ত্বকের উপরিভাগে বা নিম্নদেশে রস পূঁজ বা বিকৃত কফ অথবা অন্য কোন বিকৃত পদার্থ জমিলে ঔষধ ব্যবহার দ্বারা তাহাকে পরিষ্কার করাকে আরবি ভাষায় জলী প্রক্রিয়া কহে। এই সমস্ত ঔষধ যথা—লাই, মধু, সোরা, লবণ, মিছরি, হরিতাল, জেফত, বলসানের বীজ, বানাফ্‌-সার শিকড় ইত্যাদি। বিশেষ বিশেষ রোগ বর্ণন কালে এই সমস্ত ঔষধের ব্যবহার প্রণালী বর্ণিত হইবে।

২২। কোন ধাতু তরল হইলে ঔষধ ব্যবহার দ্বারা তাহাকে গাঢ় জমাট করাকে আরবি ভাষায় জামেদ প্রক্রিয়া কহে। এই সমস্ত ঔষধ যথা—মোম, কাহারওবা, কাতিলা, নেশাস্তা, গেরিমাটী, মুলতান সহরের মাটী, বাবলার আঁটা ইত্যাদি। বিশেষ বিশেষ রোগ বর্ণন কালে এই সমস্ত ঔষধের ব্যবহার প্রণালী বর্ণিত হইবে।

২৩। ঔষধ ব্যবহার দ্বারা চুলের মূলকে দুর্ব্বল করিয়া চুল উঠাইয়া দেওয়াকে আরবী ভাষায় খালেক্‌ ওখাল্লাক কহে। এই সমস্ত ঔষধ যথা—নুরা, হরিতাল, চুণ, সফেদা, কলা-গাছের ছাল ভস্ম, রাই সরিষা গাছ ভস্ম ইত্যাদি।

২৪। ত্বকের উপরিভাগ ক্ষত হইলে ঔষধ ব্যবহার দ্বারা তাহাকে আরোগ্য করিয়া ক্ষত স্থানকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করাকে আরবী ভাষায় খাতেম কহে। এই সমস্ত ঔষধ যথা—লাই, ধৌতচুণ, তুঁতে ভস্ম, ঝিনুক ভস্ম, ছাড়িলা, ঘৃতকুমারী, খোরমা বীজ ভস্ম, মুদ্রাশঙ্খ, সঙ্গেজরাহাত,

গোলাপ ফুলের বীজ, বংশলোচন, সিন্দুর, দমমেল আখওয়েন, পাপড়ি খয়ের ইত্যাদি। রোগ বর্ণন কালে এই সমস্ত ঔষধের ব্যবহার প্রণালী বর্ণিত হইবে।

২৫। মত্ততা দূরীকরণ অর্থাৎ কোন মাদক দ্রব্য সেবনে অত্যন্ত নেশা হইলে তাহার নিবারণ করিবার ঔষধ যথা— গোলাপ ফুলের আঘ্রাণ, অম্ল দাড়িম্বের রস, লেবুর রস, গোলাপ জল, মিছরীর সরবত ইত্যাদি।

২৬। শরীরের উপর স্ফোটক হইলে অথবা অপর কোন স্থানে রসবদ্ধ হইয়া ফুলিয়া উঠিলে শরীর মধ্যস্থিত যে যে যন্ত্র হইতে রস আসিয়া ঐ সমস্ত রোগ উৎপন্ন ও বর্দ্ধন করে —ঔষধ ব্যবহার দ্বারা সেই যন্ত্রে উক্ত রস প্রত্যবর্ত্তন করাকে আরবী ভাষায় রাদে কহে। এই সমস্ত ঔষধ যথা।—মকো. ইসফগুল, দাড়িম্ব ফুল, সুপারি, ধনিয়া, খাৎমি, তিসি, মুলতানের মাটি, গেরিমাটী, সোঁদাল ইত্যাদি। রোগ বর্ণন কালে এই সমস্ত ঔষধের ব্যবহার প্রণালী বর্ণিত হইবে।

২৭। শরীর মধ্যে বা ত্বকের উপর কোনস্থানে রসবদ্ধ হইলে উক্ত স্থান ক্ষত না করিয়া ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ঐ রস বাহির করাকে আরবি ভাষায় আসের প্রক্রিয়া কহে। এই সমস্ত ঔষধ যথা—তেঁতুলের বীজের শাঁস, আমলা, পানিফল, বাবলার ফল ও ফুল, দাড়িম্ব ছাল, দাড়িম্ব বৃক্ষের ছাল, জামের বীজ ইত্যাদি। রোগ বর্ণন সময়ে এই সমস্ত ঔষধের ব্যবহার প্রণালী বর্ণিত হইবে।

২৮। ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ক্ষত স্থান পরিষ্কার করাকে

আরবি ভাষায় গস্‌সাল কহে। এই সমস্ত ঔষধ যথা—উষ্ণ-জল, যব সিদ্ধ জল, মধু মিশ্রিত জল ইত্যাদি।

২৯। কৃমিনাশক ঔষধ যথা—বিড়ঙ্গ, কমিলা, কালুঞ্জি, পুদিনা, শুষ্ক জুফা, সফতালুর পাতা, তোরমোস্‌, আম্বরবেদ, হালেম, দেরামনা ইত্যাদি। রোগ বর্ণনকালে এই সমস্ত ঔষধের ব্যবহার প্রণালী বর্ণিত হইবে।

দশম অধ্যায়।

প্রস্রাব পরীক্ষা।

যে সমস্ত দ্রব্য আমরা প্রত্যহ আহার করিয়া থাকি তাহা গলাধঃকৃত হইয়া প্রথমে পাকস্থলীতে উপস্থিত হয় পরে যবের ছাতু জলে গুলিয়া তরল করিয়া বস্ত্র খণ্ডে ছাঁকিলে যেরূপ আকার বিশিষ্ট হয় ভুক্ত দ্রব্যের সারভাগ তদাকারে পাকস্থলী হইতে যকৃত মধ্যে আসিয়া থাকে। তথায় পিত্তরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া পরিপাক ও রক্ত বর্ণ হয়। উক্ত রক্ত বর্ণ পদার্থের সারভাগ যকৃত মধ্যে থাকিয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত অসার ভাগ (কিডনীতে) মূত্রাশয় দ্বয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিডনীতে উহার রক্তিমাংশ

শোষিত হইয়া জলীয় ভাগ ইউরিটারস নামক নাড়ী দ্বয় দ্বারা মূত্রথলিতে (ব্লাডার) প্রবাহিত হয় এবং তথা হইতে প্রস্রাব দ্বার দিয়া নিঃসরণ হয়। সুতরাং (১) মূত্রাশয় দ্বয়, (২) মূত্রাশয় হইতে মূত্র থলিতে প্রস্রাব নিঃসারক নাড়ীদ্বয়, (৩) মূত্রথলি ও (৪) মূত্র-নালী (ইউরিথ্রা) এই কয়টী লইয়াই মূত্র যন্ত্র সংগঠিত। যকৃত মধ্যে যে রক্ত থাকিয়া যায় তাহা শিরা দ্বারা সমস্ত দেহে সঞ্চালিত হয়। পাকস্থলীতে ভুক্ত দ্রব্যের যে অসার ভাগ পড়িয়া থাকে তাহা মল দ্বার দিয়া নির্গত হয়। কখন কখন প্রস্রাবের সহিত শ্বেত সারের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয় উহাকে সচরাচর মেহ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে কিন্তু বাস্তবিক উহা মেহ নহে। ভুক্ত দ্রব্যের যে শ্বেত সার যকৃতে নীত হয় তাহার অংশ বিশেষ কখন কখন এই রূপে প্রস্রাব দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া থাকে। আর শিরা দ্বারা সমস্ত শরীরে রক্ত সঞ্চালন কালে রক্তের অসারভাগ কতক পরিমাণে লোম কূপ দিয়া ঘর্ম্মরূপে নির্গত হইয়া যায় এবং সমস্ত শরীরে তাহার সার ভাগ সঞ্চালিত হইয়া যে অসার ভাগ অবশিষ্ট থাকে তাহা কিড্‌নীতে (মূত্রাশয়ে) আনীত হয় এবং তথা হইতে মূত্র থলিতে নীত হইয়া প্রস্রাব দ্বার দিয়া নির্গত হয়। সুতরাং প্রস্রাবে দুইটী প্রধান দ্রব্য বর্ত্তমান থাকে। প্রথম, যকৃত মধ্যে আনীত ভুক্ত দ্রব্যের অসারভাগ এবং দ্বিতীয়, সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত রক্তের অসারভাগ। এই কারণে মূত্র পরীক্ষা দ্বারা শরীরস্থ সমস্ত ধাতুর অবস্থা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়।

প্রস্রাবের নিম্নলিখিত ৭টী অবস্থা দেখিয়া রক্ত, পিত্ত,

কফ, সওদা প্রভৃতি ধাতু সমূহের প্রকৃতি নির্ণীত হইয়া থাকে।

ক। প্রস্রাবের বর্ণ দেখিয়া।

খ। প্রস্রাবের গাঢ়তা বা তরলতা দেখিয়া।

গ। প্রস্রাবের পরিষ্কারতা দেখিয়া।

ঘ। প্রস্রাবের অপরিষ্কারতা দেখিয়া!

ঙ। প্রস্রাবের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া।

চ। প্রস্রাবের ফেণা দেখিয়া।

ছ। স্থির প্রস্রাবের তলায় অথবা তন্মধ্যে বা উপরে ভাসমান পদার্থ দেখিয়া।

(ক)

বর্ণ

প্রস্রাবের বর্ণ সচরাচর পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে। (১) হরিদ্রা বা জরদ রং, (২) লাল, (৩) সবুজ, (৪) কৃষ্ণবর্ণ এবং (৫) শ্বেত বর্ণ।

প্রস্রাবের অপরাপর বর্ণ এই বর্ণপঞ্চের দুই তিন বা ততোধিক বর্ণের সম্মিলনে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(১) প্রস্রাবের হরিদ্রা বা জরদ রং পাচ প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

১। জরদ মিশ্রিত শ্বেত অর্থাৎ শুষ্ক ঘাস কিয়ৎক্ষণ পরিষ্কার জলে ভিজাইয়া রাখিলে উক্ত জলের যে প্রকার বর্ণ হয়, কখন কখন প্রস্রাবের সেই প্রকার বর্ণ হইয়া থাকে।

শরীর মধ্যে শ্লেষ্মা ধাতুর প্রকোপ হইলে প্রস্রাবের এই প্রকার বর্ণ হইয়া থাকে। অপর ইহা দ্বারা প্রকাশ পায় যে, শরীরে কফের ভাগ অধিক হইয়াছে অথবা পিত্তের ভাগ কম হইয়াছে। প্রস্রাবের এই প্রকার রং উপরোক্ত কারণেই সর্ব্বদা হইয়া থাকে। কিন্তু পিত্ত বিকৃত হইয়া তাহার গরম যদি মস্তকে উঠে তাহা হইলে কখন কখন প্রস্রাবের উপরোক্ত প্রকার বর্ণ হইয়া থাকে।

২। বাতাবীলেবু পক্ক হইলে তাহার উপরকার ছাল যেরূপ জরদ রং বিশিষ্ট হয়, কখন কখন প্রশ্রাব সেই প্রকার জরদ রং বিশিষ্ট হইয়া থাকে। উপরোক্ত ঘাঁস ভিজান জল অপেক্ষা এই জরদ রং কিঞ্চিৎ গাঢ়তর এবং ইহা সুস্থতার লক্ষণ।

৩। প্রশ্রাবের বর্ণ লালমিশ্রিত জরদ হইলে ধাতু গরম হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

৪। জরদের সহিত লালরং অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া যদি প্রশ্রাবের রং জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দেখায় তাহা হইলে ধাতু আরও অধিক পরিমাণে গরম হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

৫। লাল মিশ্রিত জরদ প্রস্রাবে যদি জরদের রং অধিক হয় অর্থাৎ জাফরাণ মিশ্রিত জলের ন্যায় হয় তাহা হইলে রোগীর ধাতু আরও অধিক পরিাণে গরম হইয়াছে জানিতে হইবে।

(২) প্রস্রাবের লালবর্ণ চারিপ্রকার হইয়া থাকে।

১। সামান্য লালমিশ্রিত শ্বেত বর্ণের প্রস্রাব। ইহাতে

বুঝিতে হইবে যে, শরীরাভ্যন্তরস্থ রক্ত তরল হইয়াছে এবং জলীয় কফ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে।

২। গোলাপী রঙ্গের প্রশ্রাব। উপরোক্ত লাল অপেক্ষা ইহা অধিকতর গাঢ় এবং ইহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের লাল প্রশ্রাব অপেক্ষা রক্তের অধিকতর গাঢ়তা প্রকাশ পায়।

৩। প্রশ্রাব যদি অতিরিক্ত পরিমাণে লাল হয়, তাহা হইলে রক্ত বেশী পরিমাণে গরম হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

৪। প্রশ্রাব লাল ও কৃষ্ণবর্ণের হইলে সুস্থাবস্থাপেক্ষা কিঞ্চিৎ গাঢ়তর হইবে এবং রক্তের সহিত সওদা মিশ্রিত হইয়াছে জানিতে হইবে।

পক্ষাঘাত, যকৃতের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কফজ রোগেও প্রশ্রাবের বর্ণ লাল হইয়া থাকে। কারণ পক্ষাঘাত রোগ দক্ষিণ পার্শ্বে হইলে তৎসঙ্গে যকৃতও দুর্ব্বল হয় এবং বাম পার্শ্বে হইলে প্লীহা দুর্ব্বল হইয়া যকৃতের দুর্ব্বলতা উৎপাদন করে। অপর যকৃত দুর্ব্বল হইলেই তন্মধ্যস্থিত ভুক্ত দ্রব্যের রক্তিমাংশ সমস্ত ধারণ করিতে অসমর্থ হয়, সুতরাং তাহা প্রস্রাব দ্বার দিয়া নির্গত হয়।

(৩) প্রস্রাবের সবুজবর্ণ চারি প্রকার হইয়া থাকে।

১। পেস্তার ন্যায় সবুজ বর্ণ প্রশ্রাব। ইহা সবুজ বর্ণের সহিত সামান্য জরদ অর্থাৎ হরিদ্রা বর্ণ মিশ্রিত বলিয়া বোধ হয়। যদি বিকৃত সওদা পিত্তের সহিত মিশ্রিত হয় তাহা হইলে প্রশ্রাবের এই প্রকার বর্ণ হইয়া থাকে।

এবং কফ জ্বলিয়া সেই সওদার উৎপন্ন হইয়াছে জানিতে হইবে। মতান্তরে হাকিমেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ সওদা পিত্ত জ্বলিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, কফ জ্বলিয়া সওদা হইলে প্রস্রাবের বর্ণ কিয়ৎ পরিমাণে কাল হইবে।

২। প্রস্রাবের সবুজ বর্ণ কখন কখন নীলের আভাযুক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে উপরোক্ত পেস্তা বর্ণের প্রস্রাব অপেক্ষা অধিক শ্লেষ্মার প্রকোপ জানিতে হইবে। বালক বালিকাদের উপরোক্ত দুই প্রকার বর্ণ বিশিষ্ট প্রস্রাব পক্ষাঘাত ও হস্ত পদাদির আক্ষেপ রোগের পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে হইবে।

৩। লৌহ বর্ণ বিশিষ্ট সবুজ প্রস্রাব। ইহা কিয়ৎপরিমাণে শ্বেত বর্ণের হইয়া থাকে এবং ইহা হইলে জানিতে হইবে যে, শরীর অত্যন্ত গরম হইয়াছে।

৪। গাদিনা শাকের ন্যায় সবুজ অর্থাৎ গাঢ় সবুজ বর্ণের প্রস্রাব। ইহা পিত্ত জ্বলিয়া যাওয়ার লক্ষণ, কিন্তু তৃতীয় অবস্থা অপেক্ষা ইহাতে গরম কম হইয়া থাকে।

(৪) কৃষ্ণবর্ণের প্রস্রাব চারি প্রকার হইয়া থাকে।

১। প্রথম প্রকারের কৃষ্ণবর্ণ প্রস্রাবে কতক পরিমাণে জরদ এবং প্রথম নিঃসরণ কালে লালের আভাপ্রকাশ পাইয়া থাকে এবং প্রস্রাব দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয়। এই প্রকার প্রস্রাব হইলে বুঝিতে হইবে যে, পিত্ত এরূপ বৃদ্ধি ও গরম হইয়াছে যে, হয় নিজে জ্বলিয়া গিয়াছে, নতুবা অবশিষ্ট ধাতু গুলির কোনটীকে কিম্বা সকল গুলিকে জ্বালাইয়া দিয়াছে।

২। যেমন শিলা বৃষ্টির সময় বৃক্ষ পত্র ও ফলের উপর শিল পড়িলে তাহা কৃষ্ণ বর্ণের হইয়া যায়, শরীর অভ্যন্তরস্থ বিকৃত কফও তদ্রূপ প্রস্রাবের কৃষ্ণবর্ণ উৎপাদন করে। এই প্রকার প্রস্রাবে লাল বা জরদের আভা থাকে না এই অবস্থায় প্রস্রাব প্রথম নিঃসরণকালে সবুজ বর্ণের দেখায়, পরে কৃষ্ণ বর্ণ দৃষ্ট হয়, এই প্রকারের প্রস্রাব গন্ধ শূন্য অথবা অল্প গন্ধ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

৩। শরীরে সওদা ধাতুর প্রকোপ অধিক হইয়া জ্বর হইলে প্রস্রাব কৃষ্ণ বর্ণের হইয়া থাকে, উক্ত জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে প্রস্রাবের কৃষ্ণ বর্ণের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি এই রূপ কৃষ্ণ বর্ণ প্রস্রাব নিঃসরণের সহিত জ্বরের হাস হইতে থাকে, তাহা হইলে জানিতে হইবে সওদার পরিপা-কাবস্থা হইয়াছে।

৪। কৃষ্ণ বর্ণ সুরা (অর্থাৎ জাম প্রভৃতির সুরা) পান করিলে যদি তাহা প্রস্রাব দ্বার দিয়া তদবস্থায় **নির্গত হয়** তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, যকৃত একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে এবং পীড়া অতি সাংঘাতিক। কিন্তু উক্ত প্রকার সুরা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পান করিয়া যদি প্রস্রাবের উক্ত প্রকার রং হয় তাহা হইলে ভয়ের বিশেষ কারণ নাই, কারণ এরূপ অপরিমিত দ্রব্যের পরিপাক যকৃতের সাধ্যাতীত হইতে পারে।

(৫) প্রস্রাবের শ্বেতবর্ণ দুই প্রকারের হইয়া থাকে।

১। গর্দ্দভীর দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ প্রস্রাব কিন্তু সেরূপ

পরিষ্কার নহে। ইহাতে জানিতে হইবে যে, শরীরে অতিরিক্ত পরিমাণে শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হইয়াছে। কখন কখন শরীর অত্যন্ত গরম হইয়া শরীরাভ্যন্তরস্থ মেদ, বসা, মর্জ্জা সমূহ দ্রব হইয়া প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয় এই প্রস্রাবও শ্বেত বর্ণের হইয়া থাকে; কিন্তু কিছু উজ্জ্বল বা চাকচক্যবিশিষ্ট বোধ হয়। এই প্রস্রাবে শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া যায়, যক্ষা কাশ রোগে এই প্রকার প্রস্রাব হইয়া থাকে।

২। পরিষ্কার জলের ন্যায় শ্বেত বর্ণের প্রস্রাব, বাস্তবিক ইহা শ্বেত বর্ণের নহে; পরিষ্কার জলের ন্যায় বলিয়া ইহাকে শ্বেতবর্ণ বলিয়া উল্লেখ করা গেল। প্রস্রাবের এইরূপ অবস্থা হইলে জানিতে হইবে যে, যকৃতে অধিক কফ বৃদ্ধির কারণ তাহার পরিপাক শক্তির হ্রাস হইয়াছে। আর গরমের জন্য যকৃতের এই প্রকার দুর্ব্বলতা হইলে প্রস্রাবের বর্ণ জরদ হয়।

অপর মূত্রাশয় হইতে মূত্র থলিতে প্রস্রাব নিঃসারক নাড়ী দ্বয়ের মুখে ময়লা জন্মিলে প্রস্রাবের জলীয় ভাগ মাত্র নির্গত হয় তাহাতেও প্রস্রাব পরিষ্কার জলের মত দেখায়।

খ।

গাঢ়তা এবং তরলতা

স্বাভাবিক অবস্থা অর্থাৎ সুস্থাবস্থার প্রস্রাব অধিক গাঢ় বা তরল হইবে না, তাহা হইলে জানিতে পারা যাইবে, ভুক্ত দ্রব্য উত্তম রূপে পরিপাক হইয়াছে। ভুক্ত দ্রব্য উত্তম রূপ

পরিপাক না হইলে ও শ্লেষ্মা পাকিয়া গাঢ় হইয়া থাকিলে প্রশ্রাব গাঢ় হইয়া থাকে। এবং সেই সমস্ত অজীর্ণ দ্রব্যাংশ প্রশ্রাবের সহিত নির্গত হয়। অপর শরীরস্থ কোন ধাতু বিকৃত হইয়া গাঢ় হইলেও প্রশ্রাব গাঢ় হইয়া উপরুক্ত ধাতু প্রশ্রাবের সহিত নির্গত হয়। এরূপ স্থলে প্রশ্রাব নিঃসরণ কালে অগ্রেই গাঢ় প্রশ্রাব নির্গত হয়। কিন্তু গাঢ় ধাতুকে ঔষধ দ্বারা প্রকৃতিস্থ করিলে তাহা তরল হইয়া প্রশ্রাবের সহিত নির্গত হয়।

অধিক পরিমাণে পানীয় দ্রব্য আহার করিলে প্রশ্রাব তরল হইতে পারে অথবা ইউরিটার্স (মূত্রাশয় ও মূত্রথলি যোগকারী নাড়ীদ্বয়) মুখে কোন প্রকার ময়লা পড়িয়া প্রশ্রাব প্রবাহের পথ কিয়ৎ পরিমাণে বন্দ হইলে কেবল মাত্র অপ্রাবের জলীয় ভাগ নিঃসরণ হইয়া প্রশ্রাব তরল হইয়া থাকে। এ অবস্থায় উক্ত নাড়ী দ্বয়ে ভার অথবা বেদনা অথবা সাঃটিয়া ধরার ন্যায় বোধ হয়, ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হইলে ও কাচা শ্লেষ্মা থাকিলে তরল প্রশ্রাব হইয়া থাকে। কাঁচা শ্লেষ্মাবৃত জ্বরে এই কারণে তরল প্রশ্রাব হয়।

(গ)

পরিষ্কারতা

প্রশ্রাব মধ্যে জলীয় পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দৃষ্ট না হইলে এবং কোন কাচের শিশির মধ্যে প্রশ্রাব রাখিলে

যদি প্রশ্রাব মধ্য দিয়া শিশির তুই পাশ্বেই দৃষ্টি গোচর হয় তাহা হইলে তাহাকে পরিষ্কার প্রশ্রাব বলা যায় এরূপ প্রশ্রাব হইলে জানিতে হইবে ভুক্ত দ্রব্য উত্তম রূপে পরিপাক হইয়াছে এবং শরীরের সমস্ত ধাতুই প্রকৃতিস্থ আছে।

(ঘ)

অপরিষ্কারতা।

প্রশ্রাব যদি অণ্ডমধ্যস্থ শ্বেতসার বস্তুর ন্যায় গাঢ় হয় অথবা প্রশ্রাবের জলীয় ভাগ অপরাপর বস্তুর সহিত মিশ্রিত বলিয়া বোধ হয় এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শিশির মধ্যে রাখিলে তন্মধ্য দিয়া শিশির উভয় পার্শ্ব এককালিন দৃষ্টি গোচর না হয় তাহা হইলে তাহাকে অপরিষ্কার প্রশ্রাব কহে, প্রশ্রাবের এরূপ অবস্থা হইলে জানিতে হইবে ভুক্ত দ্রব্য উত্তম রূপে পরিপাক হয় না এবং তরল পদার্থ যেমন গরম হইয়া ফাঁপিয়া উঠে, সেইরূপ শরীরস্থ সমস্ত ধাতু কিম্বা কোন ধাতু গরম হইয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে মূত্রাশয় কিম্বা মূত্র থলির মূত্রত্যাগ করিবার ক্ষমতা কম হইয়া গেলে কিম্বা দেহাভ্যন্তরস্থ কোন যন্ত্রে স্ফোটকাদি হইলেও প্রশ্রাব অপরিষ্কার হয়।

ঙ।

(গন্ধ)

সুস্থাবস্থাতেও প্রশ্রাবে সামান্য গন্ধ থাকে, ইহা পীড়ার লক্ষণ নহে, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা গন্ধ অধিক

হইলে জানিতে হইবে রোগীর কোন ধাতু অত্যন্ত বিকৃত হইয়া অর্থাৎ জ্বলিয়া বা পচিয়া জ্বর হইয়াছে, যদি প্রস্রাব দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয় ও মূত্র যন্ত্রাভ্যন্তরে বেদনা অনুভূত হয় এবং প্রস্রাব কোন পাত্রে স্থিরভাবে রাখিলে তাহার তলায় যদি পুজের ন্যায় ময়লা দ্রব্য অথবা মাংস কুচি দৃষ্ট হয় তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, রোগীর মূত্র যন্ত্রাভ্যন্তরে (ইউরিনারী অর্গান্স) ক্ষতোৎপাদন হইয়াছে, ঐ ক্ষত স্থানে অধিকক্ষণ রুদ্ধ থাকায় প্রস্রাব দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয়।

আর প্রস্রাব একেবারে গন্ধ শূন্য হইলে জানিতে হইবে যে, রোগীর পরিপাক শক্তি হ্রাস হইয়াছে, অথবা প্রস্রাবের সহিত বিকৃত ধাতু নিঃসরণের শক্তির হ্রাস হইয়াছে, কোন রুগ্ন ব্যক্তির প্রস্রাব দুর্গন্ধ বিশিষ্ট থাকিয়া যদি হঠাৎ সেই দুর্গন্ধ বন্ধ হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে শরীর মধ্যস্থ বিকৃত ধাতুসমূহ আর প্রস্রাব দ্বার দিয়া বাহির হইতেছে না। জীবনী শক্তি ক্ষীণ হইয়া মুত্রাশয় কিম্বা মূত্র থলির (ব্লডার) বিকৃত ধাতু নিঃসরণ ক্ষমতা হ্রাস হওয়াতে শরীরের সুস্থতা অপেক্ষা রোগের প্রকোপ অধিক হইয়াছে। এরূপ অবস্থাপন্ন রোগীর প্রাণনাশের বিশেষ সম্ভাবনা।

(চ)

ফেনা।

প্রস্রাব নিঃসরণ সময়ে তৎসহিত শরীর মধ্যস্থ বায়ু ও কফ প্রস্রাব দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া প্রস্রাবে অধিক পরিমাণে ফেনোৎপাদন করে, প্রস্রাব দ্বার দিয়া গাঢ় কফ যত অধিক

পরিমাণে নির্গত হইবে বায়ু কর্ত্তৃক বিম্বোৎপাদনও তত বেশী হইবে এবং উক্ত কফ যত আঁটাল হইবে, বিম্বসমূহও তত দীর্ঘস্থায়ী হইবে। প্রস্রাবে ফেনা অধিক হইলে জানিতে হইবে শরীর মধ্যস্থিত বায়ুর বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কফ ধাতু গাঢ় আঁটার ন্যায় হইয়াছে।

(ছ)

স্থির প্রস্রাবের নিম্নদেশে অথবা তন্মধ্যে বা উপরে ভাসমান পদার্থ।

কোন পরিষ্কার স্বচ্ছ পাত্রে (ইউনানিতে যাহাকে কারুরার শিশি অর্থাৎ প্রশ্রাব পরীক্ষার শিশি বলে) প্রশ্রাব স্থির করিয়া রাখিয়া দিলে স্তররূপে কতকগুলি সূক্ষ্ম বস্তু কণা দৃষ্ট হয়। এই স্তর বা দৃষ্ট বস্তু কখন প্রশ্রাবের উপরিভাগে ও কখন বা মধ্যে ভাসমান থাকে, কখন বা তলস্থ পাত্রোপরি স্থির হইয়া থাকে।

সুস্থ প্রস্রাবস্থ স্তররূপে দৃষ্ট বস্তু কণা সাধারণতঃ চারিপ্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

১। শ্বেত বর্ণ হওয়া।

২। চকচকে হওয়া।

৩। একাকার অর্থাৎ ছোট বড় না হওয়া।

৪। একস্থানে থাকা অর্থাৎ ছিন্ন ভিন্ন ভাবে না থাকা।

১।

যদি ঐ দৃষ্ট বস্তু শ্বেত বর্ণের হয়, তাহা হইলে জানিতে

হইবে পরিপাক শক্তির কার্য্য অব্যাহতভাবে চলিতেছে এবং দেহাভ্যন্তরস্থ অনেকগুলি মেদাচ্ছাদিত যন্ত্র ধৌত করিয়া আসাতে প্রস্রাব মধ্যস্থ উক্ত দৃষ্ট বস্তু শ্বেত বর্ণের হইয়াছে।" যকৃত রক্ত বর্ণ বিশিষ্ট হইলেও তথা হইতে প্রস্রাব ক্রমে মূত্র থলিতে নীত হইয়া শ্বেত বর্ণ যুক্ত হইয়া নির্গত হয় ইহা সুস্থ প্রস্রাবের নিত্য লক্ষণ।

২।

যদি ঐ দৃষ্ট বস্তু শ্বেত বর্ণ ও চক্‌চকে হয় তাহা হইলে পরিপাক শক্তির আরও ভাল অবস্থা বুঝিতে হইবে।

৩।

দৃষ্ট বস্তু কণাগুলি একাকার হওয়া উচিত। সকলগুলি সামানাকার না হইলে অর্থাৎ কতকগুলি ছোট ও কতকগুলি বড় হইলে বুঝিতে হইবে যে, পরিপাক কার্য্য ভাল হয় নাই, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয় নাই।

৪।

যদি ঐ দৃষ্ট বস্তু কণাগুলির সমস্ত অংশ এককালিন একস্থানে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে পরিপাক কার্য্যের উত্তম লক্ষণ প্রকাশ পায় কিন্তু ঐ দৃষ্ট বস্তু যদি ছিন্ন বিছিন্ন ভাবে থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, শরীর মধ্যে বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ হইয়া পরিপাক শক্তির ব্যঘাত ঘটাইয়াছে।

ভুক্ত দ্রব্য ভাল জীর্ণ না হইলে শরীর মধ্যে বায়ুর উৎপত্তি ও প্রকোপ হয়; প্রস্রাবস্থ স্তররূপে দৃষ্ট বস্তুকণা গুলিতে উপরোক্ত চারি প্রকার লক্ষণই বর্ত্তমান থাকিলে, স্বাস্থ্য অতি উত্তম আছে বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কোন পাত্রে প্রস্রাব স্থির ভাবে রাখিলে উপরুক্ত দৃষ্ট বস্তু কখন কখন তলস্থ পাত্রের উপরিভাগে এবং প্রস্রাবের নিম্নে কখন প্রস্রাবের মধ্যদেশে এবং কখন বা উপরিভাগে ভাসমান থাকে। ইহার মধ্যে প্রথম প্রকারের প্রস্রাবই সাধারণতঃ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তম স্বাস্থ্যের পরিচায়ক। ভুক্ত দ্রব্য উত্তমরূপে জীর্ণ হইলে উহার সারভাগ শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্র সমূহের পুষ্টি সাধনে নিযুক্ত হয় ও অবশিষ্ট অসার ভাগের কতক অংশ প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয়। এইগুলি শক্ত এবং ভারি হইয়া থাকে। সুতরাং তলদেশে পড়িয়া থাকে, শরীরের বায়ু বৃদ্ধির তারতম্যানুসারে এই বস্তু কণাগুলি বায়ু কর্ত্তৃক ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বিতীয় প্রকারের প্রস্রাব শরীরে বায়ু বৃদ্ধির পরিচায়ক; এবং তৃতীয় প্রকারের প্রস্রাবে আরও অধিক বায়ুবৃদ্ধি বুঝায়। দেহাভ্যান্তরিক উত্তাপ বৃদ্ধির তারতম্যানুসারেও ঐ বস্তু কণাগুলি ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। উত্তাপ কর্ত্তৃক ঊর্দ্ধে উত্থিত স্তররূপে দৃষ্ট বস্তু কণা বায়ু কর্ত্তৃক ঊর্দ্ধে উত্থিত বস্তু কণা স্তর হইতে অপেক্ষাকৃত ভাল। শরীরে বায়ু বৃদ্ধি হইলে বুঝিতে হইবে যে, মূত্র যন্ত্রের ভুক্ত দ্রব্যের অসার ভাগ নির্গত করিবার ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু আভ্যন্তরিক উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে পরিপাক শক্তি কিম্বা মূত্র যন্ত্রের অসার পদার্থ নির্গ-

মনের ক্ষমতা প্রায়ই হ্রাস হয় না। উপরোক্ত লক্ষণগুলির অভাব মন্দ প্রস্রাবের পরিচায়ক।

স্তররূপে দৃষ্ট বস্তু কণা গুলি ভুক্ত দ্রব্যের অসার ভাগ কিম্বা কফ দ্বারা সংগঠিত হয়। ইহার মধ্যে কফ দ্বারা সংগঠিত স্তর অসুস্থ প্রস্রাবের পরিচায়ক। প্রস্রাবস্থ স্তররূপে দৃষ্ট বস্তু কণা গুলির মধ্যে কতকগুলি বেশী বৃহৎ ও প্রশস্ত হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহাতে মাংস কুচি বিদ্যমান আছে। উক্ত মাংস কুচি শ্বেত বর্ণের হইলে বুঝিতে হইবে যে, মূত্র থলি মধ্যে ক্ষতোৎপাদন হইয়াছে। কিন্তু রক্ত বর্ণের হইলে বুঝিতে হইবে যে, মূত্রাশয় কিম্বা যকৃত মধ্যে ক্ষত হইয়াছে।

যদি দৃষ্ট বস্তু কণা সমূহের কতকগুলি গমের ভুষির ন্যায় আকার ও রক্ত বর্ণ বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, রক্ত জ্বলিয়া গিয়াছে। সুস্থ প্রস্রাব দৃষ্ট বস্তু কণা, পেঁজা তুলার ন্যায় দেখিতে হয়, যদি ঐরূপ না হইয়া গমের ভুষির ন্যায় আকার ও শ্বেত বর্ণ বিশিষ্ট হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কফ জ্বলিয়া গিয়াছে। উক্ত দ্রব্য গুলি জরদ বর্ণের হইলে পিত্ত বিকৃত ও কাল বর্ণের হইলে সওদা বিকৃত হইয়াছে জানিতে হইবে।

কাহারও কাহরও প্রস্রাবে উপরোক্ত বস্তু কণা দৃষ্ট হয় না এরূপ হইলে বুঝিতে হইবে যে, সেই ব্যক্তির ভুক্ত দ্রব্য একেবারেই পরিপাক হয় না। কিম্বা তাহার ইউরিটার্স নামা নাড়ী মধ্যে ময়লা জন্মিয়াছে। ধাতু চতুষ্টয়ের মধ্যে

কোনটীর পরিমাণ কম হইয়া গেলেও প্রস্রাবে উক্ত বস্তু কণাগুলির অভাব হয়।

সুস্থ ব্যক্তির প্রস্রাবে উক্ত বস্তু কণাগুলি যে পরিমাণে থাকে। দুর্ব্বল ও ব্যায়ামশীল ব্যক্তির প্রস্রাবে তদপেক্ষা কম এবং মেদালু ও অলস ব্যক্তির প্রস্রাবে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বাত রোগগ্রস্থ ব্যক্তির প্রস্রাবস্থ উক্ত দৃষ্ট বস্তু কণাগুলি শিশির তলদেশে চুর্ণের মত পড়িয়া থাকে এবং নাড়িলেও পেঁজা তুলার ন্যায় দৃষ্ট হয় না; যদি দৃষ্ট বস্তু কণাগুলি শিশির তলায় পড়িয়া থাকে এবং নাড়িলে ভাঙ্গিয়া যায় আবার স্থির হইলে শীঘ্রই পূর্ব্ববস্থা প্রাপ্ত হয়, পেঁজা তুলার মত দেখা যায় না এবং দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয় তাহা হইলে তাহাতে পুঁজ আছে বলিয়া জানিতে হইবে, বেশী জল পান, জলীয় ফল ব্যবহার, জলীয় ফল খাইয়া জলপান করিলে ও শরীর বেশী গরম হইয়া মেদ তরলাবস্থা প্রাপ্ত হইলে এবং ধাতু বিকৃত হইয়া কোন রোগ হইলে প্রস্রাব পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে। এরূপ বেশী প্রস্রাবে রোগী সুস্থতা অনুভব করিয়া থাকে।

ধাতু বিকৃত হইয়া প্রস্রাব অধিক পরিমাণে কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া হইলে বুঝিতে হইবে যে, প্রধান প্রধান যন্ত্রগুলি দুর্ব্বল হইয়াছে। বেশী পরিশ্রম জন্য ঘর্ম্ম হইলে, কোন পীড়া হেতু মেদ কম হইলে, বেশী দাস্ত হইলে প্রস্রাব পরিমাণে কম হয়।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ

ইউনানী হাকিমি চিকিৎসা।

হাকিম আবদুল্লতিফ।
৬৩ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—————০ঃ০—————

লক্ষ্ণৌয়ের ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বর নবাব সা ওয়াজেদ্ আলি খাঁন বাহাদুরের খাস চিকিৎসক সুপ্রসিদ্ধ হাকিম শ্রীযুক্ত তবিবদ্দৌলা খাঁন বাহাদুরের নিকট লক্ষ্ণৌধামে নিয়মিত ১৮ বৎসর কাল ইউনানী হাকিমী চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যায়ন সমাপ্ত করিয়া উপরোক্ত নবাব বাহাদুরের অনুমতিক্রমে ৫ বৎসর যাবৎ উপরিউক্ত ঠিকানায় সুবিস্তৃতরূপে একটি ইউনানী ঔষধালয় স্থাপন করিয়া লোকমানী ও আফলাতুনি মতানুস্মারে সকল ঔষধ প্রস্তুত করিয়া কবিরাজী ও ডাক্তারি চিকিৎসার অসাধ্য উৎকট রোগ ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা করিতেছি। আমার ঔষধে হিন্দুধর্ম্ম আচার বিরুদ্ধ এবং পারা বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতিকারক বিষাক্ত দ্রব্য নাই। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যের ব্যবস্থা কিছুমাত্র কঠিন নহে; ঔষধের কোন অনুপানও নাই। যাঁহারা অন্যান্য চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ না করিয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও আমার ঔষধ ব্যবহারে অতি অল্প সময়ে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া আমাকে প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন। অতএব প্রার্থনা এই যে, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মহাত্মাগণ একবার আমার ঔষধ ও চিকিৎসার মাহাত্ম্য পরীক্ষা করিয়া দেখেন। আমার পরিশ্রম সাধ্য তেজস্কর ঔষধগুলিই উহার পরিচয় দিবে। মফঃস্বল হইতে আনু-

পূর্ব্বিক বিবরণ পত্র ও ২৲ দুই টাকা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে ব্যবস্থা পত্র সহ ভিঃ পিঃ পোষ্টে ঔষধ পাঠান যায়। যিনি পত্রের উত্তর লইতে ইচ্ছুক তিনি অর্দ্ধ আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প পাঠাইবেন। ইউনানীমতে নিম্নলিখিত কয়েকটি দুঃসাধ্য রোগের অতি চমৎকার সুখসেব্য ও উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ঔষধ আছে। মেহ, যকৃৎ, বহুমূত্র, অর্শ, প্রদর মূত্রনালিতে মাংসবৃদ্ধি, কোষবৃদ্ধি, অম্ল, পারাঘটিত রোগ, বাধক, মূত্রকৃচ্ছ্র, মৃগি, সূতিকা এই কয়েকটি রোগের ঔষধের সাপ্তাহিক মূল্য ২৲ টাকা; হাপানির অতি উৎকৃষ্ট ঔষধের সাপ্তাহিক মূল্য ৩৲ টাকা, রোগ সামান্য দিনের হইলে ৩ দিনেই উপকারের চিহ্ন জানা যায় ও সপ্তাহে আরোগ্য হয়, বেশী দিনের হইলে ৩ সপ্তাহ ব্যবহার আবশ্যক। কেশের অকাল পক্কতা নিবারণ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী সম্পূর্ণ সুবাসিত তৈল ৪০ দিন ব্যবহারোপযোগী এক শিশির মূল্য ২৲ টাকা। সর্ব্বজ্বর নাশক মহৌষধের এক শিশির মূল্য ১॥ টাকা। দদ্রু, দন্তরোগ, প্লীহা, মেচেতা এই কয়েকটি রোগের ঔষধের প্রত্যেকের মূল্য ॥০ আট আনা। স্বপ্ন বিকার ও ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগের অতি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ সাপ্তাহিক মূল্য ৫৲ টাকা। দুই সপ্তাহে বিশেষ উপকারের চিহ্ন জানা যায়, ৪ সপ্তাহ সেবনে রক্ত পরিষ্কার, ধারণা শক্তি, হজম, শ্রবণ, স্মরণশক্তি ও চক্ষের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হইয়া শরীর সবল, সৌন্দর্য্য শালী ও কান্তি বিশিষ্ট হইবে। আফিম পরিত্যাগের ঔষধ—এই ঔষধ সেবনাবধি আর আফিম খাইতে হইবে না, অথচ তজ্জনিত উপসর্গ সকল অনুমাত্রও হইবে না। ইহার মূল্য যিনি যে পরিমাণ আফিম খান সেইরূপ অর্থাৎ একপাই হইতে ৶০ আনা ওজনে সেবনকারীর সাপ্তাহিক ঔষধের মূল্য ৩৲ টাকা, ৶০ আনার উর্দ্ধ।০ আনা পর্য্যন্ত ৪৲ টাকা, ।০ আনার উর্দ্ধ।৶০ আনা পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা, ।৶০ আনার উর্দ্ধ ॥০ পর্য্যন্ত ৬৲ টাকা, এইরূপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হইবেক। উপরোক্ত রোগ সকল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অনেকে আমাকে শত সহস্র প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্ন কয়েক খানি উদ্ধৃত হইল।

মাননীয়

শ্রীযুক্ত হাকিম আবদুল লতিফ

মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়

পাঁচ বৎসর কাল অতীত হইল আমি প্রমেহের পীড়ায় কষ্ট ভোগ করিতেছিলাম। কলিকাতার ও অন্যান্য স্থানের অনেকানেক সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারী ও কবিরাজী ঔষধ ও দেশী ও বিলাতী নানা প্রকার পেটেণ্ট মেডিসিন ব্যবহার করিয়া কোন ফল না পাইয়া, আরোগ্য লাভের আশায় হতাশ হইয়া ছিলাম। গত পূজার পর আমার এক বন্ধুর নিকট আপনার যশের কথা শুনিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হই এবং আপনারি নিকট হইতে ঔষধ লইয়া সেবন করি। আপনার ঔষধের এমনই আশ্চর্য্য গুণ যে, সপ্তাহ কাল সেবনে আমার প্রায় অর্দ্ধেক রোগ কমিয়া যায়। চারি সপ্তাহ কাল ঔষধ সেবন করিয়া আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করি। আমার প্রস্রাবের সহিত সূত্রবৎ সপূয় ধাতু নির্গত হইত। দিবা রাত্রিতে ৯।১০ বার প্রস্রাব করিতাম। এবং ইহার আনুসঙ্গিক যে সমুদয় রোগ ছিল তাহাতে আমার শরীর ও পড়া শুনার যথেষ্ট ক্ষতি করিত। ঈশ্বরের কৃপায় আপনার চিকিৎসায় আমার সমস্ত রোগই নিঃশেষ হইয়াছে। যে কষ্ট হইতে আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন সে ঋণ আমার মত লোকের পরিশোধ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি যেন আপনাকে দীর্ঘজীবী করেন, তাহা হইলে সহস্র সহস্র লোক নানাবিধ ভীষণ ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিবে। যে সমুদায় লোক উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া নানা প্রকার চিকিৎসাতেও আরোগ্য লাভ করিতে পারেন না, আমার বিবেচনায় তাঁহারা আপনার মত চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন থাকিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবেন। নিবেদন ইতি ১লা জানুয়ারি ১৮৮৮ সাল।

শ্রীবিজয় চন্দ্র চৌধুরি

সেকেণ্ড ক্ল্যাশ।

মেট্রাপলিটন ইনষ্টিটিউশন্।

শ্রীযুক্ত মৌলবি আবদুল লতিফ
হাকিম সাহেব মান্যবরেষু

মহাশয়!

আমার মূত্রনালীতে মাংস বৃদ্ধি হইয়া প্রস্রাবের দ্বার সরু হয় ও মধ্যে মধ্যে প্রস্রাব রোধ হইত। বিনা শলা পাসে প্রস্রাব হইত না জ্বর নিয়ত থাকিত এবং প্রস্রাব কালে অসহ্য যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া অচেতন হইয়া পড়িতাম। এই অবস্থায় ৮ বৎসর কাল অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি এবং অনেক সুবিজ্ঞ ডাক্তার ও কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসাও করাইয়াছি, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল পাই নাই। এমন কি সিভিল সার্জ্জন দ্বারা অণ্ড কোষের নিম্নে ছিদ্র করাইয়াও প্রস্রাব নির্গত হয় নাই। পরে আপনার ঔষধ ব্যবহারে, বিনা ক্লেশে প্রস্রাব নির্গত হয় ও মাসাবধি ঔষধ সেবনে মূত্রনালীর ভিতর যে মাংস বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইয়া যাওয়ায় আমি এক্ষণে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি। ইতি

২০শে কার্ত্তিক ১২৯৩ সাল।

শ্রীরমানাথ অধিকারী
সাং বাজেশিবপুর, হাওড়া।

মান্যবরেষু

ইতি পূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে মেহ ও মাংস বৃদ্ধি রোগের ১৫ দিবসের ঔষধ ডাকযোগে আনাইয়া সেবন করায় আমি বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি। তন্নিমিত্ত আমার বহু ধন্যবাদ জানিবেন। আপনার ঔষধ যেমন উপকারজনক তেমনই সুখসেব্য এই কথা অমি পুনঃ পুনঃ বলিয়া আপনার প্রশংসা করিয়া থাকি। আপনার সুখ্যাতি হওয়া আমার বাঞ্ছনীয়। যাহারা উৎকট দুঃসাধ্য রোগে আক্রান্ত আছেন, ঈশ্বর যেন তাহাদিগকে আপনার ঔষধ ব্যবহারে মতি প্রদান করেন; আমার বিশ্বাস যে, আপনার অনির্ব্বচনীয় ফলপ্রদ ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবেন। ইতি ১২৯৬ সাল ৩রা ফাল্গুণ।

শ্রীমথুরানাথ সার্ব্বভৌমিক
বাঁশগাড়া কাছারী, লালপুর পোষ্ট
মুরশীদাবাদ জেলা।

মহামান্যবর—

শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল লতিফ
হাকিম মহাশয় মান্যবরেষু।

মহাশয়!

আপনার ডিস্পেন্সারি হইতে আমার এক জন কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিশ্বাস দ্বারা প্রথমতঃ অহিফেন পরিত্যাগের ঔষধ আনাইয়া ব্যবহার করায় যথোচিত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার পর আমার ছোট ভগ্নী দয়াময়ী দেব্যার ভয়ানক পুরাতন ব্যাধির ঔষধ উক্ত বিশ্বাস মহাশয়ের লিখিত পত্র দ্বারা আপনার নিকট হইতে আনাইয়া ব্যবহার করাইয়া যারপর নাই ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সেই কারণ নিতান্ত ভরসা করিয়া লিখিতেছি বর্ত্তমান ব্যাধির অবস্থা অবগত হইয়া যত শীঘ্র পারেন উপযুক্ত ঔষধ ভ্যালুপেবেল পার্শেলে প্রেরণ করিয়া চিরবাধিত করিবেন। ইতি ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮।

শ্রীভোলানাথ চৌধুরি
সাং এক্তিয়ারপুর পোষ্ট জানিপুর জেলা নদিয়া।

মান্যবর

শ্রীযুক্ত হাকিম আবদুল লতিফ
মহাশয় বরাবরেষু।

মহাশয়!

আমি আমার নিজের বাটিতে থাকার সময় আপনার সুবিখ্যাত অহিফেন পরিত্যাগের ঔষধ ব্যবহারে আশাতীত ফল লাভ করিয়াছি। আমি সুধাভ্রমে প্রায় সাত বৎসর কাল এই হলাহল পান করিয়া নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। এক্ষণে আপনার ঔষধ সেবনে আমি ইহা পরিত্যাগ করিয়া চিরযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিলাম এই জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবী ও সুখী করুন। ইতি ২রা মাঘ। ১২৯৭ সাল।

শ্রীদুর্গা গোবিন্দ বিশ্বাস লক্ষ্মীপুর, ধুবড়ী।

মাননীয়

চিকিৎসক মহাশয়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মহাশয় !

এত দিনে আমার ভ্রম দূর হইয়াছে। বদ্ধমূল অজীর্ণ [Dys pepsia] রোগের প্রতিকার নাই বলিয়া আমার যে সংস্কার ছিল, তাহা এত দিনে দূর হইল। আপনার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আমার সেই সংস্কার ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া জানিলাম। কিন্তু বাস্তবিকই আমার পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভ্রম জন্মিবারও বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। আমি অনেক খ্যাতনামা ডাক্তার ও বৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসা করাইয়াছি কিন্তু তাঁহাদের চিকিৎসায় যেরূপ ফল পাইয়াছি, তাহাতে সমগ্র চিকিৎসা বিদ্যার উপর অশ্রদ্ধা হওয়া অসম্ভব নহে। যাহা হউক এক্ষণে আপনার চিকিৎসায় আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আপনাকে আর অধিক কি লিখিব, আপনার অনুগ্রহে রোগমুক্ত হইয়া আমি যেমন সুখী হইয়াছি, ঈশ্বর যেন আপনাকেও সেরূপ সুখী করেন।

আমার অগ্নি মান্দ্য আর নাই, মলবদ্ধের যাতনাও আর নাই এবং উদ্গারের নাম মাত্রও নাই। অনেক দিনের পর আমি এক্ষণে প্রকৃত ক্ষুধা অনুভব করিতেছি। এক্ষণে আমি আর সেই দুর্ব্বল, অবসন্ন দেহ, নিস্পন্দ রোগী নাই; আমি এক্ষণে জগদীশ্বরের কৃপায় আপনার চিকিৎসায় নীরোগ ও সবল হইয়াছি। আবশ্যক বা উপযুক্ত বিবেচনা করিলে আপনি এই পত্র মুদ্রিত করিতে পারেন। ইতি সন ১২৯৬ সাল ৪ঠা ভাদ্র।

শ্রীপরাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শিক্ষক